কেরালা শিক্ষা বিল, ১৯৫৭-এ। ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) এর অধীনে রেফারেন্স।

(প্রধান বিচারপতি এস. আর. দাস ভগবতী, ভেঙ্কটরামা আইয়ার, বি. পি. সিনহা, জাফর ইমাম, এস. কে. দাস এবং জে. এল. কাপুর মহামান্য বিচারপতিগন)

রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স--কেরালা শিক্ষা বিল, ১৯৫৭-সাংবিধানিক বৈধতা- সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টার এখতিয়ার, - সুযোগ- সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার-ভারতের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৪৩(১), ১৪, ২৯, ৩০ এবং ২২৬।

এটি সংবিধানের ১৪৩(১) অনুচ্ছেদের অধীনে একটি রেফারেন্স ছিল ভারতের রাষ্ট্রপতির মতামত পাওয়ার জন্য আদালতের প্রণীত

কেরালা শিক্ষা বিল, ১৯৫৭ এর কিছু বিধানের সাংবিধানিক বৈধতা সম্পর্কিত কিছু প্রশ্নে, যা কেরালা বিধানসভা দ্বারা পাস করা হয়েছিল কিন্তু রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য রাজ্যপাল দ্বারা সংরক্ষিত ছিল। বিলটি, এর শিরোনাম এবং প্রস্তাবনা হিসাবে নির্দেশিত হয়েছে, এর উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য জুড়ে শিক্ষা পরিষেবার আরও ভাল সংগঠন এবং বিকাশ, সম্ভবত, সংবিধানের ৪৫ অনুচ্ছেদের বিধানগুলি বাস্তবায়নে এবং সাহায্যপ্রাপ্ত এবং স্বীকৃত উভয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করেছে। এই আদালতে উল্লেখ করা চারটি প্রশ্নের মধ্যে প্রথম এবং তৃতীয়টি দফা (৫) দফা ৩৬ সহ পঠিত এবং দফা ১৫ অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী বিলের বৈষম্যমূলক। দ্বিতীয় বিরোধিতা করা দফা ৩(৫), ৮(৩) এবং দফা ৯ থেকে ১৩ এর বিলটি সংখ্যালঘুদের অধিকারের লঙ্ঘন হিসাবে ৩০(১) অনুচ্ছেদ এবং চতুর্থ, দফা ৩৩ বিলের দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে, আপত্তিকর সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ হিসাবে। বিলের দফা ৩(৫) নতুন বিদ্যালয়ের স্বীকৃতিকে বিলের অন্যান্য বিধান এবং দফা (৩৬), দফা (১৫) এর অধীনে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি সাপেক্ষে করেছে অনুমোদিত সরকার যে কোনো শ্রেণির স্কুল অধিগ্রহণ করতে, দফা ৮(৩) সমস্ত সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের জন্য সরকারকে ফি হস্তান্তর করতে বাধ্য করেছে, দফা ৯ থেকে ১৩ স্কুলগুলির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা, শিক্ষকদের বেতন প্রদান এবং তাদের নিয়োগের শর্তাবলী এবং দফা (৩৩) আইনের অধীন কার্যধারা রোধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এবং অন্তর্বর্তী আদেশ প্রদান নিষিদ্ধ। এই আদালত এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে যে যেহেতু দফা ৩(৫) বিলের অন্যান্য বিধানগুলিকে আকৃষ্ট করেছে, যদি সেগুলির মধ্যে কেউ অসাংবিধানিক বলে প্রমাণিত হয়, দফা ৩(৫) নিজেই নিন্দা এড়াতে পারেনি।

আদেশ (প্রধান বিচারপতি এস. আর. দাস ভগবতী, বি. পি. সিনহা, জাফর ইমাম, এস. কে. দাস এবং জে. এল. কাপুর মহামান্য বিচারপতিগন), যদিও সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১), যা কার্যত ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর ধারা ২১৩(১) এর বিধানগুলিকে পুনরুৎপাদন করেছে, এই আদালতকে বিচক্ষণতা দিয়েছে, যেখানে এটি উপযুক্ত মনে করেছে, উল্লেখিত প্রশ্নগুলির উপর কোনো মতামত প্রকাশ করতে অস্বীকার করার জন্য এটিতে, আপত্তি যে এই জাতীয় প্রশ্নগুলি কার্যকর করা একটি আইনের সাথে সম্পর্কিত নয়, তবে একটি বিলের বৈধতার সাথে সম্পর্কিত যা এখনও প্রণীত হয়নি, রেফারেন্সটি উপভোগ করতে অস্বীকার করার কোনও কারণ হতে পারে না।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) এর উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রপতির সন্দেহ দূরীকরণ এবং এটি কোনভাবেই কোন সন্দেহের সাথে উদ্বিগ্ন নয় যে কোনও দল বিনোদন দিতে পারে এবং কোনও রেফারেন্স অসম্পূর্ণ বা অযোগ্য হতে পারে না কারণ এটি অন্তর্ভুক্ত নয় অন্যান্য প্রশ্ন যা এতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং এই আদালতের পক্ষে রেফারেন্সের বাইরে গিয়ে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়নি।

১৪৩(১) অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত উপদেষ্টা এখতিয়ার সংবিধানের ১৪(২) অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত থেকে ভিন্ন ছিল পরবর্তীতে এই আদালতকে রেফারেন্সের উত্তর দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

এস্টেট ডিউটি, [১৯৪৪] এফ সি আর ১৭, উপর নির্ভরশীল.

অন্টারিও বনাম হ্যামিল্টন স্ট্রিট রেলওয়ের জন্য অ্যাটর্নি-জেনারেল, [১৯০৩] এ. সি. ৫২৪, ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার জন্য অ্যাটর্নি-জেনারেল বনাম কানাডার অ্যাটর্নি-জেনারেল, [১৯১৪] এ. সি. ১৫৩, কানাডায় অ্যারোনটিক্সের রেগুলেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, [১৯৩২] এ সি ৫৪, জমি ও ভবনের পুনরায় বরাদ্দ, [১৯৪৩] এফ সি আর ২০ এবং পুনরায় দিল্লি বিধান আইন, ১৯১২, [১৯৫১] এস সি আর৭৪৭, এ বিবেচিত।

রাষ্ট্রীয় নীতির একটি নির্দেশমূলক নীতি একটি মৌলিক অধিকারকে অগ্রাহ্য করতে পারে না এবং এটি অবশ্যই পালন করতে হবে, তবে কোনও আদালতের মৌলিক অধিকারের পরিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে, একটি নির্দেশিক নীতিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা উচিত নয় তবে উভয়কেই যতটা সম্ভব কার্যকর করার চেষ্টা করা উচিত মিলবিশিষ্ট নির্মাণের নীতি।

মাদ্রাজ রাজ্য বনাম শ্রীমতী চম্পকাম দোরাইরাজন, [১৯৫১] এস সি আর ৫২৫ এবং মো. হানিফ কোরেশি বনাম বিহার রাজ্য, [১৯৫৯] এস সি আর ৬২৯, এ উল্লেখ করা হয়েছে.

রেফারেন্সের অধীন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে, বিলটির পৃষ্ঠপোষকতাকারী সরকারের নীতির যোগ্যতা বা অন্যথা এই আদালতের চিন্তার বিষয় হতে পারে না এবং এর একমাত্র দায়িত্ব ছিল বিলের এই জাতীয় বিধানগুলির সাংবিধানিক বৈধতা সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশ করা যা এই আদালতের অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রশ্নসমুহ দ্বারা।

নীতিমালার আলোকে বিচার করা হয়েছে এই আদালতের একের পর এক রায়ের ব্যাখ্যায় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪, প্রশ্ন ১ এবং ৩ এর মধ্যে আসা বিলের ধারাগুলিকে সেই অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন বলা যায় না।

৩(৫) দফা দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞা দফা ২৬ দিয়ে পঠিত বিলের, যা অভিভাবকদের বাধ্যতামূলক করে তাদের ওয়ার্ডগুলিকে বাধ্যতামূলক এলাকায় একটি সরকারি বা একটি বেসরকারী স্কুলে পাঠাতে বাধ্য করেছিল এবং এইভাবে এই অঞ্চলে একটি নতুন স্কুলের জন্য এটি অসম্ভব করে তুলেছিল, সাহায্য বা স্বীকৃতি চাইবে না, কাজ করা, এটাকে বৈষম্যমূলক বলা যায় না যেহেতু রাষ্ট্র তার জনগণের চাহিদা সম্পর্কে ভালোভাবে জানত, এবং ভৌগলিক শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তিতে এই ধরনের বৈষম্য বেশ অনুমোদিত ছিল।

মো. হানিফ কোরেশি বনাম বিহার রাজ্য, [১৯৫৯] এস.সি. আর.৬২৯, চিরঞ্জিত লাল চৌধুরী বনাম দ্য ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, [১৯৫০] এস.সি.আর. ১০৪৫, রামকৃষ্ণ ডালমিয়া বনাম শ্রী বিচারপতি এস.আর. টেন্ডোলকর, [১৯৫৯] এস সি আর ২৭৯, উল্লেখ করা হয়েছে।

কোনো সংবিধি বৈষম্যমূলক হতে পারে না যদি না এর বিধানগুলি বৈষম্য করে, এবং যেহেতু বিলের বিধানগুলি তা করেনি, তাই বলা যায় না যে এটি সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভিন্ন প্রয়োগের দ্বারা আইনের সমান সুরক্ষা লঙ্ঘন করেছে যদিও এটি একই রকম নয়।

কাম্বারল্যান্ড কোল কো বনাম বোর্ড অফ রিভিশন, (১৯৩১) ২৮৪ ইউ এস ২৩ ;৭৬ এল ই ডি ১৪৬,

আদেশ অপ্রযোজ্য।

একটি আইনের নীতি এবং উদ্দেশ্য তার দীর্ঘ শিরোনাম এবং প্রস্তাবনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে। বিরোধিতা করা বিলটি দীর্ঘ শিরোনাম এবং প্রস্তাবনায় তার নীতি নির্ধারণ করেছে এবং এটিকে শক্তিশালী করেছে বিভিন্ন ধারায় আরও সুনির্দিষ্ট বিবৃতি এবং ফলস্বরূপ, সেই নীতি বাস্তবায়নে সরকারের উপর ছেড়ে দেওয়া বিচক্ষণতার প্রয়োগ করতে হয়েছিল। দফা ৩(৩) এ 'হতে পারে' শব্দের ব্যবহার কোন পার্থক্য করতে পারে না, কারণ একবার উদ্দেশ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এবং বিচক্ষণতার অনুশীলনের শর্তগুলি পূরণ হয়ে গেলে, সেই উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটি প্রয়োগ করা সরকারের উপর কর্তব্য ছিল। যদি এটি তা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিলটিকে নয়, ব্যর্থতার নিন্দা করতে হবে।

বিশ্বম্বর সিং বনাম উড়িষ্যা রাজ্য [১৯৫৪] এস সি আর ৮৪২ এবং জুলিয়াস বনাম অক্সফোর্ডের লর্ড বিশপ, (১৮৮০) ৫ অ্যাপ কাস ২১৪, এ উল্লেখ করা হয়েছে.

বিচক্ষণ ক্ষমতা অগত্যা বৈষম্যমূলক ছিল না, এবং সরকার কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার হালকাভাবে অনুমান করা যায় না। নীতি নির্ধারণের পাশাপাশি, রাজ্য আইনসভা দফা ৩৭ দ্বারা নিজের দ্বারা কার্যকর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে এবং শর্তাবলী দফা ১৫ বিলের । তাই বলা যায় না যে বিলটি সরকারকে অনিয়ন্ত্রিত বা অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা প্রদান করেছে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩০(১), যা ছিল একটি প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গী অনুচ্ছেদ ২৯(১) এর এবং সংখ্যালঘুদের তাদের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার অধিকার দিয়েছে, 'সংখ্যালঘু' শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করেনি, বা সংবিধানের দ্বারা অন্য কোথাও সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, তবে এটি একটি সংখ্যালঘু বা অনুচ্ছেদ দ্বারা পরিকল্পিত প্রস্তাব করা অযৌক্তিক ছিল অনুচ্ছেদ ৩০(১) এবং অনুচ্ছেদ ২৯(১) দ্বারা বলতে কেবলমাত্র এমন ব্যক্তিদের বোঝাতে পারে যারা নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি সংখ্যাগত সংখ্যালঘু গঠিত যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত ছিল বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে বসবাস করত। সংবিধানের ৩৫০-ক অনুচ্ছেদ, সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এমন একটি প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারে না। যেহেতু অস্বাস্থ্যকর বিলটি সমগ্র রাজ্যে প্রসারিত হয়েছে, রাজ্যের সংখ্যালঘুদের অবশ্যই তার সমগ্র জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে এবং এইভাবে খ্রিস্টান, মুসলমান এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা এর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হবে।

সংবিধানের ৩০(১) অনুচ্ছেদ সংবিধানের আগে থেকে বিদ্যমান সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য করেনি বা তারপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং উভয়কেই সুরক্ষিত করেছে। এটির প্রয়োজন ছিল না যে একটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত এবং একটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান এটিতে একজন অ-সদস্যকে স্বীকার করে তা বন্ধ করতে পারে না।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩০(১) কোনোভাবেই সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানে পড়ানো বিষয়গুলিকে সীমাবদ্ধ করে, এবং এর গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলি "তাদের নিজস্ব পছন্দের", স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে এটি যে অধিকার প্রদান করেছে তার পরিধিটি প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত ছিল যে সংখ্যালঘুরা সম্প্রদায়গুলি প্রতিষ্ঠার জন্য বেছে নিয়েছে এবং যে তিনটি বিভাগে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে সেগুলি হল (১) যারা রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য বা স্বীকৃতি চায়নি, (২) যারা সাহায্য চেয়েছিল এবং (৩) যারা চেয়েছিল স্বীকৃতি কিন্তু সাহায্য নয়। বিরোধিতা করা বিলটি

শুধুমাত্র দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সম্পর্কিত ছিল।

২৯(২) এবং ৩০(২) অনুচ্ছেদ দ্বারা ব্যবহৃত 'সহায়তা' শব্দটি সংবিধানের ৩৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে 'অনুদান' অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং বিলে থাকা শব্দের একই অর্থ থাকতে হবে। ফলস্বরূপ, প্রশ্ন নং ২-এ উল্লিখিত বিলের এই জাতীয় ধারাগুলি ৩৩৭ এবং ২৯(২), অনুচ্ছেদের অধীন যেগুলির উপর এবং তার উপরে এই ধরনের অনুদানের পূর্ববর্তী নতুন এবং কঠোর শর্ত আরোপ করেছে, শুধুমাত্র ৩৩৭ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেছে তা নয় কিন্তু এছাড়াও, বিষয় এবং প্রভাব, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩০(১) এবং সেই পরিমাণ অকার্যকর ছিল।

রশিদ আহমদ বনাম মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, কাইরানা, [১৯৫০] এস সি আর ৫৬৬, মো. ইয়াসিন বনাম টাউন এরিয়া কমিটি, জালালাবাদ, [১৯৫২] এস.সি.আর. ৫৭২ এবং দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম বোম্বে এডুকেশন সোসাইটি,[১৯৫৫] ১ এস.সি.আর. ৫৬৮, এ উল্লেখ করা হয়েছে.

যদিও সংবিধানের ৩৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যতীত সাহায্য প্রদানের কোনো সাংবিধানিক অধিকার ছিল না, রাষ্ট্রীয় সাহায্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ২৮(২), ২৯(২) এবং ৩০(২) অনুচ্ছেদের জন্য অপরিহার্য ছিল স্পষ্টভাবে এই ধরনের সাহায্য এবং ৪১ এবং ৪৬ অনুচ্ছেদের অনুদানের কথা চিন্তা করেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করার এবং সংখ্যালঘুদের এই জাতীয় স্বার্থ প্রচারের দায়িত্বের জন্য রাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করেছে।

কিন্তু ৩০(১), অনুচ্ছেদ অধীনে সংখ্যালঘুদের তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার, সহায়তা প্রদানের পূর্ববর্তী শর্ত হিসাবে যুক্তিসঙ্গত প্রবিধান আরোপ করে অপশাসনের বিরুদ্ধে যথাযথ সুরক্ষার উপর জোর দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের অধিকারের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, রাজ্য আইনসভা সংবিধানের ২৪৫ এবং ২৪৬, অনুচ্ছেদের অধীনে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে পরোক্ষ পদ্ধতি প্রয়োগ করে মৌলিক অধিকারগুলিকে লঙ্ঘন করে, যা করার ক্ষমতা সরাসরি ছিল না, পরোক্ষভাবে করতে পারেনি।

তাই বিচার, দফা (৫) বিলের কার্যকরী আনা দ্বারা এবং দফা ১৪ এবং ১৫ আরোপ করে শর্ত হিসাবে সহায়তা প্রদানের পূর্ববর্তী, সংবিধানের ৩০(১) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন করে ।

রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিবেচনা প্রযোজ্য। কোন সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান তার আসল উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে না বা ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে তার অধিকার কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারে না। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ছাড়া, অন্যথায় এটি শিক্ষা কোডের অধীনে তার পণ্ডিতদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেতে বা পাবলিক সার্ভিসে প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত থাকবে না। যদিও এটা নিঃসন্দেহে সত্য ছিল যে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির কোনো মৌলিক অধিকার থাকতে পারে না, স্বীকৃতির অস্বীকৃতি কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকারের আত্মসমর্পণের মতো শর্ত ব্যতীত, অবশ্যই, বস্তুগতভাবে এবং প্রভাব সংবিধানের ৩০(১) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন করবে।

দফা ৩(৫), বিলের দফা ২০ এর সাথে পঠিত, প্রাথমিক ক্লাসে টিউশন ফি নেওয়া নিষিদ্ধ করে, সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্ষতিপূরণ ছাড়াই আয়ের একটি ফলপ্রসূ উৎস থেকে বঞ্চিত করেছে, যেমনটি দফা (৯) দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছিল সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির জন্য, এবং এইভাবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির পূর্ববর্তী শর্ত আরোপ করেছে যা ছিল

৩০(১) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘনকারী প্রভাব এবং তাই, সেই পরিমাণে অকার্যকর ছিল। আইনের অধীনে প্রণীত কোনো নিয়ম এই ধরনের অবৈধতা নিরাময় করতে পারে না।

সংবিধানের ৪৫ অনুচ্ছেদে রাজ্য সরকারকে সংবিধান দ্বারা গ্যারান্টিযুক্ত সংখ্যালঘুদের অধিকারের ক্ষতির জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজন ছিল না, সরকার যদি তা বেছে নেয় তবে এটি সরকারী এবং সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে করতে পারে এবং এই আদালতের দায়িত্ব ছিল সংবিধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে প্রদানের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেছিল এমন মৌলিক অধিকারগুলিকে সমুন্নত রাখতে বাধ্য।

উচ্চ আদালতকে প্রদত্ত বিস্তৃত ক্ষমতা এবং এখতিয়ার সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ যেমন বিলের দফা (৩৩), বিধান দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না, যা আদালতকে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বা অন্তর্বর্তী আদেশ জারি করতে নিষেধ করে তার অধীনে যেকোন কার্যক্রমে বাধা, এবং এটি অবশ্যই সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের ওভাররাইডিং বিধানগুলির সাপেক্ষে পড়তে হবে।

বিচারপতি ভেঙ্কটরামা আইয়ার- এটা স্পষ্ট ছিল যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩০(১) শর্তে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির অধিকার দেয়নি, না, সঠিকভাবে বোঝানো হয়েছে, এটি অন্তর্নিহিত দ্বারা তা করা যেতে পারে, এই ধরনের অন্তর্নিহিততার জন্য, যদি উত্থাপিত হয়, তাহলে এটির স্পষ্ট বিধানের পরিপন্থী হবে সংবিধানের ৪৫ অনুচ্ছেদের । অনুচ্ছেদ ৩০(১) প্রাথমিকভাবে এই ধরনের সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল এবং ধরে রাখা হয়েছিল যে রাষ্ট্র তাদের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য ছিল শুধুমাত্র ৪৫ অনুচ্ছেদকে সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর রেন্ডার করার জন্য নয় কিন্তু সংবিধানের মৌলিক ধারণাকে, অর্থাৎ এর ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে বাতিল করে দিতে।

এখানে একটি মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় নীতির একটি নির্দেশমূলক নীতি যা অবশ্যই প্রদান করতে হবে তাদের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না এবং ৪৫ অনুচ্ছেদের নীতির পূর্ণ খেলা থাকতে হবে। বিলের ধারা (২০) সেই নীতিটি কার্যকর করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং বিলের দফা ৩(৫) এটিকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির নজির হিসাবে শর্ত সংবিধানের ৩০(১) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন করতে পারে না।

বা ৩০(১) অনুচ্ছেদের পিছনে নীতির একটি বিবেচনা না করতে পারা একটি ভিন্ন উপসংহারে নিয়ে যায়, অনুমান করে যে নীতির প্রশ্নটি ভাষা থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে; যেহেতু সেই নীতি অন্য কিছু ছিল না যে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বা ভাষাগত অধিকার ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্থ করার ক্ষমতা থাকা উচিত নয়।

শুধুমাত্র দুটি বাধ্যবাধকতা, একটি ইতিবাচক এবং অন্যটি একটি নেতিবাচক, যে ৩০(১) অনুচ্ছেদ সংবিধানের ২৫, ২৬, ২৯ এবং ৩০(২) সহ পঠিত রাষ্ট্রের উপর আরোপিত ছিল (১) সংখ্যালঘু, ধর্মীয় বা ভাষাগত সহ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাহায্য বা স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সমান আচরণ প্রসারিত করা এবং (২) সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ করা বা তাদের প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করায় নয় ।

যে ধরে রাখতে রাজ্য সরকার আরও ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে আবদ্ধ ছিল সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি

প্রদান করা হবে সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে রাখা, যা সংবিধান কখনোই চিন্তা করেনি।

সিটি উইনিপেগ বনাম ব্যারেট সিটি অফ উইনিপেগ বনাম লোগান, [১৮৯২] এ সি ৪৪৫, উল্লেখ করা হয়েছে।

পরামর্শের এখতিয়ার: ১৯৫৮ সালের বিশেষ রেফারেন্স নং ১।

কেরালা শিক্ষা বিল, ১৯৫৭-এ ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) এর অধীনে ভারতের রাষ্ট্রপতির দ্বারা রেফারেন্স।

রাষ্ট্রপতির দ্বারা এই রেফারেন্সের দিকে পরিচালিত করা পরিস্থিতি এবং উল্লেখ করা প্রশ্নগুলি ১৫ই মার্চ, ১৯৫৮ তারিখের রেফারেন্সের সম্পূর্ণ পাঠ্য থেকে প্রদর্শিত হয়, যা নীচে পুনরুৎপাদন করা হয়েছে:-

যেখানে কেরালা রাজ্যের বিধানসভা কেরালা রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নত সংগঠন এবং উন্নয়নের জন্য একটি বিল পাস করেছে (এখন থেকে কেরালা শিক্ষাগত বিল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে);

এবং যেহেতু উল্লিখিত বিল, যেটির একটি অনুলিপি এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে, সংবিধানের ২০০ অনুচ্ছেদের অধীনে কেরালার রাজ্যপাল আমার বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন;

এবং যেহেতু উল্লিখিত বিলের ধারা (৩) এর উপ-ধারা ৩ কেরালা সরকারকে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে, উপ-তে নির্ধারিত সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে যে কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা কোনও স্কুলকে স্বীকৃতি দিতে সক্ষম করে উল্লিখিত ধারার (২) বুদ্ধি, সাধারণ শিক্ষা, বিশেষ শিক্ষা এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সুবিধা;

এবং যেহেতু উল্লিখিত বিলের ধারা ৩ -এর উপ-ধারা (৫) অন্যান্য বিষয়ের সাথে বিলটি একটি আইনে পরিণত হওয়ার পরে এবং আইনটি কার্যকর হওয়ার পরে যে কোনও বেসরকারি স্কুলে যে কোনও নতুন স্কুল স্থাপিত বা উচ্চতর শ্রেণী খোলার বিধান করে, অন্যথায় আইনের বিধান এবং এর ধারা ৩৬ এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে, কেরালা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ার অধিকারী হবে না;

এবং যেহেতু একটি সংশয় দেখা দিয়েছে। উল্লিখিত বিলের ৩ ধারার উল্লিখিত উপ-ধারা (৫) এর বিধানগুলি সরকারকে একটি অনির্দেশিত প্রদান করেছে কিনা

স্বেচ্ছাচারী ও বৈষম্যমূলক পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে সক্ষম এমন যেকোন বেসরকারি স্কুলে নতুন স্কুলের স্বীকৃতি এবং উচ্চতর ক্লাস খোলার বিষয়ে ক্ষমতা;

এবং যেহেতু একটি সংশয় আরও দেখা দিয়েছে যে প্রাইভেট স্কুলগুলিতে নতুন স্কুল এবং উচ্চতর শ্রেণির স্বীকৃতির এই ধরনের ক্ষমতা সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদের (১) ধারা দ্বারা নিশ্চিত করা সংখ্যালঘুদের অধিকারকে প্রভাবিত করে এমনভাবে প্রয়োগ করা যায় না তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা;

এবং যেহেতু উল্লিখিত বিলের ৮ ধারার উপ ধারা (৩) এর জন্য একটি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে ছাত্রদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা বিশেষ ফি ব্যতীত সমস্ত ফি এবং অন্যান্য বকেয়া প্রয়োজন যেভাবে কেরালা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নির্ধারিত, কোনো চুক্তি, স্কিম বা ব্যবস্থার মধ্যে থাকা কিছু সত্ত্বেও;

এবং যেহেতু এই ধরনের প্রয়োজনীয়তা সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদের ধারা (১) দ্বারা নিশ্চিত করা সংখ্যালঘুদের তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করার অধিকারকে প্রভাবিত করবে না কিনা সন্দেহ দেখা দিয়েছে;

এবং যেহেতু ৯ থেকে ১৩ ধারাগুলি সরকারকে সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির প্রশাসনের বিষয়ে কিছু ক্ষমতা প্রদান করে;

এবং যেখানে সংশয় দেখা দিয়েছে সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদের ধারা (১) দ্বারা নিশ্চিত করা তাদের পরিচালনার অধিকারকে প্রভাবিত করবে না কি না;

এবং যেহেতু উল্লিখিত বিলের ১৫ ধারা কেরালা সরকারকে, গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা এলাকায় যেকোনও শ্রেণির সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলি গ্রহণ করার ক্ষমতা দেয়, যদি তারা কেরালা রাজ্যে সাধারণ শিক্ষার মানসম্মত করার জন্য সন্তুষ্ট হয় বা যে কোনো এলাকায় সাক্ষরতার স্তরের উন্নতির জন্য বা কোনো এলাকায় সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য বা যেকোনো শ্রেণীর শিক্ষাকে তাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য এটি প্রয়োজনীয় জনস্বার্থে তা করতে,

স্কুলের সম্পত্তি রিকুইজিশন, নির্মাণ বা উন্নতির জন্য সেই সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য বা অনুদানের পরিমাণ কেটে নেওয়ার পরে স্কুলগুলির বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান;

এবং যেহেতু সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে এই ধরনের ক্ষমতা কোন স্বেচ্ছাচারী ও বৈষম্যমূলক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা যায় না;

এবং যেহেতু উল্লিখিত বিলের ৩৩ ধারায় বিধান করা হয়েছে যে, দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮, বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোন আদালত কোন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রদান করতে পারে না বা কোন অস্থায়ী আদেশ দিতে পারে না যা কোন কার্যক্রমকে বাধা দেয়। আইনের অধীনে নেওয়া হচ্ছে বা নেওয়া হচ্ছে;

এবং যেহেতু একটি সংশয় দেখা দিয়েছে যে উল্লিখিত ধারা ৩৩-এর বিধানগুলি, যতদূর তারা হাইকোর্টের এখতিয়ারের সাথে সম্পর্কিত, সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদকে বিক্ষুব্ধ করবে কিনা;

এবং যেহেতু এখানে বিলের বিধানগুলির সাংবিধানিক বৈধতার সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে যথেষ্ট মামলা-মোকদ্দমা জড়িত আইনের আদালতে প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, এখানে যা বলা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আইনের প্রশ্নগুলি পরবর্তীতে উত্থাপিত হয়েছে এবং সেগুলি এমন প্রকৃতির এবং এত গুরুত্বপূর্ণ যে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের মতামত হওয়া উচিত তার উপর প্রাপ্ত;

এখন, তাই, সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদের ধারা (১) দ্বারা আমাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য, আমি, ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ, এতদ্বারা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি ভারতের সুপ্রিম কোর্টে বিবেচনার জন্য উল্লেখ করছি এবং তার উপর রিপোর্ট করছি, যথা:

(১) কেরালা শিক্ষা বিলের ৩৬ নং ধারার সাথে পঠিত ধারা ৩ এর উপধারা (৫) কি অনুচ্ছেদ ১৪-এর অনুচ্ছেদ বা উল্লিখিত উপ-ধারার যেকোনও বিধানকে অবমাননা করে? সংবিধানের কোন বিবরণে বা কোন পরিমাণে?

(২) ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৫) করে; উপ-ধারা (৩)

কেরালা শিক্ষা বিলের ধারা ৮ এবং ৯ থেকে ১৩ ধারাগুলি এর, বা এর কোনও বিধান, সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদের ধারা (১) কোনও বিবরণে বা কোনও পরিমাণে বিক্ষুব্ধ করে?

(৩) কেরালা শিক্ষা বিলের ১৫ ধারা, বা এর কোনো বিধান কি সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদকে কোনো বিবরণে বা কোনো পরিমাণে বিক্ষুব্ধ করে?

(৪) কেরালা শিক্ষা বিলের ৩৩ ধারা বা এর কোনো বিধান কি সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদকে কোনো বিবরণে বা কোনো পরিমাণে বিক্ষুব্ধ করে?

১৯৫৮। এপ্রিল ২৯, ৩০। মে ১, ২, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ১২। এম সি সেটালভাদ, ভারতের অ্যাটর্নি-জেনারেল, সি. কে. ড্যাফটারি, ভারতের সলিসিটর-জেনারেল, এইচ.এন. সান্যাল, ভারতের অ্যাডিশনাল সলিসিটর-জেনারেল, জিএন জোশী এবং আর.এইচ. ধেবর, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা চিন্তা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস, বিশ্বাস এবং উপাসনার স্বাধীনতার উপর জোর দেয় এবং ব্যক্তির মর্যাদা নিশ্চিত করে। এই আদর্শগুলি কার্যকর করার জন্য সংবিধান ১৯, ২৫ এবং ২৮ অনুচ্ছেদের এবং অনুচ্ছেদ ২৬, ২৯ এবং ৩০ গ্রুপের জন্য ব্যক্তিদের জন্য মৌলিক অধিকার প্রদান করে। ২৯ এবং ৩০ অনুচ্ছেদের মৌলিক অধিকার পরম এবং তাদের উপর কোন বিধিনিষেধ রাখা যাবে না, যদিও অন্যান্য মৌলিক অধিকারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে। এই অধিকারগুলিকে আইরিশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪(২) এর অধীনে থাকা অধিকারের সাথে তুলনা করা যেতে পারে এবং ৯৩ ধারা ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন। অনুচ্ছেদ ২৬, ২৯ এবং ৩০ দ্বারা প্রদত্ত স্বাধীনতা এই আদালত কর্তৃক কমিশনার, হিন্দু রিলিজিয়াস এন্ডোমেন্টস, মাদ্রাজ বনাম শ্রী শিরুর মঠের শ্রী লক্ষ্মীন্দ্র তীর্থ স্বামীর, ([১৯৫৪] এস সি আর ১০০৫ এ ১০২৮-১০২৯) এবং বম্বে রাজ্য বনাম বম্বে শিক্ষা সমাজ, ([১৯৫৫] ১ এস সি আর ৫৬৮ এ ৫৭৮, ৫৮০, ৫৮৬)। অনুচ্ছেদ ৩০(১) সংখ্যালঘুদের তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার নিরঙ্কুশ অধিকার দেয়। অনুচ্ছেদ ২৬ সংবিধানের অনুচ্ছেদে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ২৯ অনুচ্ছেদে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে, ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে কাজ করার জন্য সংখ্যালঘুদের কাছে এই স্বাধীনতাগুলি প্রচার এবং সংরক্ষণের উপায়গুলি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

কেরালা শিক্ষা বিলের ক্লজ ৩(৫) যা বিধান করে যে নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চতর ক্লাস খোলার নিয়ম অনুযায়ী হবে

দফা ৩৬ এর অধীনে ফ্রেম করা তাদের সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ার অধিকারী করার জন্য, কার্যনির্বাহীকে অনির্দেশিত এবং অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা প্রদান করে এবং ১৪ অনুচ্ছেদের অপরাধ করে। আইনসভা কোন নীতি নির্ধারণ করে না, তবে শাসন-প্রণয়নের ক্ষমতার অধীনে নির্বাহী বিভাগের উপর ছেড়ে দেয়। এ.থাঙ্গল কুঞ্জুজু মুসালিয়ার বনাম এম. ভেঙ্কিতাচলম পোট্টি, ([১৯৫৫] ২ এস সি আর ১১৯৬ এ ১২৩৯, ১২৪১); পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম আনোয়ার আলী সরকার, ([১৯৫২] এস সি আর ২৮৪ এ ৩৪৫,৩৪৬)।

কেরালায় খ্রিস্টান ও মুসলমানরা সংখ্যালঘু নয় এমন কথা বলা ভুল। সংবিধান যখন সংখ্যালঘুদের কথা বলে তখন এটি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কথা বলে। একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় একটি নির্দিষ্ট রাজ্যে জনসংখ্যার একটি খুব বেশি শতাংশ গঠন করেছিল এই সত্যটি সংখ্যালঘু হিসাবে তার মর্যাদা থেকে হ্রাস পায়নি। বিলের বিধানগুলি ৩০ (১) অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত অধিকারগুলিকে অলীক করে তোলে সংখ্যালঘুদের কাছে। সরকারি সাহায্যের উপকরণ ব্যবহার করে বিলটি সংখ্যালঘুদের তাদের নিজস্ব বিদ্যালয় পরিচালনার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায়। শিরুর মুট মামলা, ([১৯৫৪] এস সি আর ১০০৫ এ ১০২৮, ১০২৯)। ৩০(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের অধিকার তাদের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা একটি নিরঙ্কুশ এবং নিরবচ্ছিন্ন অধিকার এবং সরকারের কাছ থেকে তাদের সহায়তা পাওয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনুচ্ছেদ ৩৩৭ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য শিক্ষাগত অনুদানের জন্য বিশেষ বিধান করে। অনুচ্ছেদ ৩০ (১) লঙ্ঘন হয় স্কুলগুলি সাহায্যের জন্য যান বা না যান। বিলের দফা ৮ (৩) ধারা যার অধীনে সমস্ত সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে ছাত্রদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা সমস্ত ফি ইত্যাদি সরকারকে দিতে হবে প্রশাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। পিয়ার্স বনাম সোসাইটি অফ হলি সিস্টারস নেমস, (৬৯ এল. এড. ১০৭০ এ ১০৭৭); মাহের বনাম নেব্রাস্কা, (৬৭ এল. এড. ১০৪২ এ ১০৪৪)।

বিলের ১৫ ধারা সরকারকে যে কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের যেকোনো বিভাগ অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা দেয়। এই ধারাটি ৩০(১) অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ বিপর্যয়মূলক। এটি অনুচ্ছেদ ১৪ আঘাত করে যেহেতু এটি অধিগ্রহণের জন্য উপযুক্তভাবে বিভাগ এবং এলাকা নির্বাচন করে যেকোন স্কুল বাছাই করার এবং বেছে নেওয়ার সরকারকে ক্ষমতা দেয়, পছন্দ করার জন্য কোনও মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়নি।

বিলের ৩৩ ধারা সমস্ত আদালতকে নিষিদ্ধ করেছে

আইনের অধীনে গৃহীত কোনো কার্যক্রমের বিষয়ে কোনো অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বা অন্তর্বর্তী আদেশ প্রদান। এই ধারাটি যে পরিমাণে অনুচ্ছেদ ২২৬ বা অনুচ্ছেদ ৩২ লঙ্ঘন করে, এটা বাতিল। অন্তর্বর্তী আদেশগুলিও মূল সুরাহার আনুষঙ্গিক হিসাবে অনুচ্ছেদ ২২৬ এবং অনুচ্ছেদ ৩২ এর অধীনে পাস করা হয়। উড়িষ্যা রাজ্য বনাম মদন গোপাল রুংটা, ([১৯৫২] এস সি আর ২৮ এ ৩৪)। ইংল্যান্ডের হালসবারির আইন, ৩য় সংস্করণ, ভলিউম ১১, পৃ. ১১০, অনুচ্ছেদ ২০৪।

কাসলিভাল, রাজস্থানের অ্যাডভোকেট-জেনারেল, রাজস্থান রাজ্যের পক্ষে আরএইচ ধেবর এবং টিএম সেন ভারতের পক্ষে অ্যাটর্নি-জেনারেলের যুক্তি গ্রহণ করেন।

কেরালা খ্রিস্টান এডুকেশন অ্যাকশন কমিটির জন্য এম.আর. কৃষ্ণ পিল্লাইয়ের সাথে জি.এস. পাঠক, কেরালা স্কুল ম্যানেজারস অ্যাসোসিয়েশনের জন্য জে বি দাদাচাঞ্জির সাথে এবং বাদোগারা এবং কুইলান্ডি, ভারতের ক্যাথলিক ইউনিয়নের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ম্যানেজারস অ্যাসোসিয়েশনের জন্য ভি ও আব্রাহাম এবং জে বি দাদাচাঞ্জির সাথে অ্যাসোসিয়েশন অফ বোম্বে। সংবিধানের প্রস্তাবনাটি ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতির ঐক্য নিশ্চিত করে ভারতীয় ভ্রাতৃত্বের নাগরিকদের সুরক্ষিত করার কথা বলে। এই ঐক্যকে সুরক্ষিত করার জন্য অনুচ্ছেদ ২৫ থেকে ৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩০ এর নিখুঁত শর্তে এবং এটি দ্বারা প্রদত্ত অধিকারগুলির নিয়ন্ত্রণ বা সীমাবদ্ধতার অনুমতি দেয় না। অনুচ্ছেদ ৩০ এ "তাদের পছন্দ" রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যাবে না। সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য ও স্বীকৃতি দিয়ে চালানোর এটাই স্বাভাবিক পদ্ধতি বা অনুচ্ছেদ অন্তর্নিহিত। অনুচ্ছেদ ৩০(১) হল পিতামাতা বা অভিভাবকের অধিকার তার সন্তানদেরকে তার পছন্দ মতো শিক্ষা দেওয়ার। বোম্বে এডুকেশন সোসাইটি বনাম দ্য স্টেট অফ বোম্বে, (৫৬ বোম. এল. আর. ৬৪৩ এ ৬৫৩)। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তির অধিকার তার সন্তানদের সেই সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত স্কুলে শিক্ষিত করা। দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম বোম্বে এডুকেশন সোসাইটি, ([১৯৫৫] ১ এস সি আর ৫৬৮ at ৫৮৬)। "প্রশাসক" শব্দটি ৬৯ এল. এড ১০৭০ এ ১০৭৬ হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত, ৬৭ এল. এড. ১০৪২ এ ১০৪৫ এবং ৭১ এল. এড. ৬৪৬ এ ৬৪৭। প্রশাসকের সাধারণ অভিধানের অর্থ হল 'পরিচালনা করা' বা 'বহন করা'। এমনকি আইনসভাও পরোক্ষভাবে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে না। দ্বারকাদাস শ্রীনিবাস বনাম দ্য শোলাপুর স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং কোং লিমিটেড, ([১৯৫৪] এস.সি.আর. ৬৭৪ এ ৬৮৩);

পাঞ্জাব প্রদেশ বনাম দৌলত সিং, (৭৩ আই এ ৫৯); দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম বোম্বে এডুকেশন সোসাইটি, ([১৯৫৫] ১ এস সি আর ৫৬৮ এ ৫৮৩)। আমেরিকান জুরিসপ্রুডেন্স, ভল ১১, পি ৭২৪, সেক ৯৫। বিলের পুরো পরিকল্পনাটি শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ করা এবং এইভাবে এটি ৩০ অনুচ্ছেদের অধীনে নিশ্চিত করা মৌলিক অধিকারগুলি লঙঘন করে। বিলের দফা ৩ যার জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন, দফা ১০ যা সরকারকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্কুল ক্লাসে শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষমতা দেয় এবং ২৬ যা অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের সরকারী বা সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে পাঠাতে বাধ্য করে যেখানে বাধ্যতামূলক শিক্ষা বলবৎ, সবই অনুচ্ছেদ ৩০ কে আঘাত করে। একইভাবে দফা ৬, ৭, ৮, ১১, ১২,১৪, ১৫ এবং ২৮ এই মৌলিক অধিকার ধ্বংসকারী।

ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনি এবং পি.সি. আগারওয়ালা, অল ইন্ডিয়া অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং অ্যাপোস্টলিক কারমেল এডুকেশন সোসাইটি এবং রোমান ক্যাথলিক ডায়োসিসের জন্য। ১৪৩ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতের রেফারেন্সের উত্তর দিতে অস্বীকার করার বিচক্ষণতা রয়েছে। জমি ও ভবনের পুনঃ বরাদ্দে, ([১৯৪৩] এফ সি আর ২০ এ ২২)। বর্তমান রেফারেন্সটি সবচেয়ে অসম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ অসন্তোষজনক এবং আদালতের উচিত, জাফরুল্লাহ খান জে. ইন রি লেভি অফ এস্টেট ডিউটি, ([১৯৪৪] এফ সি আর ৩১৭ এ ৩৩৪, ৩৩৫), এর উত্তর দিতে অস্বীকার করা উচিত। রেফারেন্সটি অসম্পূর্ণ কারণ এই আদালতকে বিলের কিছু বিধান কিছু নির্দিষ্ট মৌলিক অধিকারকে খর্ব করে কিনা তা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে যদিও প্রকৃতপক্ষে সেই বিধানগুলি অন্যান্য মৌলিক অধিকারকেও আঘাত করে। বিলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান রয়েছে, যেগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়নি, যা মৌলিক অধিকারকেও আঘাত করে। এই ধরনের উল্লেখ আদালতের জন্য অন্যায্য এবং আমার মক্কেলদের জন্য মারাত্মক। যদি এই আদালত রেফারেন্সের উপর তার মতামত দেওয়ার পক্ষে থাকে, তাহলে বিলের বিধানগুলির বৈধতার বিষয়ে সমস্ত আপত্তিগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এর সুযোগ বাড়ানো উচিত এবং এই আদালতের তা করার অন্তর্নিহিত এখতিয়ার রয়েছে।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুলগুলি একটি বিশেষ অবস্থান দখল করে। অনুচ্ছেদ ৩০(১) অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়কে তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার মৌলিক অধিকার দেয়। এই মৌলিক অধিকারগুলি কোন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অধীন ছিল না। এর বস্তু

কেরালা শিক্ষা বিল ছিল খ্রিস্টান চার্চে, বিশেষ করে ক্যাথলিকদের ধর্মকে মুছে ফেলার জন্য, তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার জন্য, সকলকে নির্মূল করার জন্য রাজ্যের ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষা সংস্থা যাতে রাজ্য শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে এবং শিশুদের শিক্ষা দিতে পারে।

যে বিলটি অনুচ্ছেদ ৪৫ রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতিগুলি বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করে অনুচ্ছেদ ৩০(১) এর লঙ্ঘন । নির্দেশমূলক নীতিগুলি অবশ্যই মৌলিক অধিকারের প্রতি সমর্পিত হবে। মাদ্রাজ রাজ্য বনাম এস.এম. চম্পকাম দোরাইরাজন, ([১৯৫১] এস সি আর ৫২১ এ ৫৩১)। রাজ্য সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাথমিক ক্লাসের জন্য ফি না নিতে বাধ্য করতে পারে না। সরকার কর্তৃক স্বীকৃত নয় এমন স্কুলে যাওয়া শিশুদের উপর বিলের দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞার সাথে এই বাধ্যবাধকতা অনুচ্ছেদের ৩০ দ্বারা নিশ্চিত করা সংখ্যালঘুদের পছন্দকে নিভিয়ে দেবে। অনুচ্ছেদের ৩০ অধীনে সংখ্যালঘুদের অধিকারের অংশ ছিল স্বীকৃতি। অনুচ্ছেদ ৩৩৭ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বিশেষ অনুদান বা সহায়তা প্রদান করে।

বিলের ধারা ৩(৫) উভয় অনুচ্ছেদ ৩০(১) এবং অনুচ্ছেদ ১৪ লঙ্ঘন করে। এটি বিদ্যমান স্কুলগুলির মধ্যে বৈষম্য করে যেগুলি ফি এবং প্রাথমিক শ্রেণীগুলি এবং নতুন স্কুলগুলি যেগুলি স্বীকৃত হতে চাইলে এই ধরনের ফি নিতে পারে না। সংখ্যালঘুদের দ্বারা নতুন স্কুল খোলার উপর আরোপিত শর্তগুলি এমন যে তারা তাদের অনুচ্ছেদ ৩০(১) এর অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

নুর-উদ-দিন আহমেদ, এস.এস. শুক্লা এবং পি.সি. আগরওয়ালা, সর্বভারতীয় জমিয়ত-উল-উলেমা-ই-হিন্দের জন্য। বিলটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ অর্জন করতে চায় এবং অনুচ্ছেদ ৩০ এইভাবে সংখ্যালঘুদের তাদের নিজস্ব পছন্দের স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায়। এই অধিকারের মধ্যে সংখ্যালঘুদের সাহায্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং কোনো বিধিনিষেধ ছাড়াই তাদের বিদ্যালয়ের সরকারি স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার রয়েছে। বিলের বিধানগুলি সেই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য ভিত্তি এবং মান নির্ধারণ না করেই রাজ্যকে ক্ষমতা দেয়।

ইউ পি রাজ্যের পক্ষে জি.সি. মাথুর এবং সি.পি. লাল ভারতের পক্ষে অ্যাটর্নি-জেনারেলের যুক্তি গ্রহণ করেন।

বি কে বি নাইডু, কেরালা রাজ্য মুসলিম লীগের পক্ষে জি এস পাঠক এবং ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনির যুক্তি গ্রহণ করেছিলেন।

কেরালা রাজ্যের জন্য ডি.এন. প্রিত, সর্দার বাহাদুর এবং সি.এম. কুরুভিলা। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদালতে উল্লিখিত প্রশ্নগুলি বিলের কিছু বিধানের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির দ্বারা মনোনীত কিছু সন্দেহের কারণে উদ্ভূত হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি যদি অন্য কিছু সন্দেহের প্রতিশ্রুতি না দেন, তবে দলগুলি জোর দিতে পারে না যে রাষ্ট্রপতির অবশ্যই সেই অন্যান্য সন্দেহ ছিল। রেফারেন্সে যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা আদালতের নেই। কেরালা রাজ্য চায় যে আদালত উল্লেখিত চারটি প্রশ্নেরই উত্তর দিক এবং আদালত এই প্রশ্নগুলিতে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করবে তা মেনে চলবে।

কেরালা শিক্ষা বিল হল একটি প্রগতিশীল আইন যা একটি উন্নত সংগঠন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রদান করতে চায়। রাজ্য, এবং রাজ্য জুড়ে একটি বৈচিত্র্যময় এবং ব্যাপক শিক্ষা পরিষেবা। এটি প্রায় ৭০,০০০ শিক্ষকের কর্মসংস্থান এবং শিক্ষকদের নিরাপত্তা দিতে চায়। বিলটি ৪৫ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতিগুলি বাস্তবায়নেরও চেষ্টা করে৷ সকলের জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে।

শিক্ষার উন্নত সংগঠন ও উন্নয়নের জন্য বিলটি একটি সুস্পষ্ট নীতি ও নীতি নির্ধারণ করে, যেমনটি এর উদ্দেশ্যগুলিতে বলা হয়েছে। এটি প্রস্তাবনা দ্বারা আরও স্পষ্ট করা হয়েছে যা রাজ্য জুড়ে একটি বৈচিত্র্যময় এবং ব্যাপক শিক্ষা পরিষেবা প্রদান করতে চায়। জাতীয়করণ যা সহজে এবং আইনগতভাবে অর্জন করা যেত তা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত নীতি ছিল না। এর নীতি ছিল তিনটি ভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়, সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়, বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বেসরকারি বিদ্যালয়। বিধিমালা প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত আদালত সম্পূর্ণ চিত্র পেতে পারেনি। এর

নিয়মগুলি কাঠামোবদ্ধ অগত্যা সরকারের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। এই ধরনের অর্পিত আইন' একটি আধুনিক রাষ্ট্র ক্ষমতার অবিচ্ছেদ্য এবং অনিবার্য অংশ। বিলের ধারা ৩(৫) সহ পঠিত দফা ৩৬ এর সাথে অনুচ্ছেদ ১৪ লঙ্ঘন করে না। যদুনান ড্যান যাদব বনাম আর.পি. সিং (এ আই আর ১৯৫৮ পাট ৪৩ এ ৪৭); বিশ্বম্ভর সিং বনাম ওড়িশা রাজ্য ([১৯৫৪] এস সি আর ৮৪২); পান্নালাল বিঞ্জরাজ বনাম ভারতের ইউনিয়ন,([১৯৫৭] এস সি আর ২৩৩ এ ২৪৮, ২৫৬, ২৬২); সর্দার ইন্দর সিং বনাম রাজস্থান রাজ্য ([১৯৫৭] এস সি আর ৬০৫)। সরকার কর্তৃক প্রণয়ন করা নিয়মগুলি একই আইনসভার সামনে যাচাই-বাছাই করা হবে যেটি বিলটি পাশ করেছে এবং আইনসভার দ্বারা পাশ হয়ে গেলে নিয়মগুলি এই আইনের অংশ হয়ে যাবে। এটি সত্যিই অর্পিত আইন ছিল না কিন্তু দুটি পর্যায়ে আইন ছিল।

সংখ্যালঘুদের কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা রক্ষার জন্য রাষ্ট্র বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার গৌরবময় নীতিকে বাতিল করতে পারে না। সংখ্যালঘুদের অধিকার নাগরিকদের সর্বজনীন বিনামূল্যে শিক্ষার অধিকার নষ্ট করতে পারে না। সংখ্যালঘুরা যদি তাদের স্কুলের জন্য সরকারী সাহায্য এবং স্বীকৃতি চায়, তবে তাদের অন্যদের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ শর্তাবলীতে মঞ্জুর করা যেতে পারে। তাদের পছন্দের শব্দের অর্থ করদাতার অর্থের সাহায্যে স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং সেই স্কুলগুলিতে পড়ার জন্য যথেষ্ট ছাত্রদের আশ্বাস দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

খ্রিস্টান এবং মুসলমানরা কেরালায় সংখ্যালঘু নয়। খ্রিস্টানরা, দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায় গঠন করে, জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ গঠন করে, যেখানে মুসলমানরা, তৃতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায় গঠন করে, মোট জনসংখ্যার এক সপ্তমাংশ গঠন করে। সংবিধানের অধীনে নিশ্চিত করা শিক্ষাগত অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু বলতে একটি রাজ্যের নির্দিষ্ট এলাকায় জনসংখ্যার সেই অংশগুলিকেই বোঝায় যারা সংখ্যালঘুতে রয়েছে, এবং যারা সমগ্র দেশে সংখ্যালঘু হিসেবে গণ্য হতে পারে তাদের নয়। কেরালার একমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যা ৩০(১) অনুচ্ছেদের সুবিধা দাবি করতে পারে ইহুদি, যারা তাদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা পছন্দ করে না।

কেরালায় সংখ্যালঘুদের দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলি ৩০(১) অনুচ্ছেদের দ্বারা পরিকল্পিতভাবে কঠোরভাবে সংখ্যালঘু স্কুল ছিল না যেহেতু তারা মূলত শিশুদের জন্য চালানো হয়নি

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এর মধ্যে বেশিরভাগ স্কুলে অন্তত ৭৫ শতাংশ ছাত্রদের মধ্যে অসংখ্যালঘু ছিল শুধুমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা। অনুচ্ছেদ ৩০(১) অনুশীলন করে স্কুলের শিক্ষার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য। তাদের পছন্দের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকারের মধ্যে তাদের নিজস্ব শর্তে সহায়তা এবং স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুচ্ছেদ ৩০(২) শুধুমাত্র ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি বৈষম্য করতে রাষ্ট্রকে নিষিদ্ধ করেছে।

৩০(১) অনুচ্ছেদের অপারেশনকে আকর্ষণ করার জন্য এটি প্রতিষ্ঠিত করা উচিত যে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে, এটি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সেই সম্প্রদায়ের সদস্যদের শিক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। রমণী কান্ত বোস বনাম গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় (আই এল আর [১৯৫১] এস ৩৪৮ এ ৩৫২)। রাজ্যের কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই শর্তগুলির একটিও পূরণ হয় না। ৩০(১) অনুচ্ছেদের মধ্যে পছন্দ একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্যে নিহিত এবং এর ব্যবস্থাপনায় নয়।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি, বিদ্যালয়ের সম্পত্তি বিচ্ছিন্নকরণের উপর বিধিনিষেধ, ব্যবস্থাপক নিয়োগ, রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক শিক্ষক নির্বাচন এবং জনস্বার্থে বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ সংক্রান্ত বিলের বিধানগুলি যুক্তিসঙ্গত শর্ত শিক্ষার সুসংগঠন এবং শিক্ষকদের চাকরির শর্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আরোপ করা হয়েছে।

বিলের ১৫ দফা এর অধীনে অধিগ্রহণের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে এমন বিদ্যালয়ের বিভাগ একটি শ্রেণিবিন্যাসের অধীনে আসে যা এটিকে অন্যান্য বিভাগ থেকে আলাদা করে যা শ্রেণীবিভাগ থেকে বাদ দেওয়া হয় যেমন উদ্দেশ্য এবং আইনের অন্তর্নিহিত নীতিকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য গণনা করা হয়। ধারা ১৫ অনুচ্ছেদ ১৪ কে কোন ভাবে লঙ্ঘন করে না।

আইন প্রণয়নে বিলের দফা ৩৩ রাজ্য আইনসভার অভিপ্রায় ছিল না, এবং অবশ্যই অনুমান করা উচিত যে ২২৬ অনুচ্ছেদের যেকোনো উপায়ে ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে নয়।

কেরালা প্রাইভেট সেকেন্ডারি স্কুল অফিস স্টাফদের জন্য এস. এশ্বরা আইয়ার এবং কে.আর. চৌধুরী

অ্যাসোসিয়েশন এবং কেরালা প্রাইভেট টিচার্স ফেডারেশন, ডিএন প্রিতের যুক্তি গ্রহণ করেছে।

কুর এডিভি ভুলট

১৯৫৮। মে ২২। প্রধান বিচারপতি দাস, ভগবতী, বি. পি. সিনহা, জাফর ইমাম, এস কে দাস এবং জে এল কাপুর, মহামান্য বিচারপতিগন। প্রধান বিচারপতি দাস বিচারপতি ভেঙ্কটরামা আইয়ার একটি পৃথক মতামত প্রদান করেন।

প্রধান বিচারপতি দাস- এই রেফারেন্সটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভারতের সংবিধানের ১৪৩ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে করা হয়েছে যথেষ্ট জনগুরুত্বপূর্ণ আইনের কিছু প্রশ্নে এই আদালতের মতামতের জন্য যা কেরালা শিক্ষা বিল, ১৯৫৭ এর নির্দিষ্ট কিছু বিধান থেকে উদ্ভূত হয়েছে বা স্পর্শ করেছে, অতঃপর "উক্ত বিল" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭-এ কেরালা রাজ্যের বিধানসভা দ্বারা পাস হয়েছিল এবং এটি ছিল অনুচ্ছেদ ২০০ এর অধীনে, রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য কেরালার গভর্নর দ্বারা সংরক্ষিত। কেরালার বিধানসভা দ্বারা উল্লিখিত বিলটি পাস হওয়ার এবং রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য এর রাজ্যপাল কর্তৃক সংরক্ষণের বিষয়টি পাঠ করার পরে এবং উল্লিখিত বিলের কয়েকটি ধারা নির্ধারণ করার পরে এবং যে সন্দেহগুলি হতে পারে তা উল্লেখ করার পরে উঠেছিল বলে উল্লিখিত ধারাগুলির বাইরে বা স্পর্শ করে, রাষ্ট্রপতি এই আদালতে কিছু প্রশ্ন উল্লেখ করেছেন এরপর বিবেচনা ও প্রতিবেদনের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত বিলটি এখনও রাষ্ট্রপতির সম্মতি না পেয়ে, এই রেফারেন্সের দিকে নিয়ে যাওয়া সন্দেহগুলি, স্পষ্টতই বলা যায় না যে কোন আইনের কোনো নির্দিষ্ট ধারার বাস্তব প্রয়োগ থেকে উদ্ভূত হয়েছে কোন বিশেষ মামলা এবং সেই অনুযায়ী যে প্রশ্নগুলি বিবেচনার জন্য এই আদালতে উল্লেখ করা হয়েছে তা অগত্যা একটি বিমূর্ত বা অনুমানমূলক প্রকৃতির এবং কোনও নির্দিষ্ট মামলার ক্রিয়াকলাপে সংক্ষুব্ধ কোনও পক্ষ আদালতে উত্থাপিত কোনও নির্দিষ্ট মামলার মতো নয় আইন যা তিনি অস্বীকার করেন। উপরন্তু, এই রেফারেন্সটিকে অসম্পূর্ণ এবং অসন্তোষজনক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কিছু প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উপস্থিত থাকা বিদগ্ধ কৌঁসুলি এটা স্পষ্টভাবে সব সাংবিধানিক বিষয় বের করে না

বিলের বিধানগুলির সাথে সংযুক্ত ত্রুটি এবং গুরুতর আশংকা আমাদের সামনে বিজ্ঞ কৌঁসুলিদের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে যে এই বিচ্ছিন্ন বিমূর্ত বা অনুমানমূলক প্রশ্নগুলিতে আমাদের মতামতগুলি তাদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না করলে স্বার্থের প্রতি ইতিবাচকভাবে কুসংস্কার করতে পারে,পরিস্থিতিতে, আমাদের এই রেফারেন্সটি উপভোগ না করার জন্য বা আমাদের কাছে করা প্রশ্নগুলির উপর কোন উপদেশমূলক মতামত দিতে বলা হয়েছে।

সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতের দ্বারা প্রয়োগ করা এখতিয়ারের পরিধি এবং সুযোগের শুরুতে বিজ্ঞাপন দেওয়া সুবিধাজনক হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে বা কমনওয়েলথ অফ অস্ট্রেলিয়া সংবিধান আইন, ১৯০০ (৬৩ এবং ৬৪ ভিআইসি চ্যাপটার ১২) এবং তদনুসারে, আমেরিকান সুপ্রিম কোর্টের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্টে এর অনুরূপ কোনো বিধান নেই, আদালতের এখতিয়ার এবং ক্ষমতা শুধুমাত্র তার সামনে আসা কংক্রিট মামলার সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রসারিত বলে ধরে নিয়ে, রাজ্যের নির্বাহী বা আইন প্রশাখাকে উপদেষ্টা মতামত দিতে অস্বীকার করেছে। কানাডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট আইন, ১৯০৬ এর ধারা ৬০ এর অধীনে, গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি সুপ্রিম কোর্টে পাঠাতে পারেন এবং সুপ্রিম কোর্টকে রেফারেন্সটি উপভোগ করতে এবং প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে বাধ্য করা হয়েছে বলে মনে হয়। এটা তা সত্ত্বেও, প্রিভি কাউন্সিল এই ধরনের উপদেষ্টা মতামতের বিপদগুলি নির্দেশ করেছে এবং সাধারণ নীতির ভিত্তিতে এই ধরনের রেফারেন্সগুলিকে অবজ্ঞা করেছে। অন্টারিও বনাম হ্যামিলটন স্ট্রিট রেলওয়ের অ্যাটর্নি জেনারেলে হালসবারি এল.সি. এর আর্ল বলেছেন (১):-

তারা অনুমানমূলক প্রশ্নে অনুমানমূলক মতামত হিসাবে মূল্যহীন হবে। এটি নীতির পরিপন্থী, অসুবিধাজনক এবং অনুপযুক্ত হবে যে এই জাতীয় প্রশ্নগুলিতে মতামত দেওয়া উচিত নয়। যখন তারা উদিত হয়, তাদের অবশ্যই ব্যক্তিগত অধিকার জড়িত জোরালো মামলায় উঠতে হবে; এবং যেকোনো বিচারিক ট্রাইব্যুনালের পক্ষে সম্ভাব্য সব মামলা ও তথ্য নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করা অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ হবে

(১) [১৯০৩] এ. সি. ৫২৪, ৫২৯।

যা নির্দিষ্ট শব্দের ক্রিয়াকলাপকে যোগ্য, কাটা এবং ওভাররাইড করার জন্য ঘটতে পারে যখন জোরালো কেস এর আগে না থাকে।"

ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল বনাম কানাডার অ্যাটর্নি জেনারেল (১): এ লর্ড হলদান পর্যবেক্ষণ করে-

"..... এই পদ্ধতির অধীনে এমন ধরনের প্রশ্ন রাখা যেতে পারে যার সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া অসম্ভব। আদালত কোনো রেফারেন্স বা সম্পর্ক ছাড়াই একটি বিমূর্ত আকারে নীতিমালা স্থাপন করে শুধুমাত্র ভবিষ্যতের মামলাকারীদের প্রশ্নই পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে না। প্রকৃত তথ্যের কাছে, কিন্তু কোন নীতির প্রয়োগ করা হবে তা সঠিক তথ্যের পূর্ববর্তী নিরূপণ ছাড়া পর্যাপ্তভাবে এবং নিরাপদে একটি নীতিকে সংজ্ঞায়িত করা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে।"

রেফারেন্স, সুবিধা সহ, কানাডায় অ্যারোনটিক্সের রেগুলেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল (২) তে লর্ড সানকি এল.সি.-এর নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলিও তৈরি করা যেতে পারে:

"এটি অবাঞ্ছিত যে আদালতকে এমন মতামত প্রকাশের জন্য আহ্বান করা উচিত যা তার সামনে প্রতিনিধিত্ব করা হয়নি এমন ব্যক্তিদের অধিকারকে প্রভাবিত করতে পারে বা এমন প্রকৃতির বিষয়গুলি স্পর্শ করতে পারে যে এর উত্তরগুলি অবশ্যই সেই পক্ষগুলির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হতে হবে যারা নয় এবং যারা হতে পারে না। সামনে আনা হয়েছে-উদাহরণস্বরূপ, বিদেশী সরকার।"

জুডিশিয়াল কমিটি অ্যাক্ট, ১৮৩৩ (৩ এবং ৪ উইলিয়াম IV, চ্যাপটার ৪১) এর ধারা ৪ এ বিধান করে যে "মহামহামহানের জন্য উল্লিখিত বিচার বিভাগীয় কমিটির কাছে উল্লেখ করা বৈধ হবে। শুনানির জন্য এবং বিবেচনার জন্য মহামহিম যেটি উপযুক্ত মনে করবেন এবং এই জাতীয় কমিটি তখন তা শুনবে এবং বিবেচনা করবে এবং মহামহিমকে পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে পরামর্শ দেবে।" উল্লেখ্য যে এটি বিচার বিভাগীয় কমিটির জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২১৩(১) দ্বারা মহামহিম ভারত আইন, ১৯৩৫ এর বিষয়ে শুনানি ও পরামর্শ দিতে গভর্নর-জেনারেলকে গভর্নর-জেনারেলের সাথে পরামর্শ করার জন্য অনুমোদিত করে যে সেখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে বা সম্ভবত ছিল

(১) [১৯১৪] এ. সি. ১৫৩, ১৬২, (২) [১৯৩২] এ. সি. ৫৪, ৬৬।

আইন যেটি এমন প্রকৃতির এবং এমন জনগুরুত্বপূর্ণ যে এটির উপর ফেডারেল আদালতের মতামত নেওয়া সমীচীন ছিল এবং সেই আদালতকে ক্ষমতা দিয়েছিল, এই ধরনের শুনানির পরে, তারা গভর্নর-জেনারেলকে রিপোর্ট করার জন্য। এই বিধানটি তখন থেকে শব্দের জন্য শব্দ পুনরুৎপাদন করা হয়েছে, আদালতের নাম ছাড়া, আমাদের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের দফা (১) এ। সেই অনুচ্ছেদে একটি নতুন ধারা আছে, দফা (২) যা রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা দেয়, অনুচ্ছেদের শর্তে যা কিছুই থাকুক না কেন অনুচ্ছেদ ১৩১, এ উল্লিখিত ধারায় উল্লিখিত ধরণের বিরোধকে মতামতের জন্য সুপ্রিম কোর্টে উল্লেখ করার জন্য এবং সুপ্রিম কোর্ট, উপযুক্ত মনে করে এই ধরনের শুনানির পরে, রাষ্ট্রপতিকে তার মতামত জানাবে। এটা লক্ষণীয় যে, যখন দফা (২) এর অধীনে এই আদালতের উপর একটি রেফারেন্স উপভোগ করা এবং রাষ্ট্রপতির কাছে তার মতামত জানানো বাধ্যতামূলক, এই আদালতটি দফা (১) এর অধীনে রয়েছে, এই বিষয়ে একটি বিচক্ষণতা এবং একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে এবং সঙ্গত কারণে এটিতে জমা দেওয়া প্রশ্নগুলির উপর কোনো মতামত প্রকাশ করতে অস্বীকার করতে পারে। ধারা ২১৩(১) এ ব্যবহৃত ভাষা বিবেচনায় , যার উপর আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) ভিত্তিক, এবং আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩ এর দফা (১) এবং (২) এ নিযুক্ত ভাষার পার্থক্য বিবেচনা করে শুধু উল্লেখ করা হয়েছে, ১৪৩(১) অনুচ্ছেদের অধীনে তৈরি একটি রেফারেন্সের সুযোগ স্পষ্টতই বিচার বিভাগীয় কমিটি আইন, ১৮৩৩ এর ধারা ৪ এবং কানাডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট আইন ১৯০৬ এর ধারা ৬০ এর অধীনে একটি রেফারেন্স থেকে আলাদা এবং এই আদালত, ১৪৩(১), অনুচ্ছেদের অধীনে এই বিষয়ে একটি বিচক্ষণতা রয়েছে এবং ফলস্বরূপ উপরে উদ্ধৃত প্রিভি কাউন্সিলের তাদের লর্ডশিপের পর্যবেক্ষণগুলি বেশ উপযুক্ত এবং মনে রাখতে হবে।

ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫-এর ধারা ২১৩(১) এর অধীনে গভর্নর-জেনারেল দ্বারা চারটি রেফারেন্স বলা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে দুটিতে ফেডারেল আদালতের বিচারকদের মধ্যে কয়েকজন এই ধরনের রেফারেন্সের পরিধি এবং সুযোগ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এইভাবে জমি ও ভবনের পুনঃ বরাদ্দকরণে (১), প্রধান বিচারপতি গায়ার বলেন

"মামলার সাথে জমা দেওয়া কাগজপত্র বিবেচনা করে, আমরা কোন দরকারী উদ্দেশ্য কিনা সন্দেহ অনুভব করেছি

(১) [১৯৪৩] এফ সি আর ২০, ২২, ১২৯

আইনের ২১৩ ধারার অধীনে একটি মতামত প্রদান দ্বারা পরিবেশিত করা হবে। এই ধারার শর্তাবলী আদালতের উপর কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না, যদিও আমাদের সর্বদা একটি রেফারেন্স গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে ইচ্ছুক না হওয়া উচিত, সঙ্গত কারণ ছাড়া; এবং দুটি অসুবিধা নিজেদের উপস্থাপন হবে। প্রথমত, এটি মনে হয়েছিল যে শিরোনামের প্রশ্নগুলি শীঘ্রই বা পরে জড়িত হতে পারে, যদি সরকার যার বিরোধগুলি আদালতের অনুকূলে পাওয়া যায়, যেমন কাগজপত্রে দেখা যায়, ব্যক্তিগত ব্যক্তিদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ কিছু জমি নিষ্পত্তি করতে চান, এবং ধারা ২১৩ এর অধীনে স্পষ্টভাবে কোন উপদেষ্টা মতামত শিরোনামের একটি ভাল মূল প্রদান করবে যেমন আইনের ২০৪(১) ধারা এর অধীনে গৃহীত কার্যধারায় এই আদালতের একটি ঘোষণা থেকে উদয় হতে পারে এক সরকার অন্য সরকারের বিরুদ্ধে।"

ইন রে প্রধান বিচারপতি লেভি অফ এস্টেট ডিউটি (১) স্পেন্স অনুমোদিত প্রতিবেদনের পি ৩২০ এ বলেছেন :-

"শুরুতেই বলা যেতে পারে যে সংসদ যখন সংবিধান আইনের ২১৩ ধারা প্রণয়ন করার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেছে তখন আদালতের পক্ষে জোর দেওয়া আমাদের রায়ের মধ্যে নেই উপদেষ্টা এখতিয়ারের অযোগ্যতা (একটি নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ের মতে)। বা এটা বলতেও সহায়তা করে না যে আদালতের দ্বারা উল্লেখিত প্রশ্নগুলিতে প্রকাশিত মতামতগুলি "আইন অফিসারদের মতামতের চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলবে না": অন্টারিওর অ্যাটর্নি-জেনারেল বনাম কানাডার জন্য অ্যাটর্নি-জেনারেল (২)। যে এখতিয়ার উপদেষ্টা হওয়ার প্রয়োজনীয় ফলাফল।"

আপত্তির কথা উল্লেখ করে যে প্রশ্নগুলি ইতিমধ্যে পাশ করা একটি পরিমাপের বৈধতা বা কার্যকারিতা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা আইনের সাথে সম্পর্কিত নয়, বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি পি-৩২১ এ পর্যবেক্ষণ করেন।

"উল্লেখিত প্রশ্নগুলি ভবিষ্যত আইনের সাথে সম্পর্কিত যে সত্যটি নিজেই একটি বৈধ আপত্তি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। ধারা ২১৩ এ গভর্নর-জেনারেলকে একটি রেফারেন্স দেওয়ার ক্ষমতা দেয় যখন আইনের প্রশ্নগুলি "উত্থাপিত হতে পারে"..... .....এই শ্রেণীর ক্ষেত্রে, বিষয়গুলির প্রকৃতিতে, আইন প্রণয়নের আগে উল্লেখ করা উচিত

(১) [১৯৪৪] এফ সি আর ৩১৭, ৩২০, ৩২১,৩৫০।

(২) [১৯১২] এ. জি ৫৭১, ৫৮৯।

প্রবর্তিত এবং প্রশ্নগুলির অনুমানমূলক চরিত্রের উপর ভিত্তি করে আপত্তির কোন জোর থাকতে পারে না। আমরা অবশ্য যোগ করতে পারি যে ঘটনাটি আমাদের নজরে আনা হয়েছিল যেখানে কানাডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের অধীনে উল্লেখ করা হয়েছিল যখন বিষয়টি একটি বিলের পর্যায়ে ছিল।"

বিচারপতি জাফরুল্লা খান, তার পৃথক মতামতে উদ্ধৃত এবং বিশদভাবে আলোচনা করা উচ্চ কর্তৃপক্ষের প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং রেফারেন্সটি উপভোগ করতে অস্বীকার করেন। বিজ্ঞ বিচারক, তার মতামতের আগের অংশে উল্লেখ করার পরে যে এটি "একটি এখতিয়ার যার অনুশীলনটি অবশ্যই সূক্ষ্মতা এবং সতর্কতার বিষয় হতে হবে", ৩৫০ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণের সাথে তার মতামত শেষ করেছেন:-

"আমাদের কাছে উপলব্ধ উপাদানের অবস্থায় আমি মনে করি না যে আমার উল্লেখ করা প্রশ্নের উত্তরগুলি ফ্রেম করার প্রচেষ্টার দ্বারা কোনও দরকারী উদ্দেশ্য পূরণ করা হবে। প্রকৃতপক্ষে, আমি আশংকা করছি যে এই ধরনের কোনও প্রচেষ্টার ফলে মতামত প্রদান করা হতে পারে অন্তহীন মামলার ভিত্তি, প্রস্তাবিত আইনের দোষ সম্পর্কিত যে কোনও প্রশ্ন ছাড়া, এবং সেই আইনের দুষ্টুমির মধ্যে আনার চেষ্টা করা ব্যক্তিদের গুরুতর ক্ষতির জন্য। এটি আরও অনেক বেশি ঝামেলা বাড়াতে বাধ্য যেকোনও কষ্টকর সমস্যা যে এটি রাখা হতে পারে এই কারণে আমি উল্লেখিত প্রশ্নগুলির উপর কোন মতামত প্রকাশ করতে সম্মানের সাথে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হচ্ছি।"

বর্তমান রেফারেন্সটি তার দ্বিতীয় ধরণের সংবিধানের ১৪৩(১), অনুচ্ছেদের অধীনে, প্রথমটি ইন রে দিল্লি আইন বিধি ১৯১২ (১) এর সাথে সম্পর্কিত। ১৪৩(১) অনুচ্ছেদের অধীনে রেফারেন্সের প্রকৃতি এবং সুযোগ ইন রে দিল্লি লজ অ্যাক্ট মামলায় আলোচনা করা হয়নি (১), কিন্তু, আমরা ধারণা করি যে নীতিগুলি উপরে উদ্ধৃত বিচার বিভাগীয় কমিটি এবং ফেডারেল আদালত একটি মূল্যবান নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করবে যা আমাদের সামনে এখন রেফারেন্সের মোকাবিলা এবং নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে এই আদালতের দ্বারা গৃহীত পদ্ধতির লাইন নির্দেশ করে। বিচার বিভাগ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নীতিগুলি ·

(১) [১৯৫১] এস সি আর ৭৪৭।

সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে অভিযোগটি যে প্রশ্নগুলি আমাদের কাছে উল্লেখ করা হয়েছে তা বৈধতার সাথে সম্পর্কিত, কার্যকর করা একটি আইনের সাথে নয় বরং একটি বিলের সাথে যা রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রাপ্ত হয়ে এখনও আইনে পাশ করা হয়নি তাই জন্য রেফারেন্স বিনোদন না করার জন্য, যেমন প্রধান বিচারপতি স্পেন্স অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) দ্বারা বলা হয়েছে আইনের একটি প্রশ্নের রেফারেন্স বিবেচনা করে যা "উত্থানের সম্ভাবনা"। এটা দাবি করা হয় যে কিছু কিছু অন্যান্য সাংবিধানিক আপত্তিও উদ্‌ভূত হয় সংবিধানের অন্যান্য বিধানের আলোকে বিবেচিত বিলের বিধানগুলির মধ্যে, যেমন, অনুচ্ছেদ ১৯(১)(ছ) এবং অনুচ্ছেদ ৩৩৭ এবং যে যারা আপত্তি আছে না রেফারেন্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই আদালতের একটি অসম্পূর্ণ রেফারেন্স বিনোদন করা উচিত নয়, কারণ যে প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছে তা অন্য প্রশ্নগুলির উত্তরের অনুপস্থিতিতে বিভ্রান্তিকর হতে পারে। কোন প্রশ্ন লি উল্লেখ করা উচিত তা নির্ধারণ করার জন্য প্রথমে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব এবং তিনি যদি অন্যান্য বিধানগুলিতে কোনও গুরুতর সন্দেহ না করেন তবে কোনও পক্ষের পক্ষে বলা উচিত নয় যে সন্দেহগুলি তাদের থেকেও উদ্‌ভূত হয় এবং আমরা এর বাইরে যেতে পারি না এবং সেই সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করি। যে পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি উল্লিখিত বিলের কয়েকটি ধারার সাংবিধানিক বৈধতা সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্নগুলি উল্লেখ করা উপযুক্ত বলে মনে করেননি যে তারা সংবিধানের অন্যান্য বিধানগুলি লঙ্ঘন করে এই কারণে এটি উপভোগ করতে অস্বীকার করার জন্য একটি ভাল বা সঙ্গত কারণ হতে পারে না যে বিষয়ে রাষ্ট্রপতি কিছু সন্দেহ পোষণ করেন সেগুলিকে স্পর্শ করে এমন প্রশ্নগুলির উল্লেখ এবং উত্তর দিন।

বিলের বিধানগুলির প্রকৃত অর্থ, আমদানি এবং তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য যা সন্দেহের জন্ম দিয়েছে বলে বলা হয়, এটি প্রয়োজন হবে প্রথমে সংবিধানের কিছু বিধান উল্লেখ করুন যা বিবেচনাধীন প্রশ্নগুলির উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং তারপরে বিলের প্রকৃত বিধানগুলির সাথে সম্পর্কিত। আমাদের সংবিধানের অনুপ্রেরণাদায়ক এবং মহৎভাবে প্রকাশ করা প্রস্তাবনাটি ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে গঠন করার এবং অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, এর সমস্ত নাগরিকের জন্য ন্যায়, স্বাধীনতা, এবং সমতা নিশ্চিত করার এবং তাদের মধ্যে প্রচার করার জন্য ভারতের জনগণের গম্ভীর সংকল্পকে লিপিবদ্ধ করে

এরা সকল ভ্রাতৃত্ব ব্যক্তিত্বের মর্যাদা এবং জাতির ঐক্য নিশ্চিত করে। আমাদের সংবিধানের সবচেয়ে লালিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল, এইভাবে, সমস্ত নাগরিকের চিন্তা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস, বিশ্বাস এবং উপাসনার স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা। শিক্ষার চেয়ে আর কিছুই মানুষের চিন্তাভাবনা ও প্রকাশকে উদ্দীপিত করে না। এটি শিক্ষা যা আমাদের বিশ্বাস ও বিশ্বাসকে স্পষ্ট করে এবং আমাদের উপাসনার চেতনাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। প্রস্তাবনায় উল্লিখিত এই সর্বোচ্চ উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবায়ন ও সুদৃঢ় করার জন্য, আমাদের সংবিধানের তৃতীয় অংশে আমাদের জন্য কিছু মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৪, যেটি নিবন্ধগুলির মধ্যে একটি। দুটি প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিটি ব্যক্তি, নাগরিক বা অন্যথায়, ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে আইনের সমান সুরক্ষার গ্যারান্টি দেয়। ধারা ১৬ রাজ্যের অধীনস্থ যেকোনো অফিসে চাকরি বা নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করে। এই অনুচ্ছেদের সুবিধাগুলি নিজেদেরকে উপকৃত করার জন্য সমস্ত নাগরিকই করবে শিক্ষাগত বা অন্যথায়, এই জাতীয় চাকরি বা নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের জন্য সম্ভবত সমান সুযোগ থাকতে হবে। অনুচ্ছেদ ১৯(১) নাগরিকদের অন্যদের মধ্যে, বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় (উপধারা ক)) এবং কোনো পেশা অনুশীলন করা, অথবা কোনো পেশা, ব্যবসা বা ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া (উপধারা (ছ))। এই অধিকারগুলি অবশ্য অনুচ্ছেদ ১৯ এর দফা (২) এবং (৬) দ্বারা অনুমোদিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সাপেক্ষে। অনুচ্ছেদ ২৫ এর অধীনে সকল ব্যক্তিই সমানভাবে অধিকারী, জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা এবং স্বাস্থ্য এবং তৃতীয় খণ্ডের অন্যান্য বিধানের সাপেক্ষে, বিবেকের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম স্বীকার, অনুশীলন এবং প্রচারের অধিকার। অনুচ্ছেদ ২৬ প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বা এর যে কোনও ধারাকে, জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা এবং স্বাস্থ্য সাপেক্ষে, ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার, ধর্মের বিষয়ে নিজস্ব বিষয়গুলি পরিচালনা করার, সম্পত্তি অর্জনের মৌলিক অধিকার প্রদান করে আইন অনুযায়ী এই ধরনের সম্পত্তি পরিচালনা করার। ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে গঠনের আদর্শ হচ্ছে, অনুচ্ছেদ ২৮(১) অধীনে কোনো ধর্মীয় নির্দেশ নেই, সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় তহবিল এবং দফা (৩) এর মধ্যে থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হবে এর

একই অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী বা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সাহায্য গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তিকে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত কোনো ধর্মীয় নির্দেশে অংশগ্রহণ করতে হবে না বা কোনো ধর্মীয় উপাসনায় অংশগ্রহণ করতে হবে না যা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হতে পারে বা এর সাথে সংযুক্ত যেকোন প্রাঙ্গনে যদি না এমন ব্যক্তি বা, যদি এমন ব্যক্তি নাবালক হয়, তবে তার অভিভাবক এতে তার সম্মতি দিয়েছেন। অনুচ্ছেদ ২৯(১) নাগরিকদের যে কোনও অংশকে স্বতন্ত্র ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতির অধিকারী হওয়ার অধিকার প্রদান করে। এই অনুচ্ছেদের ধারা (2) তে বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, ভাষা বা তাদের যেকোন একটির ভিত্তিতে কোন নাগরিককে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে বা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সাহায্য গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা হবে না। অনুচ্ছেদ ৩০, দফা (১) যার মধ্যে এই রেফারেন্সের প্রশ্ন ২ এর বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:-

৩০(১) ধর্ম বা ভাষার উপর ভিত্তি করে সকল সংখ্যালঘুদের তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার অধিকার থাকবে।

(২) রাষ্ট্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি বৈষম্য করবে না যে এটি একটি সংখ্যালঘুর ব্যবস্থাপনার অধীনে, তা ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতেই হোক না কেন।

যদিও আমাদের মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানের তৃতীয় অংশ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে, অন্যদিকে এর পার্ট ।V, রাষ্ট্রীয় নীতির কিছু নির্দেশমূলক নীতি নির্ধারণ করে। এই অংশে থাকা বিধানগুলি কোনো আদালতের দ্বারা বলবৎযোগ্য নয়, তবে এতে যে নীতিগুলি স্থাপিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও, দেশের শাসন ব্যবস্থায় মৌলিক এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই নীতিগুলি প্রয়োগ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। অনুচ্ছেদ ৩৯ রাষ্ট্রকে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি নাগরিক, নারী ও পুরুষের সমানভাবে জীবিকা নির্বাহের পর্যাপ্ত উপায়ের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তার নীতি নির্দেশ করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৪১-এর জন্য রাষ্ট্রকে তার অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং উন্নয়নের সীমার মধ্যে শিক্ষার অধিকার, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে, সুরক্ষার জন্য কার্যকর বিধান করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৪৫ এর অধীনে রাজ্য

সংবিধান প্রবর্তনের দশ বছরের মধ্যে, চৌদ্দ বছর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সকল শিশুর জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৪৬-এর জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ যত্ন সহকারে জনগণের দুর্বল অংশের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে, বিশেষ করে, তফসিলি জাতি এবং উপজাতিদের, এবং তাদের সামাজিক অবিচার এবং সকল প্রকার শোষণ থেকে রক্ষা করতে বলা হয়েছে।

আমাদের সংবিধানের ১৬ খণ্ডেও কিছু বিশেষ শ্রেণী সংক্রান্ত কিছু বিশেষ বিধান রয়েছে। এভাবে অনুচ্ছেদ ৩৩০ জনগণের হাউসে তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। অনুচ্ছেদ ৩৩১ জনগণের হাউসে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের বিধান করে। সংরক্ষণ করা হয়, অনুচ্ছেদ ৩৩২ এবং ৩৩৩ দ্বারা, প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভায় তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের প্রতিনিধিত্বের জন্য দশ বছরের জন্য, যার পরে, অনুচ্ছেদ ৩৩৪ অনুসারে, এই বিশেষ বিধান বন্ধ করা হয়। বিশেষ বিধান এছাড়াও অনুচ্ছেদ ৩৩৬ দ্বারা তৈরি করা হয় নির্দিষ্ট পরিষেবাগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের জন্য। অনুচ্ছেদ ৩৩৭ আমাদের সামনে প্রশ্নটির উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে৷ এতে বিধান করা হয়েছে যে এই সংবিধান প্রবর্তনের পর প্রথম তিন আর্থিক বছরে, একই অনুদান, যদি থাকে, ইউনিয়ন এবং প্রতিটি রাজ্য দ্বারা প্রদত্ত হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় যেমনটি করা হয়েছিল ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের ৩০ তারিখে শেষ হওয়া আর্থিক বছরে এবং যেটি তিনটি পরবর্তী সময়ের মধ্যে বছর এই অনুদান দশ শতাংশ কম হতে পারে তিন বছরের অবিলম্বে পূর্ববর্তী সময়ের জন্য যারা থেকে, দশ বছরের শেষে যে প্রদান করে সংবিধানের সূচনা এই ধরনের অনুদান, যে পরিমাণে তারা একটি বিশেষ ছাড়, বন্ধ হওয়া উচিত। এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় বিধানে, তবে, এই ধারার অধীনে অন্তত চল্লিশ শতাংশ না হলে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোনো অনুদান পাওয়ার অধিকারী হবে না, এতে বার্ষিক ভর্তির অংশ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ করা হয়। এটি

স্পষ্টতই এই অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদত্ত অনুদান পাওয়ার জন্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের অধিকারের উপর সংবিধানের দ্বারা আরোপিত একটি শর্ত। অনুচ্ছেদ ৩৬৬(২) একটি "অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান" সংজ্ঞায়িত করে।

সম্ভবত কেরালা বিধানসভার উপরে নির্দেশিত নীতিগুলি বাস্তবায়নের জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪৫ এবং ২৪৬ সংবিধানের সপ্তম তফসিলে তালিকা ॥-এর ১১ নম্বর এন্ট্রি সহ পঠিত দ্বারা প্রদত্ত আইনসভার ক্ষমতা প্রয়োগে উল্লিখিত বিলটি পাস হয়েছে। এই আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, যাইহোক, ২৪৫ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রয়োগ করা হয় "এই সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে"। তাই এই আইন হলেও হতে পারে কেরালা রাজ্য দ্বারা নিঃসৃত নির্দেশিক নীতি দ্বারা এটির উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় সংবিধানের চতুর্থ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও, সংবিধানের তৃতীয় অংশে থাকা এবং উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদের বিধানগুলির দ্বারা প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলিকে অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে এবং অতিবাহিত করতে হবে না। আদালত দ্বারা ব্যাখ্যা মাদ্রাজ বনাম শ্রীমতি চম্পাকম দোরাইরাজন (৩) এবং মোহাম্মাদ হানিফ কোরেশি বনাম বিহার রাজ্যে (২) "রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশিক নীতিগুলিকে মৌলিক অধিকারের অধ্যায়কে মেনে চলতে হবে এবং পরিচালনা করতে হবে।" কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার পক্ষে বা পক্ষ থেকে আদালত সংবিধানের চতুর্থ অংশে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় নীতির এই নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে পারে না তবে সুরেলা নির্মাণের নীতি গ্রহণ করা উচিত এবং যথাসম্ভব উভয়কেই কার্যকর করার চেষ্টা করা উচিত। উপরে নির্মাণের নীতিগুলি বিবেচনায় রাখা উল্লেখিত আমরা এখন উল্লিখিত বিলের বিধানগুলি পরীক্ষা করার জন্য এটির একটি স্পষ্ট ধারণা পেতে এগিয়ে যাই।

উল্লিখিত বিলের দীর্ঘ শিরোনাম এটিকে "রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নত সংগঠন ও উন্নয়নের জন্য একটি বিল" হিসাবে বর্ণনা করে। এর প্রস্তাবনা এভাবে আবৃত্তি করেন: "যদিও এটাকে প্রয়োজন মনে করা হয়-

(১) [১৯৫১] এস সি আর ৫২৫, ৫৩১।

(২) [১৯৫৯] এস সি আর ৬২৯।

'

রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির আরও ভাল সংগঠন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সারাদেশে বৈচিত্র্যময় এবং ব্যাপক শিক্ষা পরিষেবা প্রদান করে রাষ্ট্র।" "সুতরাং, আমাদের অবশ্যই উল্লিখিত বিলের মূল বিধানগুলির সাথে যোগাযোগ করতে হবে নীতি ও উদ্দেশ্যের আলোকে যা পূর্বোক্ত শর্তাবলী থেকে বাদ দেওয়া যায়। দীর্ঘ শিরোনাম এবং প্রস্তাবনা এবং এইভাবে উল্লিখিত নীতি এবং উদ্দেশ্যকে মেনে চলার মতো উল্লিখিত বিলের ধারাগুলিকে বোঝায়। ধারা ১ এর উপ-ধারা (৩) বিল প্রদান করে যে সরকার যে তারিখে, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিলের বিভিন্ন বিধানের জন্য নিয়োগ এবং বিভিন্ন তারিখ নিযুক্ত করা যেতে পারে সেই তারিখে বলবৎ হবে - একটি সত্য যা নির্দেশ করে যে সরকার পরিস্থিতি অধ্যয়ন করবে এবং এই জাতীয় আইন বলবৎ করবে উল্লিখিত বিলের বিধানগুলির মধ্যে যা এর জনগণের প্রকৃত চাহিদাগুলি সর্বোত্তমভাবে পূরণ করবে। দফা ২ এ উল্লিখিত বিলে ব্যবহৃত কিছু পদের সংজ্ঞা রয়েছে যার মধ্যে নিম্নলিখিত উপ-ধারাগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে:-

(১) "সহায়তাপ্রাপ্ত বিদ্যালয়" অর্থ এমন একটি বেসরকারী বিদ্যালয় যা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত এবং সহায়তা গ্রহণ করছে;

(৩) "বিদ্যমান বিদ্যালয়" অর্থ এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে স্থাপিত কোন সাহায্যপ্রাপ্ত, স্বীকৃত বা সরকারী বিদ্যালয় এবং এইরূপ প্রবর্তনের সময় অব্যাহত থাকা;

(৬) প্রাইভেট স্কুল" অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত বা স্বীকৃত স্কুল;

(৭) "স্বীকৃত" অর্থ এই আইনের অধীনে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত একটি বেসরকারী বিদ্যালয়"।

"ধারা ৩ "বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং স্বীকৃতির সাথে সম্পর্কিত। উপ-ধারা (১) সরকারকে "প্রাথমিক এবং অন্যান্য স্তরের শিক্ষা এবং সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ে নির্দেশাবলীর কোর্সগুলি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেয়। উপ-ধারা (২) সরকারকে "সাধারণ শিক্ষা, বিশেষ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে, সময়ে সময়ে, প্রয়োজনীয় বা সমীচীন বিবেচনা করতে পারে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চায়"

এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য।" উপ-ধারা (৩) প্রদান করে যে "সরকার, এই ধরনের সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে:-(ক) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে; অথবা (খ) কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সংগঠনকে সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের অনুমতি প্রদান; অথবা (গ) কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা কোনো স্কুলকে স্বীকৃতি দেওয়া।" সমস্ত বিদ্যমান স্কুল, যার সংজ্ঞা অনুসারে বিলের শুরু হওয়ার আগে এবং চালু থাকা কোনো সাহায্যপ্রাপ্ত, স্বীকৃত বা সরকারি স্কুলকে বোঝায়, উপধারা (৪) এই বিল অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। উপ-ধারা (৪) যে কোন সময়ে বিদ্যমান একটি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্থাকে একটি বিকল্প দেয়, এর ধারা ৩ উপধারা (৫) এর মধ্যে উল্লিখিত কিছু শর্ত সাপেক্ষে একটি স্বীকৃত স্কুল হিসাবে স্কুলটি চালানোর জন্য সরকারকে নোটিশ দেওয়ার পরে এই ধরনের শুরু হওয়ার এক মাসের মধ্যে, আংশিকভাবে, উল্লেখিত দুটি প্রশ্নের বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:-

"৩ (৫) এই আইন প্রবর্তনের পর, একটি নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা বা কোনো বেসরকারি বিদ্যালয়ে উচ্চতর শ্রেণী খোলার বিষয়টি এই আইনের বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি এবং প্রতিষ্ঠিত কোনো বিদ্যালয় বা উচ্চতর শ্রেণী সাপেক্ষে হবে বা এই ধরনের বিধান অনুযায়ী অন্যথায় খোলা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ার অধিকারী হবে না।"

বিলের ৪ নং ধারায় উল্লিখিত কর্মকর্তা এবং অ-কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি রাজ্য শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড গঠনের বিধান করা হয়েছে, তাদের মেয়াদ অফিস এবং তাদের দায়িত্ব। এই ধরনের একটি বোর্ড গঠনের উদ্দেশ্য হল এটি সরকারকে শিক্ষা নীতি এবং শিক্ষা বিভাগের প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেবে। দফা ৫ অনুযায়ী প্রতি বছরের এপ্রিলের প্রথম দিনে প্রতিটি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের ম্যানেজারকে স্কুলের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকা সরকারের অনুমোদিত আধিকারিককে প্রদান করতে হবে। উপধারা (২) এর অধীনে এই ধরনের তালিকা সজ্জিত করার ক্ষেত্রে একটি ডিফল্ট অন্তর্ভুক্ত সেই ধারার, রক্ষণাবেক্ষণ অনুদান বন্ধ করা। ধারা ৬ যেকোন ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে

সরকারের অনুমোদিত আধিকারিকের লিখিত পূর্ব অনুমতি ছাড়া একটি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সম্পত্তির। উপধারা (১) এর অধীনে এই ধরনের অনুমতি প্রত্যাখ্যান বা মঞ্জুর করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে একটি আপিল প্রদান করা হয়। উপ-ধারা (৩) উপ-ধারা (১) লঙ্ঘন করে কোনো লেনদেন রেন্ডার করে বা উপধারা (২) বাতিল এবং অকার্যকর এবং এই ধরনের লঙ্ঘনের উপর সরকার, উপধারা (৪) অধীনে, স্কুলের কোন অনুদান আটকে রাখার জন্য অনুমোদিত। অনুচ্ছেদ ৭ সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের পরিচালকদের সাথে সম্পর্কিত। উপধারা (১) যেকোন শিক্ষা সংস্থাকে অনুমোদিত আধিকারিকের অনুমোদন সাপেক্ষে যেকোন ব্যক্তিকে সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ করার ক্ষমতা দেয়, অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলের সমস্ত বিদ্যমান ব্যবস্থাপককে উক্ত বিলের অধীনে নিয়োগ করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই বিলের বিধান এবং এর অধীন বিধি অনুসারে স্কুল পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপককে দায়ী করা হয়েছে। উপ-ধারা (৪) স্কুলের এই ধরনের রেকর্ড এবং অ্যাকাউন্ট এবং নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা ব্যবস্থাপকের কর্তব্য করে। দফা (৫) দ্বারা ম্যানেজার হল, অনুমোদিত অফিসারের দ্বারা স্কুল এবং এর রেকর্ড এবং অ্যাকাউন্ট পরিদর্শনের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় এবং যুক্তিসঙ্গত সহায়তা এবং সুবিধা প্রদান করতে হবে। উপ-ধারা (৬) ব্যবস্থাপককে না দিয়ে কোনো স্কুল বন্ধ করতে নিষেধ করে অনুমোদিত অফিসারের এক বছরের নোটিশের মেয়াদ ৩১শে মে এর সাথে তার যে কোন বছরের যে কোন বছরের জন্য তা করতে হবে। উপ-ধারা (৭) প্রদান করে যে, স্কুলের ক্ষেত্রে বন্ধ বা বন্ধ করা হলে বা এর স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা হলে, ব্যবস্থাপক অনুমোদিত অফিসারের কাছে স্কুলের সমস্ত রেকর্ড এবং হিসাব জমা দেবেন। উপ-ধারা (৮) উপধারা (৬) এবং (৭) এর বিধান লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির বিধান করে। দফা ৮ ভূমি রাজস্বের বকেয়া হিসাবে একটি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপকের কাছ থেকে বকেয়া পরিমাণ পুনরুদ্ধারের বিধান করে। দফা ৮ এর উপ-ধারা (৩), যা প্রশ্নগুলির একটিতেও উল্লেখ করা হয়েছে, নিম্নরূপ সঞ্চালিত হয়: -

"৮ (৩) সমস্ত ফি এবং অন্যান্য বকেয়া, বিশেষ ফি ব্যতীত, এই বিভাগটি শুরু হওয়ার পরে একটি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে ছাত্রদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে; কোন চুক্তিতে যা কিছুই থাকুক না কেন, স্কিমে

বা ব্যবস্থা, সরকারকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর করা হবে।"

ধারা ৯ অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের বেতন সরাসরি বা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে প্রদান করা এবং সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ করা সরকারের উপর বাধ্যতামূলক করে। এটি সরকারকে ক্ষমতা দেয় সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের অশিক্ষক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা ব্যক্তির সংখ্যা, তাদের বেতন, যোগ্যতা এবং চাকরির অন্যান্য শর্তাবলী নির্ধারণ করুন। সরকার অনুমোদিত, উপধারা (৩) এর অধীনে, ব্যবস্থাপককে একটি রক্ষণাবেক্ষণ অনুদান প্রদান করা যেমন নির্ধারিত হারে এবং উপধারা (৪) এর অধীনে কোনো সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের যে কোনো জমি, ভবন বা যন্ত্রপাতি ক্রয়, উন্নয়ন ও মেরামতের জন্য অনুদান প্রদান করা। দফা ১০ সরকারকে সরকারি স্কুলে এবং বেসরকারী স্কুলে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের জন্য ব্যক্তিদের কাছে থাকা যোগ্যতাগুলি নির্ধারণ করতে হবে, যার সংজ্ঞা অনুসারে, অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত বা স্বীকৃত স্কুল। রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন সরকারী ও সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের নির্বাচন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে দফা ১১ -এ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পদ্ধতিটি হল যে প্রতি বছরের ৩১ শে মে এর আগে পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিটি জেলার জন্য আলাদাভাবে প্রার্থী নির্বাচন করবে যা বছরের মধ্যে উত্থাপিত হতে পারে এমন সম্ভাব্য সংখ্যক শিক্ষকের শূন্যপদ বিবেচনা করে, এইভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা গেজেটে প্রকাশ করা হবে এবং ম্যানেজার শুধুমাত্র সেই জেলার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্য থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ করবেন যেখানে স্কুলটি অবস্থিত এই শর্ত সাপেক্ষে ম্যানেজার যথেষ্ট কারণে, কমিশনের অনুমতি নিয়ে, অন্য কোনো জেলার জন্য নির্বাচিত শিক্ষক নিয়োগ করুন। সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগও তাই প্রকাশিত প্রার্থীদের তালিকা থেকে করতে হবে। প্রার্থী বাছাই করার ক্ষেত্রে কমিশনকে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধানগুলি বিবেচনা করতে হবে সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদের দফা (৪) এর অধীনে, অর্থাৎ 'বলা, তফসিলি জাতি বা উপজাতির ব্যক্তিদের শিক্ষামূলক পরিষেবায় প্রতিনিধিত্ব দেয়

-একটি বিধান যা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য উপস্থিত বিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের দ্বারা কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে। দফা ১২ সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরির শর্তাবলী নির্ধারণ করে যা স্পষ্টতই সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মেয়াদকালের কিছু নিরাপত্তা প্রদানের উদ্দেশ্যে। এটি বিধান করে যে সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য বেতনের স্কেলগুলি এই ধারাটি শুরু হওয়ার আগে বা পরে নিয়োগ করা হোক না কেন সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য হবে। সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য নিয়ম উপধারা (২) -এ উল্লিখিত সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের নির্দিষ্ট শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উপ-ধারা (৪) প্রদান করে যে অনুমোদিত কর্মকর্তার পূর্ববর্তী অনুমোদন ব্যতীত কোনও সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের কোনও শিক্ষককে বরখাস্ত করা, অপসারণ, পদমর্যাদায় হ্রাস বা বরখাস্ত করা যাবে না। সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকের চাকরির অন্যান্য শর্তাবলী নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে। ধারা ১৪ এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে যে এটি উপধারা (১) দ্বারা প্রদান করে যে, সরকার যখনই এটি প্রতীয়মান হয় যে কোনও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের ব্যবস্থাপক বিলের দ্বারা বা তার অধীনে আরোপিত কোনও দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন, এর অধীনে প্রণীত বিধি, এবং জনস্বার্থে এটি করা আবশ্যক, প্রস্তাবিত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর জন্য শিক্ষা সংস্থার ব্যবস্থাপককে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার পরে, পাঁচটির বেশি না হওয়া সময়ের জন্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। বছর জরুরী পরিস্থিতিতে সরকার করতে পারে, উপধারা (২) এর অধীনে, শিক্ষা সংস্থা বা ব্যবস্থাপককে কোনো নোটিশ না দিয়ে গেজেটে সেই প্রভাবের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করুন। যেক্ষেত্রে কোন বিদ্যালয় এইভাবে কোন নোটিশ ছাড়াই অধিগ্রহণ করা হয়, শিক্ষা সংস্থা বা ব্যবস্থাপক, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তিন মাসের মধ্যে, কারণ দেখিয়ে বিদ্যালয়টি পুনরুদ্ধারের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে পারেন৷ সরকার আদেশ দেওয়ার জন্য অনুমোদিত৷ যা একটি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বা সমীচীন হতে পারে। উপধারা (৫) এর অধীনে দখলকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়া সরকারকে দিতে হবে। কোন দখলে

স্কুলটি সরকার পরিচালনা করার জন্য অনুমোদিত যে কোনো বিশেষ শিক্ষাগত সুবিধার জন্য যা স্কুলটি এই ধরনের দায়িত্ব নেওয়ার আগে অবিলম্বে করছিল। অধিকার কালেক্টরের ভাড়া নির্ধারণের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা আদালতে আপিল করা হয়। উপধারা (৮) যদি সরকার সন্তুষ্ট হয় যে জনস্বার্থে এটি করা প্রয়োজন তাহলে এই ধারার অধীনে গৃহীত বিদ্যালয়টি অধিগ্রহণ করা সরকারের জন্য বৈধ করে তোলে, এই ক্ষেত্রে দফা ১৫ এ বর্ণিত নীতি অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য। ধারা ১৫ সরকারকে যেকোন শ্রেণীর স্কুলগুলি অর্জনের ক্ষমতা দেয়। এই ক্ষমতাটি শুধুমাত্র তখনই ব্যবহার করা যেতে পারে যখন সরকার সন্তুষ্ট হয় যে রাজ্যে সাধারণ শিক্ষার মানসম্মতকরণের জন্য বা কোনও অঞ্চলে সাক্ষরতার স্তরের উন্নতির জন্য বা আরও কার্যকরভাবে সাহায্যপ্রাপ্তদের পরিচালনার জন্য কোন এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কোন শ্রেণীর শিক্ষাকে তাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য এবং জনস্বার্থে তা করা প্রয়োজন। কোনও স্কুল দখলের জন্য কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে না যদি না অধিগ্রহণের প্রস্তাবটি বিধানসভার একটি প্রস্তাব দ্বারা সমর্থিত হয়। ক্ষতিপূরণের মূল্যায়ন এবং বণ্টনের জন্য বিধান করা হয় এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং এর অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে তার বন্টন নির্ধারণ করে কালেক্টর কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ থেকে জেলা আদালতে একটি আপিল প্রদান করা হয়। এইভাবে বিলটি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুলি অধিগ্রহণের দুটি পদ্ধতির জন্য চিন্তা করে এবং বিধান করে, যথা, দফা ১৪ এর উপধারা (৮) এর অধীনে সরকার পূর্ববর্তী উপ-ধারার অধীনে একটি স্কুল দখল করার পরে অধিগ্রহণ করতে পারে বা সরকার, দফা ১৫ এর অধীনে, সেই ধারায় উল্লিখিত বেশ কয়েকটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে যেকোনও নির্দিষ্ট এলাকায় সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির যেকোনো বিভাগ অর্জন করুন। ধারা ১৬ সরকারকে স্থাবর সম্পত্তি দখল বা অধিগ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা দেয়। ধারা ১৭ স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠা, তাদের গঠনতন্ত্র এবং অফিসের মেয়াদ এবং ১৮ ধারা স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী নির্দিষ্ট করে। ১৯ এবং ২০ ধারাগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং নিম্নরূপ পড়ুন: -

"১৯. স্বীকৃত বিদ্যালয়: - ধারা ৭ এর উপ-ধারা (২), (৪), (৫), (৬), (৭), (৮) এবং (৯) এর বিধানগুলি স্বীকৃত বিদ্যালয়গুলিতে প্রযোজ্য হবে একই পরিমাণে এবং একই পদ্ধতিতে যেভাবে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে প্রয়োগ করে।"

"২০. প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের কাছ থেকে কোন ফি নেওয়া হবে না: - কোন সরকারী বা বেসরকারী স্কুলে প্রাথমিক শ্রেণীতে কোন শিক্ষাদানের জন্য কোন ছাত্রকে কোন ফি দিতে হবে না।"

বিলের ২য় খণ্ডে বাধ্যতামূলক শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অংশটি দফা ২১-এ উল্লেখিত এলাকায় প্রযোজ্য। ধারা ২৩ দশ বছরের মধ্যে রাজ্য জুড়ে শিশুদের বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করে এবং স্পষ্টতই রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতির ৪৫ অনুচ্ছেদ দ্বারা রাষ্ট্রের উপর ধার্য করা বাধ্যবাধকতা পালনের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। ধারা ২৪ এবং ২৫ স্থানীয় শিক্ষা কমিটি গঠন এবং এর কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত। দফা ২৬, যা আমাদের আগে আলোচনায় মূলত চিত্রিত হয়েছে নিম্নরূপ:

"২৬। শিশুদের স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকের বাধ্যবাধকতাঃ যে কোনও ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে, প্রতিটি শিশুর অভিভাবক, যদি এই ধরনের অভিভাবক সাধারণত এই অঞ্চলে থাকেন, তাহলে এই জাতীয় শিশুকে একটি সরকারি বা বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করাতে বাধ্য করবেন এবং একটি শিশু একবার হয়ে গেলে তাই এই আইনের অধীনে স্কুলে যোগদানের কারণে শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ কোর্স সম্পন্ন করতে বাধ্য করা হবে অথবা শিশুর বয়স চৌদ্দ বছর না হওয়া পর্যন্ত স্কুলে যেতে বাধ্য করা হবে।'

আমরা কিছু ধারা এড়িয়ে যেতে পারি, আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য উপাদান নয়, যতক্ষণ না আমরা দফা ৩৩-এ না আসি যা আমাদের বিবেচনা করা প্রশ্নগুলির একটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই ধারা প্রদান করে--

"৩৩।আদালতের আদেশ মঞ্জুর না করা- দেওয়ানী কার্যবিধি সংহিতা, ১৯০৮, বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছু থাকুক না কেন, কোন আদালত কোন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রদান করবে না বা কোন অস্থায়ী আদেশ প্রদান করবে না যা কোন কার্যধারা রোধ করা হচ্ছে বা এই আইনের অধীনে নেওয়া হবে।'

ধারা ৩৬ সরকারকে প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে

বিলের বিধানগুলি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ করে বিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে, বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিকে অনুদান ও সহায়তা প্রদান, বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিকে স্বীকৃতি প্রদান, শুল্ক ও আদায়ের উদ্দেশ্যে বিধিমালা, সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে ফি, স্বীকৃত স্কুলে ফি-এর হার নিয়ন্ত্রণ, হিসাব, রেজিস্টার এবং রেকর্ড যেভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে, রিটার্ন জমা দেওয়া, ম্যানেজারদের রিপোর্ট এবং হিসাব, শিক্ষার মান এবং অধ্যয়নের কোর্স এবং নির্দিষ্ট উল্লেখিত অন্যান্য বিষয় উপধারা (২) সেই ধারার। ৩৭ ধারাটির নিম্নরূপ:-

"৩৭. বিধানসভার সামনে বিধিমালা পেশ করা হবে - এই আইনের অধীনে প্রণীত সমস্ত বিধিগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিধানসভার সামনে চৌদ্দ দিনের জন্য পেশ করা হবে এবং সেগুলি আইনসভার মতো পরিবর্তনের সাপেক্ষে হবে সেশনের সময় করতে পারে যেখানে তারা অধিশায়িত হয়।"

দফা ৩৮ এর অধীনে বিলের কোনো বিধানই এমন কোনো স্কুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যা সরকারি বা বেসরকারি স্কুল নয়, অর্থাৎ সাহায্যপ্রাপ্ত বা স্বীকৃত স্কুল।

উপরোক্ত সারাংশ, আশা করা যায়, উল্লিখিত বিলের বিধানগুলির উদ্দেশ্য ও সুযোগ স্পষ্টভাবে তুলে ধরবে। এটা দেখানো হিসাবে পরিবেশন করার উদ্দেশ্যে বলেন যে বিলটিতে অনেকগুলি বিধান রয়েছে যা রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার উপর যথেষ্ট রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, সাহায্যপ্রাপ্ত বা স্বীকৃত। বিধিগুলি, যতদূর তারা সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রভাবিত করে, কেবলমাত্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য প্রযোজ্যগুলির তুলনায় অনেক বেশি কঠোর। এর শক্তির প্রস্থ এইভাবে রাজ্যের দ্বারা অনুমান করতে চাওয়া নিয়ন্ত্রণ স্পষ্টতই রাষ্ট্রপতির কাছে গণনা করার জন্য উপস্থিত হয়েছিল যে সংখ্যালঘুদের জন্য নিশ্চিত করা মৌলিক অধিকারগুলির কিছু লঙ্ঘনের কারণে উল্লিখিত বিলের কয়েকটি ধারার সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে সন্দেহ তৈরি করা হয়েছে সংবিধান দ্বারা সম্প্রদায়গুলি, এবং তদনুসারে ১৪৩(১) অনুচ্ছেদ দ্বারা তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতার প্রয়োগ রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি বিবেচনা এবং রিপোর্ট করার জন্য এই আদালতে উল্লেখ করেছেন: .

"(১) কেরালা শিক্ষা বিলের ৩ ধারার উপধারা (৫), এর ৩৬ ধারা বা উল্লিখিত উপ-ধারার কোনো বিধানের সাথে পঠিত, সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদকে কোনো বিবরণে বা কোনো মাত্রায় অবমাননা করে?

(২) ধারা ৩-এর উপ-ধারা (৫), ধারা ৮-এর উপ-ধারা (৩) এবং কেরালা শিক্ষা বিলের ৯ থেকে ১৩ ধারা, বা এর যে কোনও বিধান সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদের ধারা (১) কে বিক্ষুব্ধ করে কোন বিবরণে বা কোন পরিমাণে?

(৩) কেরালা শিক্ষা বিলের ১৫ ধারা, বা এর কোনো বিধান কি সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদকে কোনো বিবরণে বা কোনো পরিমাণে বিক্ষুব্ধ করে?

(৪) কেরালা শিক্ষা বিলের ৩৩ ধারা, বা এর কোনো বিধান কি সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদকে কোনো বিবরণে বা কোনো পরিমাণে বিক্ষুব্ধ করে?"

রেফারেন্স প্রাপ্তির পর এই আদালত সেই ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ জারি করে যারা বিষয়টিতে আগ্রহী বলে মনে হয়েছিল তাদের তাদের দাখিল করার আহ্বান জানিয়ে উপরে উল্লিখিত প্রশ্ন সংক্রান্ত মামলার সংশ্লিষ্ট বিবৃতি। পরবর্তীতে আরও তিনটি প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব আবেদনের ভিত্তিতে শুনানিতে হাজির হওয়ার জন্য ছুটি মঞ্জুর করে। ভারতের ইউনিয়ন, কেরালা রাজ্য এবং উল্লিখিত সমস্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ মামলার বিবৃতি দাখিল করেছে এবং আমাদের সামনে কাউন্সেলের মাধ্যমে হাজির হয়েছে এবং বিতর্কে অংশ নিয়েছে। ক্রুসেডার্স লীগ নামক একটি সংস্থা ডাকযোগে তাদের মতামত পাঠিয়েছে কিন্তু শুনানিতে উপস্থিত হয়নি। প্রশ্নগুলি থেকে উদ্ভূত পয়েন্টগুলির উপর আমরা খুব 'পূর্ণ যুক্তি শোনার সুবিধা পেয়েছি এবং আমরা গভীরভাবে ঋণী' পক্ষগুলির পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ কৌঁসুলিদের জন্য তারা আমাদের যে দুর্দান্ত সহায়তা দিয়েছে তার জন্য।

এই পর্যায়ে, ১ এবং ২ প্রশ্নের সুযোগ এবং পরিধি হিসাবে একটি বিষয় নিষ্পত্তি করে ব্যাপারটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এটি লক্ষ্য করা হবে যে এই দুটি প্রশ্নগুলি উল্লিখিত বিলের ৩ (৫)' ধারার সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে যা ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে৷ বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল এবং অন্যান্য বিজ্ঞ আইনজীবীদের পক্ষ থেকে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে

উল্লিখিত বিলের বৈধতা হল যে দফা ৩(৫) এর বিধান, যথা, যে একটি নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা "এই আইনের বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সাপেক্ষে হবে" উল্লিখিত বিলের অন্যান্য সমস্ত ধারাগুলিকে আকৃষ্ট করে যেন সেগুলি উপধারা (৫) ক্রমিকভাবে সেট করেছে নিজেই। অতএব, যখন প্রশ্ন ১ এবং ২ দফা ৩(৫) -এর সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে , তারা, কার্যত, উল্লিখিত বিলের অন্যান্য সমস্ত ধারার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। কেরালা রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ আইনজীবী অবশ্য বিভিন্ন কারণে এই যুক্তির বিরোধিতা করেন। প্রথম স্থানে, তিনি দাবি করেন যে দফা ৩ (৫) এই বিলের শুধুমাত্র সেই বিধানগুলিকে আকর্ষণ করে যা একটি নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কিত। উল্লিখিত বিলের কোন বিধানগুলি একটি নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কিত তা উল্লেখ করতে বলা হলে, তার মতে, দফা ৩(৫) দ্বারা আকৃষ্ট হয়, একমাত্র বিধান যা তিনি উল্লেখ করেছেন ধারা ৩ এর উপধারা (৩)। কেরালা রাজ্যের জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলি সেই দফা ৩(৫) বজায় রাখে শুধুমাত্র দফা ৩ (৩) আকর্ষণ করে এবং ৩৬(২)(ক) ধারার অধীনে যে নিয়মগুলি তৈরি করা যেতে পারে এবং উল্লিখিত বিলের অন্য কোন ধারা নেই এবং তাই, অন্য কোন ধারা প্রশ্নের পরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না যদি না, অবশ্যই, সেগুলি বিশেষভাবে প্রশ্নগুলিতে উল্লেখ করা হয়, যেমন কিছু ধারা হল, প্রকৃতপক্ষে, প্রশ্ন ২-এ বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি দফা ৩(৫) -এর উল্লেখ থাকে এই প্রশ্নগুলিতে, "ইপসো ফ্যাক্টো", উল্লিখিত বিলের অন্যান্য সমস্ত ধারাগুলিকে আকৃষ্ট করেছে, কেন, বিজ্ঞ আইনজীবী জিজ্ঞাসা করেছেন, অন্যান্য ধারাগুলি কি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, বলুন, প্রশ্ন ২ এ? বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাবি করেছেন যে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে অন্যান্য ধারাগুলি সেই বিদ্যালয়ে প্রযোজ্য হবে এবং একটি স্পষ্ট বিধানের প্রয়োজন ছিল না যে একটি নতুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় বিলের অন্যান্য বিধানের অধীন হবে। যেহেতু বিলের অন্যান্য ধারাগুলি দফা ৩(৫)-এর সাহায্য ছাড়াই বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার পরে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, প্রশ্নগুলিতে সেই ধারার একটি রেফারেন্স বিলের এমন কোনও ধারাকে তাদের পরিধির মধ্যে আনতে পারে না যা প্রশ্নগুলিতে আলাদাভাবে এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়নি। অবশেষে প্রাপ্ত কৌঁসুলি দাবি করেন যে এমনকি যদি দফা ৩(৫) বিলের অন্যান্য বিধানগুলিকে আকর্ষণ করে, এটি অপরিহার্যভাবে অনুসরণ করে না যে অন্যান্য বিধানগুলিও প্রশ্নের বিষয়বস্তু গঠন করে। আমাদের বিচারে,

দুটি চরম অবস্থানের কোনটিই গুরুত্ব সহকারে বজায় রাখা যায় না।

কেরালা রাজ্যের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা অগ্রসর হওয়া বিতর্কগুলি আমাদের কাছে বেশ কয়েকটি সমালোচনার জন্য উন্মুক্ত বলে মনে হচ্ছে। যদি বিলের ধারা ৩ এর উপধারা (৫) উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র সেই বিধানগুলিকে আকৃষ্ট করা যা শুধুমাত্র একটি নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কিত এবং যদি ধারা ৩ এর উপধারা (৩) এর অধীনে প্রণয়ন করা নিয়ম ব্যতীত সেই পক্ষে একমাত্র বিধান ছিল ধারা ৩৬(২)(ক) এর মধ্যে, তারপর বোধগম্য খসড়ার বিষয় হিসাবে এটি বলা আরও উপযুক্ত হবে, ধারা ৩ এর উপধারা (৩) এর অধীনে যে নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা "এই ধারার বিধান এবং ধারা ৩৬(২)(ক)) এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির সাপেক্ষে হবে"। ধারা ৩(৫) বেশ পরিষ্কারভাবে নতুন স্কুল-সরকারি, সাহায্যপ্রাপ্ত বা স্বীকৃত স্কুল প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট, এবং বলে যে বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার পরে সমস্ত নতুন স্কুল বিলের অন্যান্য বিধানের অধীন হবে। যতদূর নতুন সরকারী স্কুল সংশ্লিষ্ট, দফা ৩ (৫) অবশ্যই ধারা ৩(৩)(ক) কে আকর্ষণ করে, সেই বিধানের জন্য সরকারকে নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়; কিন্তু যে দফা ৩(৫) বলতে শুধুমাত্র দফা ৩(৩) আকর্ষণ করা অসমর্থ বলে মনে হচ্ছে, কারণ এই উপ-ধারাটি নতুন সাহায্যপ্রাপ্ত বা স্বীকৃত স্কুল প্রতিষ্ঠার শর্তে প্রদান করে না। ইতিমধ্যে পর্যবেক্ষণ হিসাবে, দফা ৩ (৩)(ক) বিশেষভাবে শুধুমাত্র সরকার কর্তৃক নতুন বিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রদান করে। ধারা ৩(৩)(খ) শুধুমাত্র সরকার কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অনুমতি প্রদানের বিধান করে। একইভাবে দফা ৩ (৩)(গ) কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা কোনো স্কুলকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র সরকারকে অনুমোদন দেয়। দফা ৩(৪) একটি অপ্রকৃত ঘটনা উপস্থাপন করে যেখানে সমস্ত বিদ্যমান বিদ্যালয়, যার অর্থ সমস্ত বিদ্যমান সরকারী, সাহায্যপ্রাপ্ত বা স্বীকৃত বিদ্যালয়, এই বিল অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। তারপর আসে দফা ৩(৫) যা খুব বিস্তৃত পরিভাষায় ব্যক্ত করা হয়। এতে বলা হয়েছে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে, উল্লিখিত বিলটির কার্যপ্রণালী শুরু হওয়ার পরে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন বিলের অন্যান্য বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির অধীন হতে হবে। দফা ৩৬(২)(ক), (খ) এবং (গ) এর অধীনে প্রণয়ন করা নিয়ম

যথাক্রমে দফা ৩(৩)(ক),(খ) এবং (গ)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। দফা ৩৮ এর বিধানগুলি মাথায় রেখে যা সরকারী ও বেসরকারী ব্যতীত অন্য সকল বিদ্যালয়কে স্থান দেয়, অর্থাৎ, সাহায্যপ্রাপ্ত বা স্বীকৃত স্কুল, বিলের আওতার বাইরে, কী ধরণের নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা, আমরা জিজ্ঞাসা করি, উপধারা (৫) এ চিন্তা এবং অনুমোদন করে? বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার পরে স্পষ্টতই সাহায্যপ্রাপ্ত বা স্বীকৃত স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দফা ৩(৫), দফা ৩ (৩) এর মত, আপাতদৃষ্টিতে খুব অকল্পনীয়ভাবে আঁকা হয়েছে, কিন্তু ধারাটি সামগ্রিকভাবে পড়া এবং বিশেষ করে এর সমাপনী অংশ, অর্থাৎ, এই ধরনের বিধান অনুযায়ী অন্যথায় প্রতিষ্ঠিত কোনো স্কুল সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ার অধিকারী হবে না , সেখানে কোন সন্দেহ নেই যে দফা ৩(৫)নিজেই সাহায্যপ্রাপ্ত বা স্বীকৃত স্কুল হিসাবে নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে চিন্তা করে এবং অনুমোদন করে। নতুন স্কুল খোলা এবং সরকারের কাছ থেকে সাহায্য বা স্বীকৃতি নিশ্চিত করা হল নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যা দফা ৩(৫) দফা ৩(৩) সহ পঠিত দ্বারা চিন্তা করা হয়েছে। পড়া দফা ৩(৫) এর সেটিং এর প্রেক্ষাপটে, আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে এর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেওয়া নয় বরং নতুন স্কুলগুলিকে উল্লিখিত বিলের সমস্ত বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির অধীন করা। সীমাবদ্ধ যুক্তি মেনে নিতে যে দফা ৩(৫) শুধুমাত্র দফা ৩(৩) আকর্ষণ করে উপধারা (৫) -এ একটি খুব সংকীর্ণ নির্মাণ করা হবে এর বিস্তৃত ভাষা বা দফা ৩(৩)-এর ভাষা দ্বারা নিশ্চিত নয়। আমরা মনে করি না যে এই যুক্তিতে খুব বেশি জোর আছে যে নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য বিধানগুলির প্রয়োগের জন্য স্পষ্টভাবে প্রদান করার প্রয়োজন ছিল না বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার পরে এবং উল্লিখিত বিলের অন্যান্য ধারাগুলি তাদের নিজস্ব বল দ্বারা এবং উপধারা (৫) সাহায্য ছাড়াই চলবে এই ধরনের নতুন প্রতিষ্ঠিত আবেদন স্কুলগুলি, পরিপ্রেক্ষিতে, স্পষ্টভাবে নতুন স্কুলগুলিকে অন্যান্য বিধানের সাপেক্ষে করার জন্য এটি এখন কেরালা রাজ্যের জন্য উন্মুক্ত নয় যে উপধারা (৫) এর প্রয়োজন উল্লিখিত বিল কার্যকর হওয়ার পরে প্রতিষ্ঠিত নতুন স্কুলগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিলের অন্যান্য বিধান করেনি বা এটি তাদের আকর্ষণ করে না অন্যান্য ধারাগুলি যদিও এটি স্পষ্টভাবে করতে চায় বা যারা বিলটির বিরোধিতা করে তাদের জন্য এটি উন্মুক্ত নয়

তাদের মামলার সমর্থনে অন্য কোনো ধারায়। যদি দফা ৩(৫) অন্যান্য বিধানগুলিকে স্পষ্টভাবে আকৃষ্ট করেনি, রাষ্ট্রপতি সম্ভবত প্রশ্নগুলি ভিন্নভাবে তৈরি করতেন।

যদি, তাই, এটি অনুষ্ঠিত হয়, যেমন আমরা করতে আগ্রহী, যে দফা ৩(৫) নতুন বিদ্যালয়গুলিকে উল্লিখিত বিলের অন্যান্য বিধানের অধীন করে, অবস্থান কী হবে? যদি, বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল এবং তাকে সমর্থনকারী অন্যান্য কৌঁসুলিদের দ্বারা জমা দেওয়া হিসাবে, উল্লিখিত, বিলের কিছু ধারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের মৌলিক অধিকার বা তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর আঘাত করে এবং যদি দফা ৩(৫) এই ধারাগুলিকে নতুন স্কুলগুলিতে প্রযোজ্য করে যেগুলি তারা বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার পরে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তারপরে কেবলমাত্র সেই অন্যান্য ধারাগুলি তাদের অধিকার লঙ্ঘন করে না বরং দফা ৩(৫) যা খোলাখুলিভাবে এবং স্পষ্টভাবে সেই অন্যান্য ধারাগুলিকে এই ধরনের নতুন স্কুলগুলিতে প্রযোজ্য করে, তাকেও অসাংবিধানিকতার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। অন্য কথায়, অসাংবিধানিকতার দোষ, যদি থাকে, সেই অন্যান্য ধারাগুলির মধ্যে অবশ্যই দফা ৩(৫) -এর সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে কারণ এটি পরেরটি যা শর্তে নতুন স্কুলগুলিকে সেই আপত্তিকর ধারাগুলির অধীন করে তোলে । তাই দফা ৩ (৫) এর বৈধতা নিয়ে আলোচনায় অন্যান্য ধারাগুলির বৈধতা নিয়ে আলোচনা করা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে, যদিও অন্যান্য ধারাগুলির বৈধতা নিজে থেকে এবং স্বাধীনভাবে নয়, তবে এই প্রশ্নগুলির যে কোনও একটির বিষয়বস্তু, তবুও তাদের বৈধতা বা অন্যথায় দফা ৩(৫)-এর সাংবিধানিক বৈধতা নির্ধারণে বিবেচনায় নেওয়া হবে যা সেই ধারাগুলিকে নতুন প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির জন্য প্রযোজ্য করে তোলে। এই অর্থে, আমরা মনে করি, অন্যান্য ধারাগুলির বৈধতা নিয়ে আলোচনা প্রশ্ন ১ এবং ২-এর পরিধির মধ্যে আসে। আমরা, পরিস্থিতিতে, ভাষা বিবেচনা করে এটিকে সঠিক মনে করি না দফা ৩(৫), প্রশ্ন ১ এবং ২-এর আলোচনা থেকে বিলের অন্যান্য ধারাগুলির সাংবিধানিক বৈধতার বিবেচনাকে বাদ দেওয়া যা উল্লিখিত বিলের ৩(৫)-এর সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের সামনে যুক্তিতে প্রশ্ন ১ এবং ২ আলোচনায় উল্লিখিত বিলের অন্যান্য ধারাগুলির ঘন ঘন উল্লেখ করা হয়েছে এবং আমরা বিদ্বানদের নিজ নিজ বিতর্ক শুনেছি

এই ধারাগুলির বৈধতা সম্পর্কে বা অন্যথায় সেই দফাগুলি যেগুলি তারা আমাদের কাছে রাখা প্রশ্নগুলির উপর প্রভাব ফেলে যা আমরা এখন বিবেচনা করে উত্তর দিতে এগিয়ে যাচ্ছি।

পুনঃ প্রশ্ন ১ এবং ৩। প্রশ্ন ১ সাব-ক্লু-এর সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে দফা ৩ এর উপধারা (৫) এর উল্লিখিত বিলের দফা ৩৬ এর সহ পঠিত ভিত্তিতে যে একই আইনের সমান সুরক্ষা লঙঘন করে যা সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ দ্বারা সকল ব্যক্তির জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রশ্ন ৩ আক্রমণ করে উক্ত বিলের দফা ১৫ কে একই ভিত্তিতে, অর্থাৎ, এটি সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙঘন। উভয় প্রশ্নের অধীনে আক্রমণের স্থল যেহেতু একই, তাই তাদের একসাথে মোকাবেলা করা সুবিধাজনক হবে।

আমাদের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের প্রকৃত অর্থ, সুযোগ এবং প্রভাব চিরঞ্জিত লাল চৌধুরী বনাম দ্য ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য (১) মামলা থেকে শুরু হওয়া বেশ কয়েকটি মামলায় এই আদালতের আলোচনা এবং সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু হয়েছে। বুধন চৌধুরী বনাম বিহার রাজ্য (২) তে এই আদালতের সাতজন বিচারপতির একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ সেই অনুচ্ছেদের প্রকৃত অর্থ এবং সুযোগ ব্যাখ্যা করেছে। সম্প্রতি রাম কৃষ্ণ ডালমিয়া এবং অন্যান্য বনাম শ্রী বিচারপতি এস.আর. টেন্ডোলকার (৩) মামলায়, এই আদালত ২৮ শে মার্চ, ১৯৫৮-এ দেওয়া রায়ের মাধ্যমে অবস্থানটি দৈর্ঘ্যে পর্যালোচনা করেছে এবং এর সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বেশ কয়েকটি নীতি ওই রায়ে আদালত ক্রমানুসারে স্থির করেছেন। মোহাম্মাদ হানিফ কোরেশি বনাম দ্য স্টেট অফ বিহার (৪) এর সাম্প্রতিক কেসে এই অবস্থানটি আবার সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে নিম্নোক্ত কথায় :-

"অনুচ্ছেদ ১৪ এর অর্থ, সুযোগ এবং প্রভাব, যা আমাদের সংবিধানের সমান সুরক্ষা ধারা, এই আদালত দ্বারা চিরঞ্জিত লাল চৌধুরী বনাম দ্য ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (১) এবং রাম কৃষ্ণ ডালমিয়া বনাম শ্রী বিচারপতি এস.আর. টেন্ডোলকর (৩) এ ব্যাখ্যা করা হয়ছে। এটি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত যে যেখানে অনুচ্ছেদ ১৪ শ্রেণী আইন প্রণয়নে মানা করে সেখানে এটি উদ্দেশ্যে যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিভাগ নিষিদ্ধ করে না

(১) [১৯৫০] এস সি আর ৮৬৯। (২) [১৯৫৫] ১ এস সি আর ১০৪৫।
(৩) [১৯৫৯] এস সি আর ২৭৯। (৪) [১৯৫৯] এস সি আর ৬২৯।

এবং অনুমতিযোগ্য শ্রেণীবিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য অবশ্যই দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে, যথা, (i) শ্রেণীবিভাগ অবশ্যই একটি বোধগম্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে পার্থক্য যা ব্যক্তি বা জিনিসগুলিকে আলাদা করে যেগুলিকে গোষ্ঠীর বাইরে থাকা অন্যদের থেকে একত্রিত করা হয় এবং (ii) এই জাতীয় পার্থক্যের অবশ্যই একটি যৌক্তিক সম্পর্ক থাকতে হবে প্রশ্নে সংবিধি দ্বারা অর্জন করতে চাওয়া বস্তুর জন্য। শ্রেণীবিভাগ, এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে, বিভিন্ন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যথা, ভৌগলিক, বা বস্তু বা পেশা বা অনুরূপ এবং যা প্রয়োজন তা হল শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি এবং বস্তুর মধ্যে একটি আইনে উদ্দেশ্য থাকতে হবে বিবেচনাধীন ।এই আদালতের ঘোষণাগুলি অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে আরও প্রতিষ্ঠিত করে যে, একটি আইনের সাংবিধানিকতার পক্ষে সর্বদা একটি অনুমান থাকে এবং বোঝা তার উপর, যে এটি আক্রমণ করে, এটি দেখানোর জন্য যে সেখানে একটি স্পষ্ট লঙ্ঘন হয়েছে সাংবিধানিক নীতির। আদালতে তা গৃহীত হয়; অনুমান করতে হবে যে আইনসভা তার নিজের জনগণের চাহিদাগুলি বোঝে এবং সঠিকভাবে উপলব্ধি করে, এর আইনগুলি অভিজ্ঞতার দ্বারা উদ্ভাসিত সমস্যার দিকে পরিচালিত হয় এবং এর বৈষম্যগুলি পর্যাপ্ত ভিত্তির উপর ভিত্তি করে। এটা মনে রাখতে হবে যে আইনসভা স্বীকৃত করার জন্য স্বাধীন। ক্ষতির মাত্রা এবং এর সীমাবদ্ধতাগুলি সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখতে পারে যেখানে প্রয়োজনটি সবচেয়ে স্পষ্ট বলে মনে করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত সাংবিধানিকতার অনুমান বজায় রাখার জন্য আদালত সাধারণ জ্ঞানের বিষয়গুলি, সাধারণ প্রতিবেদনের বিষয়গুলি, ইতিহাসের সময় বিষয়গুলি বিবেচনা করতে পারে এবং আইন প্রণয়নের সময় বিদ্যমান ধারণা করা যেতে পারে এমন প্রতিটি বাস্তব অবস্থা অনুমান করতে পারে।"

রাম কৃষ্ণ ডালমিয়ার মামলায় এই আদালতের রায়ে (১) এই আদালতের সামনে বিবেচনার জন্য যে বিধিগুলি এসেছিল সেগুলিকে পাঁচটি বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল যেমন গণনা করা হয়েছে। আলোচনা পুনরায় খোলার দ্বারা কোন দরকারী উদ্দেশ্য পরিবেশন করা হবে না এবং প্রকৃতপক্ষে, বিদগ্ধ কাউন্সেলের পক্ষ থেকে কোন প্রচেষ্টা করা হয়নি। অতএব, আমরা এই আদালতের দ্বারা উল্লিখিত পূর্বোক্ত নীতিগুলির আলোকে অপ্রকৃত বিধানগুলি পরীক্ষা করার জন্য এগিয়ে যাই।

এখন আসি মূল যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত

(১) [১৯৫৯] এস সি আর ২৭৯।

অনুচ্ছেদ ১৪ তে, বিলটিতে, বলা হয়, কেরালায় এখন ক্ষমতায় থাকা পার্টির পক্ষ থেকে খ্রিস্টান চার্চে এবং বিশেষ করে ক্যাথলিক অনুপ্রেরণা, ধর্মকে নির্মূল করার, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য একটি ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের স্বতন্ত্র ভাষা, লিপি এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এবং সংক্ষেপে, রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য সমস্ত শিক্ষা সংস্থাকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত তাদের বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যগুলি যাতে শিক্ষার একটি শ্রেনীবিভাগকরণে আনা যায় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং এর মাধ্যমে প্রচার করা যায়। তাদের রাজনৈতিক দর্শনের নীতি এবং উদীয়মান প্রজন্মের মুগ্ধ মনকে অনুপ্রাণিত করে। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে প্রশ্নগুলির দ্বারা উত্থাপিত একটি সম্পূর্ণ আইনি এবং সাংবিধানিক সমস্যা হিসাবে কী দেখা উচিত তা নিয়ে আলোচনায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উত্তাপ এবং আবেগ প্রবর্তিত হয়েছিল; তবে সম্ভবত এটি বোধগম্য তিক্ত আন্দোলন এবং উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে বলেন, রাজ্যের কিছু অংশের মানুষের মনে এই বিল। যাইহোক, আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে এই আদালত যোগ্যতা বা অন্যথায় সরকারের নীতির সাথে সম্পর্কিত নয় যা এই পরিমাপের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এবং আমাদের যা করতে বলা হয়েছে তা হল আমাদের উল্লেখ করা সাংবিধানিক প্রশ্নগুলি পরীক্ষা করা এবং বৈধতা বা অন্যথায় বিলের সেই বিধানগুলির বিষয়ে আমাদের মতামত উচ্চারণ করতে যা সঠিকভাবে সেই প্রশ্নগুলির পরিধির মধ্যে আসতে পারে৷

প্রশ্ন ১ প্রণয়নের দিকে পরিচালিত করা সন্দেহগুলি এইভাবে রেফারেন্সের ক্রম অনুসারে আবৃত্তি করা হয়েছে যা আরও ভালভাবে বলা হয়েছিল এর নিজস্ব শর্তাবলী:-

> "এবং যেহেতু উল্লিখিত বিলের ৩ নং ধারার উপ-ধারা (৩) কেরালা সরকারকে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে, উপধারায় নির্ধারিত সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে যে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা কোনো স্কুলকে স্বীকৃতি দিতে সক্ষম করে উক্ত ধারার উপধারা (২) তে বুদ্ধি, সাধারণ শিক্ষা, বিশেষ শিক্ষা এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সুবিধা;
>
> এবং যেহেতু উল্লিখিত বিলের ধারা ৩-এর উপ-ধারা (৫) অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে, যে কোনও নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত বা কোনও প্রাইভেট স্কুলে যে কোনও উচ্চ শ্রেণী কোনও স্কুল খোলার ব্যবস্থা করে,

বিলটির একটি আইনে পরিণত হওয়ার পরে এবং আইনটি কার্যকর হওয়ার পরে, অন্যথায় আইনের বিধান এবং এর ৩৬ ধারার অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে, কেরালা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ার অধিকারী হবে না;

এবং যেহেতু এই বিলের ৩ ধারার উল্লিখিত উপ-ধারা (৫) এর বিধানগুলি নতুন স্কুলগুলির স্বীকৃতি এবং কোনও বেসরকারী স্কুলে উচ্চতর ক্লাস খোলার বিষয়ে সরকারকে একটি অনির্দেশিত ক্ষমতা প্রদান করে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে যা একটি স্বেচ্ছাচারী এবং বৈষম্যমূলক পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে সক্ষম;

এবং যেহেতু একটি সংশয় আরও দেখা দিয়েছে যে প্রাইভেট স্কুলগুলিতে নতুন স্কুল এবং উচ্চতর শ্রেণির স্বীকৃতির এই ধরনের ক্ষমতা সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদের (১) ধারা দ্বারা নিশ্চিত করা সংখ্যালঘুদের অধিকারকে প্রভাবিত করে এমনভাবে প্রয়োগ করা যায় না তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা; "

অনুরূপভাবে দফা ১৫টি সংক্রান্ত সন্দেহ রেফারেন্সের ক্রম অনুসারে নিম্নলিখিত আবৃত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে:-

"এবং যেহেতু উল্লিখিত বিলের ১৫ ধারা কেরালা সরকারকে, গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা এলাকায় সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের যে কোনো বিভাগ, যদি তারা কেরালা রাজ্যে সাধারণ শিক্ষার মানসম্মত করার জন্য সন্তুষ্ট হয়, তা গ্রহণ করার ক্ষমতা দেয় বা কোনো এলাকায় সাক্ষরতার স্তরের উন্নতির জন্য বা কোনো এলাকায় সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য বা কোনো শ্রেণীর শিক্ষাকে তাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য জনস্বার্থে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে তা করা প্রয়োজন, স্কুলগুলির বাজারমূল্যের ভিত্তিতে, স্কুলগুলির সম্পত্তি রিকুইজিশন, নির্মাণ বা উন্নতির জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য বা অনুদানের পরিমাণ থেকে কেটে নেওয়ার পরে;

এবং যেহেতু এই ধরনের ক্ষমতা নির্বিচারে এবং বৈষম্যমূলক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা যায় না তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।"

দুটি প্রশ্ন থেকে উদ্ভূত বিষয়টির আইনগত দিকটি প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিলের বৈধতা উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ কৌঁসুলির মাধ্যমে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: ধারা ৩ (৫) বিলের সমস্ত বিধানগুলিকে নতুন স্কুলগুলির জন্য প্রযোজ্য করে যা বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার পরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে৷ ধারা ৩(৫) সরকারকে একটি অনিয়ন্ত্রিত, অনিয়ন্ত্রিত এবং অসাংবিধানিক ক্ষমতা দেয় যা সক্ষম "দুষ্ট দৃষ্টি ও অসম হাত দিয়ে" প্রয়োগ করা হয়েছে এবং সরকার তার ইচ্ছা বা খুশিতে, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আলাদা করতে পারে এবং তাকে বা তাকে প্রতিকূল ও বৈষম্যমূলক আচরণের অধীন করতে পারে। বিলটি কোনো নীতি নির্ধারণ করে না বা বিলের বিভিন্ন ধারা দ্বারা প্রদত্ত বিস্তৃত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনার জন্য। এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে দফা ৩ কোন নীতি বা নীতি নির্ধারণ করে না অথবা কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সংগঠনকে কোনো সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের অনুমতি দিতে পারে না বা কোনো ব্যক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো বিদ্যালয়কে স্বীকৃতি দিতে পারে না। সরকার এমন ব্যক্তিদের অনুমতি বা স্বীকৃতি দিতে পারে যারা এর নীতি সমর্থন করে কিন্তু অন্যদের নয় যারা এর বিরোধিতা করে। ধারা ৬ কোন পরিস্থিতিতে সরকারের অনুমোদিত আধিকারিক সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সম্পত্তি বিচ্ছিন্ন করার অনুমতি দিতে পারে বা নাও দিতে পারে তা বলে না। তিনি একটি ক্ষেত্রে অনুমতি দিতে পারেন কিন্তু অন্য অনুরূপ ক্ষেত্রে নির্বিচারে তা আটকে দিতে পারেন। অনুরূপভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা দফা ৭ এর অধীনে নাও হতে পারে, সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা সংশ্লিষ্টতার জন্য তার সরকারের পক্ষপাত বা অপছন্দের চেয়ে ভাল কারণ ছাড়াই একটি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের ব্যবস্থাপক হিসাবে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিয়োগের অনুমোদন। সরকার পারে, দফা ৯ এর অধীনে, একটি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপককে রক্ষণাবেক্ষণের অনুদান প্রদান করুন কিন্তু অন্যটির জন্য নয়। বিশেষ স্কুল বা বিশেষ এলাকার স্কুলের বিভাগগুলিকে বিলের দফা ১৪ এবং ১৫-এর অধীনে বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য আলাদা করা যেতে পারে। এটি পরবর্তী নির্দেশ করা হয় যে যদি দফা ৩ (৫) বিলের দফা ২১, ২৬ এবং ২৮ সহ পঠিত ফলাফলটি স্পষ্টভাবে বৈষম্যমূলক হবে কারণ এমন একটি এলাকায় যা বাধ্যতামূলক নয় এমন একটি নতুন স্কুল যা বিলের কার্যকরী হওয়ার পরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে

এবং যা স্বীকৃতি বা সাহায্য চাইতে পারে না ফি চার্জ করতে পারে এবং তবুও পণ্ডিতদের আকর্ষণ করতে পারে কিন্তু একইভাবে বাধ্যতামূলক এলাকায় প্রতিষ্ঠিত একটি নতুন স্কুল সরাসরি দফা ২৬ দ্বারা আঘাত করা হবে এবং তার কোন পণ্ডিত থাকবে না, কারণ কোন অভিভাবক তার ওয়ার্ডকে এমন স্কুলে পাঠাতে পারবেন না যেটি সরকারী স্কুল বা বেসরকারী স্কুল নয় এবং এই ধরনের একটি নতুন স্কুল মোটেও কাজ করতে সক্ষম হবে না, কারণ এতে কোন স্কলার থাকবে না এবং এর কোনো ক্লাসে ফি নেওয়ার প্রশ্নই উঠবে না। এই শেষ উল্লিখিত বিষয়ে কোন জোর নেই, আইনসভার জন্য, এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তার জনগণের চাহিদাগুলি জানে এবং তার সীমাবদ্ধতা সেই জায়গাগুলিতে সীমাবদ্ধ করার অধিকারী যেখানে প্রয়োজনগুলি সবচেয়ে স্পষ্ট বলে মনে করা হয় এবং তাই, বিধিনিষেধগুলি ভৌগলিক ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে বাধ্যতামূলক ক্ষেত্রগুলিতে আরোপ করা যথেষ্ট অনুমোদিত। সংবিধানের অন্যান্য বিধান যাই হোক না কেন, এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারে বা নাও পারে, যা পরে আলোচনা করা হবে, এটি অবশ্যই অনুচ্ছেদ ১৪ কে লঙ্ঘন করে না।

একই রকম নয় এমন সমস্ত বিদ্যালয়ে বিলের একই বিধান প্রয়োগের ফলে বৈষম্যের আরও একটি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যুক্তিটি এইভাবে তৈরি করা হয়েছে: সংবিধান, এটি উল্লেখ করা হয়েছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির সাথে এটি অন্যান্য বিদ্যালয়ের সাথে যেভাবে আচরণ করে তার থেকে ভিন্নভাবে ডিল করে। এইভাবে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুলগুলিকে সংবিধানের ৩৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে অনুদান দেওয়া হয় এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সহ সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দ্বারা শুরু করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অনুচ্ছেদ ২৯ এবং ৩০ দ্বারা সুরক্ষিত। সংখ্যালঘুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির থেকে আলাদা যাদের কোন বিশেষ সুবিধা বা সুরক্ষার প্রয়োজন নেই এবং তবুও বিলটি একই শ্রেণিতে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাখার কথা বলেছে যদিও তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি একই নয় এবং অসমদের উপর সমান বোঝা চাপিয়ে দিন। ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং জাতিহীন হওয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে একই বিধানের এই নির্বিচার প্রয়োগ সমান একটি গুরুতর বৈষম্য নিয়ে আসে যা সংবিধানের সমান সুরক্ষা ধারা লঙ্ঘন করে।

এই যুক্তির সমর্থনে আমেরিকান সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা হয়েছে কাম্বারল্যান্ড কোল কো বনাম বোর্ড অফ রিভিশান (১) মামলায়। এই সিদ্ধান্ত, আমাদের রায়ে, আমাদের সামনে মামলার তথ্যের জন্য কোন প্রয়োগ নেই। সেখানে কর প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কাম্বারল্যান্ড শহরের কয়লা জমির মালিকদের মূল্যায়ন করে ৫০ শতাংশের সমতল হার প্রয়োগ করে। সম্পত্তির প্রকৃত মূল্যের উপর নয় বরং একটি কৃত্রিম মূল্যায়নের ভিত্তিতে $২৬০ প্রতি একর নির্বিচারে সমস্ত কয়লা জমিতে বরাদ্দ করা হয়েছে শহর নির্বিশেষে তাদের অবস্থানে। এটি বিতর্কিত ছিল না যে নদীর তীরে বা রেলপথের কাছাকাছি থাকা সম্পত্তির মূল্য নদীর তীরে বা রেলপথ থেকে দূরে অবস্থিত সম্পত্তির চেয়ে অনেক বেশি ছিল। কৃত্রিম মূল্যায়ন ছিল $২৬০ প্রতি একর নদী-তীর বা রেলপথের কাছাকাছি থাকা সম্পত্তির প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক কম, যেখানে নদী-তীর বা রেলপথ থেকে দূরে অবস্থিত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারিত হিসাবে প্রায় একই ছিল। মান সমান হারে কর প্রয়োগের ফল, যথা, ৫০ শতাংশ। নির্ধারিত মূল্যের উপর ছিল যে বেশি মূল্যবান সম্পত্তির মালিকদের সেই সম্পত্তিগুলির প্রকৃত মূল্যের উপর যা দিতে দায়বদ্ধ ছিল তার চেয়ে অনেক কম দিতে হয়েছিল। অতএব, মূল্যায়নের পদ্ধতিটি শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত সম্পত্তির মালিকদের অসুবিধার জন্য স্পষ্টভাবে কাজ করেছিল এবং স্পষ্টতই বৈষম্যমূলক ছিল। সেখানে বৈষম্য ছিল ট্যাক্সিং পদ্ধতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি এখানে অবস্থান নয়, কারণ উল্লিখিত বিলের বিধানগুলিতে কোনও বৈষম্য নেই এবং ফলস্বরূপ সেই সিদ্ধান্তের নীতির এই ক্ষেত্রে কোনও প্রয়োগ থাকতে পারে না। যাইহোক, এটি বিষয়টিকে শেষ করে না এবং আমরা এখনও মূল যুক্তিটি মোকাবেলা করতে পারিনি যে বিলটি বিলটি দ্বারা অর্পিত বিস্তৃত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের দিকনির্দেশনার জন্য কোনও নীতি বা নীতি নির্ধারণ করে না।

বিলের দীর্ঘ শিরোনাম এবং প্রস্তাবনা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। একটি প্রদত্ত পরিমাপের নীতি এবং উদ্দেশ্য দীর্ঘ শিরোনাম থেকে অনুমান করা যেতে পারে এবং এর প্রস্তাবনা স্বীকৃত হয়েছে

(১) (১৯৩১) ২৮৪ ইউ এস ২৩; ৭৬ এল. এড. ১৪৬, ১৫০।

এই আদালতের অনেক সিদ্ধান্তে এবং প্রস্তুত রেফারেন্স হিসাবে আমরা বিশ্বম্বর সিং বনাম উড়িষ্যা রাজ্যে (১) উদাহরণ হিসাবে আমাদের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করতে পারি। বিলটির শিরোনামে বিধৃত এবং প্রস্তাবনায় বিশদভাবে বর্ণিত বিলটির সাধারণ নীতি হল "রাজ্য জুড়ে একটি বৈচিত্র্যময় এবং ব্যাপক শিক্ষামূলক পরিষেবা প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আরও ভাল সংগঠন এবং বিকাশের ব্যবস্থা করা।" বিলের প্রতিটি ধারাকে এই নীতির আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং পড়তে হবে। তাই, যখন কোনো বিশেষ ধারা কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে কোনো বিচক্ষণতা ছেড়ে দেয় তখন বুঝতে হবে যে এই নীতিকে অগ্রসর করার উদ্দেশ্যে এবং বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য এবং বাধা না দেওয়ার জন্য এই ধরনের বিবেচনার প্রয়োগ করতে হবে। অতএব, এটা বলা ঠিক নয় যে, এই বিলের ধারাগুলির দ্বারা সরকারের উপর ছেড়ে দেওয়া বিচক্ষণতার প্রয়োগের নির্দেশনা দেওয়ার জন্য বিলের দ্বারা কোনও নীতি বা নীতি নির্ধারণ করা হয়নি। বিষয়টি অবশ্য সেখানে স্থির থাকে না। বিলের দীর্ঘ শিরোনাম এবং প্রস্তাবনা থেকে বাদ দেওয়া সাধারণ নীতিটি এর বিভিন্ন ধারায় নীতির আরও সুনির্দিষ্ট বিবৃতি দ্বারা আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। এইভাবে দফা ৩(২)-এর অধীনে সরকারের উপর অর্পিত ক্ষমতা শুধুমাত্র "সাধারণ শিক্ষা, বিশেষ শিক্ষা এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে" ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি "এই ধরনের সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে যে উপ-ধারার শিরোনাম (ক), (খ) এবং (গ) এর অধীনে তিনটি বিভিন্ন ক্ষমতা সরকারকে অর্পণ করা হয়েছে। এই বিধানগুলির স্পষ্ট অর্থ দীর্ঘ শিরোনাম এবং প্রস্তাবনা থেকে বাদ দেওয়া নীতির আলোকে এই যে অনুমতি বা স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারকে অবশ্যই এই বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হতে হবে যে এই ধরনের অনুমতি বা স্বীকৃতি প্রদান করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আরও ভাল সংগঠন ও রাষ্ট্র উন্নয়নের জন্য নিশ্চিত হবে, সাধারণ বা বিশেষ শিক্ষা প্রদান বা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সুবিধা দেবে এবং যদি তা করে তবে অনুমতি বা স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে কিন্তু যদি এটি সেই উদ্দেশ্যকে বাধা দেয় তবে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করা উচিত কিনা । এটা সত্যি যে

(১) [১৯৫৪] এস.সি. আর. ৮৪২, ৮৫৫।

উপধারা (৩)-এ "হতে পারে" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু, সংবিধি নির্মাণের সুপরিচিত নিয়ম অনুসারে, যদি উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিচক্ষণতার প্রয়োগের শর্ত পূরণ করা হয়, তাহলে সরকার তার বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য থাকবে এই ধরনের উদ্দেশ্য এবং বিচক্ষণতার স্বেচ্ছাচারী অনুশীলনের কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। [তুলনা করুন জুলিয়াস বনাম অক্সফোর্ডের লর্ড বিশপ (১")]। যদি প্রকৃতপক্ষে কোন বৈষম্য করা হয় সরকার তাহলে এই ধরনের বৈষম্য উক্ত বিল থেকে বাদ দেওয়া নীতি ও নীতির লঙ্ঘন হবে এবং আদালত তখন বিলের বিধান নয় বরং সরকারের বৈষম্যমূলক কাজকে বাতিল করবে। দফা ১৪ ক্ষণস্থায়ী, আমরা দেখতে পাই যে এর দ্বারা সরকারকে অর্পিত ক্ষমতা শুধুমাত্র তখনই প্রয়োগ করা হবে যদি এটি সরকারের কাছে প্রতীয়মান হয় যে কোনো সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের ব্যবস্থাপক তার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন এবং জনসাধারণের স্বার্থের মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এখানে আবার নীতি নির্দেশ করা হয়েছে এবং সরকারকে কোন স্বেচ্ছাচারী বা অনির্দেশিত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়নি। একইভাবে ক্ষমতা, দফা ১৫(১) এর অধীনে শুধুমাত্র তখনই প্রয়োগ করা যেতে পারে যদি সরকার সন্তুষ্ট হয় যে "রাজ্যের সাধারণ শিক্ষার মানসম্মতকরণের জন্য বা যে কোনও এলাকায় সাক্ষরতার স্তরের উন্নতির জন্য বা যে কোনও এলাকায় সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য এটি প্রয়োগ করা প্রয়োজন" বা যেকোনো শ্রেণীর শিক্ষাকে তাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য" এবং সর্বোপরি ক্ষমতার প্রয়োগ প্রয়োজন "জনস্বার্থে"। উদ্দেশ্যগুলি ভাল বা খারাপ কিনা তা আমাদের যোগ্যতার সাথে রাষ্ট্রীয় নীতির প্রশ্ন বর্তমান আলোচনায় উদ্বিগ্ন নয়। যা আমরা এখন উল্লেখ করার চেষ্টা করছি যে বিবেচনাধীন ধারাটি সেই ধারা দ্বারা প্রদত্ত অত্যন্ত বিস্তৃত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনার জন্য একটি নীতি নির্ধারণ করে। ক্ষমতার প্রয়োগ এই বিধান দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয় যে এই উপ-ধারার অধীনে কোন প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে না যদি না আইনসভার একটি প্রস্তাব দ্বারা সমর্থিত হয়

(১) (১৮৮০).৫ অ্যাপ। কাস। ২১৪।

যা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে সরকার তার ইচ্ছা বা আনন্দে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। কয়েকটি ধারা এড়িয়ে আমরা দফা ৩৬ এ আসি। দফা ৩৬ দ্বারা সরকারকে প্রদত্ত ক্ষমতা বিধি প্রণয়নের জন্য স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে "এই আইনের বিধান কার্যকর করার উদ্দেশ্যে" প্রয়োগ করা হবে। অন্য কথায়, প্রণয়ন করা বিধিগুলিকে অবশ্যই এর দীর্ঘ শিরোনাম এবং প্রস্তাবনায় বর্ণিত নীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হবে উক্ত বিলের অন্যান্য ধারার বিধানে। আরও, দফা ৩৭ এর অধীনে নিয়মগুলি প্রণীত হওয়ার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আইনসভার আগে ১৪ দিনের কম না হওয়া উচিত এবং সেগুলি যে অধিবেশনে রাখা হয় সেই অধিবেশনের সময় বিধানসভা যেরকম পরিবর্তন করতে পারে সেরকম পরিবর্তনের সাপেক্ষে থাকতে হবে৷ বিধানসভার সামনে বিধিগুলি পেশ করার পরে সেগুলি পরিবর্তন বা সংশোধন করা যেতে পারে এবং তারপরেই সংশোধিত নিয়মগুলি কার্যকর হয়৷ যদি কোন সংশোধন না করা হয় তাহলে ১৪ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নিয়ম কার্যকর হবে। এমনকি এই পরবর্তী ইভেন্টেও নিয়মগুলি তাদের কার্যকারিতা বিধানসভার নিরঙ্কুশ সম্মতির জন্য দায়ী। কেরালা রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ কৌঁসুলি মনোরম ভাষায় দাখিল করেছেন যে এখানে দুটি পর্যায়ে আইন প্রণয়ন বলে সঠিকভাবে বলা যেতে পারে এবং যে পরিমাপটি শেষ পর্যন্ত বিল এবং সংশোধনী সহ বা ছাড়াই নিয়মগুলির সমন্বয়ে আবির্ভূত হবে তা হল কণ্ঠস্বরকে প্রতিনিধিত্ব করবে আইনসভা নিজেই এবং তাই, এটা বলা যায় না যে আইন প্রণয়নের একটি অনিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা সরকারকে ভুলভাবে অর্পণ করা হয়েছে। তার আগে স্থাপিত নিয়মগুলি অনুমোদন করার ক্ষেত্রে বিধানসভা কেরালার বিধানসভা হিসাবে কাজ করে বা আইনসভার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে যা বিধানসভা এবং রাজ্যপালকে নিয়ে গঠিত, কেরালার স্থায়ী আদেশ এবং ব্যবসার নিয়মের অনুপস্থিতিতে বিধানসভা, আমরা নির্ধারণ করতে পারি তার চেয়ে বেশি। তবে আমাদের যা বলা দরকার তা হল দফা ৩৬ সহ বিলের বিভিন্ন বিধানের অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনার জন্য একটি নীতি নির্ধারণ করা ছাড়াও , কেরালা বিধানসভা, দফা ১৫ দ্বারা এবং দফা ৩৭ আরও সুরক্ষা প্রদান করেছে। এই

সংযোগ আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এই আদালত একাধিক সিদ্ধান্তে যা নির্ধারণ করেছে, যথা, বিবেচনামূলক ক্ষমতা একটি বৈষম্য নয়- প্রাকৃতিক ক্ষমতা এবং সরকার কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহারকে হালকাভাবে ধরে নেওয়া হবে না। উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য এটি আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে বেশ কয়েকটি ধারার অসাংবিধানিকতার অভিযোগ যা দুটি প্রশ্নের মধ্যে আসে যা এখন অনুচ্ছেদ ১৪ এর উপর প্রতিষ্ঠিত টিকিয়ে রাখা যাবে না। যখন আমরা দফা ১৫(১) এর বৈধতার প্রশ্নটি বিবেচনা করি তখন অবস্থানটি আরও স্পষ্ট হয়, এর জন্য, বিলের দীর্ঘ শিরোনাম এবং প্রস্তাবনা থেকে এবং সেই উপ-ধারা থেকে বাদ দেওয়া নীতি এবং নীতি ছাড়াও, এর বিধানটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে আইনসভা তার কার্যকারিতা ত্যাগ করেনি এবং যখন এটি প্রদান করেছে স্কুলের বিভাগগুলি অধিগ্রহণের জন্য সরকারের উপর একটি অত্যন্ত বিস্তৃত ক্ষমতা এটি কেবলমাত্র এই ক্ষমতাটি কেবলমাত্র ধারায় উল্লেখিত নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে না, তবে এটি প্রয়োগের উপর আরও এবং আরও কার্যকর নিয়ন্ত্রণও ক্ষমতা রেখেছে, প্রয়োজন দ্বারা যে এটি প্রয়োগ করা হবে শুধুমাত্র যদি বিধানসভা দ্বারা সরকারকে অনুমোদন করে একটি প্রস্তাব পাস করা হয়। বিলটি, আমাদের মতে, বিভাগের মধ্যে আসে (iii) রাম কৃষ্ণা দালমিয়া মামলায় (১) যেমনটি শ্রী জি এস পাঠক দাবি করেছেন কিন্তু (iv) এবং সরকার যদি নীতিমালা ও নীতি লঙ্ঘন করে বিধান প্রয়োগ করে বিলের কার্যনির্বাহী পদক্ষেপটি (v) বিভাগের অধীনে আসবে কিন্তু বিল নয় এবং সেই পদক্ষেপটি বাতিল করতে হবে। অতএব, ফলাফল হল যে বিলের কয়েকটি ধারার অবৈধতার অভিযোগ যা প্রশ্ন ১ এবং ৩ এর পরিধির মধ্যে পড়ে আইনের অনুচ্ছেদ ১৪ এর লঙ্ঘনের ভিত্তিতে অবশ্যই রোধ করা উচিত এবং ১ এবং ৩ উভয় প্রশ্নেরই আমাদের উত্তর অবশ্যই নেতিবাচক হতে হবে।

পুনঃ প্রশ্ন ২: অনুচ্ছেদ ২৯ এবং ৩০ আমাদের সংবিধানের তৃতীয় অংশে সেট করা হয়েছে যা আমাদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। তারা উপ-শিরোনাম "সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত অধিকার" এর অধীনে একত্রিত করা হয়েছে। উভয় অনুচ্ছেদের পাঠ্য এবং প্রান্তিক নোটগুলি দেখায় যে তাদের উদ্দেশ্য সেই মৌলিক অধিকারগুলি প্রদান করা

(১) [১৯৫৯] এস সি আর ২৭৯।

সম্প্রদায়ের কিছু অংশের উপর যা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গঠন করে। অনুচ্ছেদ ২৯ এর দফা (১) এর অধীনে ভারতের ভূখণ্ডে বসবাসকারী নাগরিকদের যে কোনও অংশ বা এর যে কোনও অংশের নিজস্ব একটি আলাদা ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি রয়েছে তাদের সংরক্ষণ করার অধিকার রয়েছে। এটা স্পষ্ট যে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তার ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং এর মাধ্যমে কার্যকরভাবে সংরক্ষণ করতে পারে এবং তাই, তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার তার স্বতন্ত্র ভাষা, লিপি সংরক্ষণের অধিকারের সাথে একটি প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ বা সংস্কৃতি এবং এটিই অনুচ্ছেদ ৩০(১) দ্বারা সমস্ত সংখ্যালঘুদের দেওয়া হয় যা এখানে সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই অধিকার, যাইহোক, অনুচ্ছেদ ২৯ এর দফা ২ এর যা বিধান করে যে কোনও নাগরিককে শুধুমাত্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, ভাষা বা তাদের যে কোনও কারণে রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে বা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সাহায্য গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

যত তাড়াতাড়ি আমরা অনুচ্ছেদ ৩০ (১) পৌঁছাই কেরালা রাজ্যের জন্য শেখা কৌঁসুলি তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন তুলেছে: সংখ্যালঘু কী? এটি এমন একটি শব্দ যা সংবিধানে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। এটা বলা সহজ যে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানে এমন একটি সম্প্রদায় যা সংখ্যাগতভাবে ৫০ শতাংশের কম, কিন্তু তারপরে প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া হয়নি, কারণ প্রশ্নের কিছু অংশের উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি, অর্থাৎ, ৫০ শতাংশ কি? এটা কি ৫০ শতাংশ। ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার নাকি ৫০ শতাংশ। একটি রাজ্যের জনসংখ্যা যে ইউনিয়নের একটি অংশ? এখানে দায়ের করা মামলার বিবৃতিতে কেরালা রাজ্য যে অবস্থান নিয়েছে তা নিম্নরূপ:---

"প্রশ্নের আরও একটি দিক রয়েছে যা বিবেচনার জন্য পড়ে, যথা, অনুচ্ছেদ ৩০ (১) এর অধীনে সংখ্যালঘু কি। রাজ্য দাবি করে যে খ্রিস্টানরা, যাদের একটি নির্দিষ্ট অংশ এই বিলের বিরুদ্ধে আপত্তিতে সোচ্চার যে এটি ৩০(১) অনুচ্ছেদকে অবমাননা করে, তারা রাজ্যে সংখ্যালঘু নয়।এতে কোন সন্দেহ নেই খ্রিস্টানরা সমগ্র রাজ্যে গাণিতিক সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। তারা জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ; কিন্তু এটা তা থেকে অনুসরণ করে না যে তারা ৩০ (১) অনুচ্ছেদের অর্থের মধ্যে সংখ্যালঘু গঠন করে

তারা যে যুক্তিটি করে, যদি তার যৌক্তিক উপসংহারে ঠেলে দেওয়া হয়, তার মানে দাঁড়াবে পঞ্চাশ শতাংশের নিচে গঠিত জনগণের কোনো অংশ জনসংখ্যার একটি সংখ্যালঘু হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা উচিত এবং যেমন মোকাবেলা করা উচিত।

খ্রিস্টানরা কেরালা রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায় গঠন করে; তবে তারা রাজ্যের নির্দিষ্ট এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় গঠন করে। মুসলমানরা রাজ্যের তৃতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায়, মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-সপ্তমাংশ। তবে, তারা রাজ্যের কিছু অন্যান্য এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় গঠন করে। (আই এল আর (১৯৫১) ৩ আসাম ৩৮৪-এ বলা হয়েছিল যে ব্যক্তিরা যারা সংখ্যালঘু বলে অভিযোগ করা হয় তাদের অবশ্যই সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলে সংখ্যালঘু হতে হবে যেখানে জড়িত প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত)।"

তাই কেরালা রাজ্য দাবি করে যে একটি সংখ্যালঘু গঠন করার জন্য যেটি সংখ্যালঘুদের জন্য নিশ্চিত মৌলিক অধিকার দাবি করতে পারে অনুচ্ছেদ ২৯ (১) এবং ৩০ (১) দ্বারা ব্যক্তিকে অবশ্যই সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলে সংখ্যালঘু হতে হবে 'যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রশ্নবিদ্ধ বা অবস্থান করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে৷ একটু প্রতিফলন একবারে দেখাবে যে এটি একটি সন্তোষজনক পরীক্ষা নয়৷ কোথায় লাইন টানতে হবে এবং কোন এককটি নিতে হবে? আমরা কি আমাদের ইউনিট হিসাবে একটি জেলা, বা একটি মহকুমা বা একটি তালুক বা একটি শহর বা এর শহরতলির বা একটি পৌরসভা বা তার ওয়ার্ডগুলিকে গ্রহণ করব? এটা সুপরিচিত যে অনেক শহরে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা শহরের একটি শহরতলী বা পৌরসভার একটি ওয়ার্ডে একত্রিত হয়৷ এইভাবে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বা খ্রিস্টান বা মুসলমানরা একটি শহরের একটি নির্দিষ্ট শহরতলিতে বা নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে জমায়েত হতে পারে একটি পৌরসভা এবং তারা সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারে। কেরালা রাজ্যের জন্য বিদ্বান পরামর্শের যুক্তি অনুসারে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বা সেই এলাকার খ্রিস্টান বা মুসলমানরা, একটি ইউনিট হিসাবে নেওয়া, বিবেচনাধীন অনুচ্ছেদগুলির অর্থের মধ্যে একটি "সংখ্যালঘু" হবে না এবং তাই হবে না, সেই এলাকায় তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারী হবেন, তবে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সদস্যদের কেউ যদি একই শহরের অন্য শহরতলিতে বা একই পৌরসভার অন্য ওয়ার্ডে বসবাস করেন

এবং তাদের সংখ্যা সেখানে বসবাসকারী অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের তুলনায় কম হবে, তাহলে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সদস্যরা ২৯ এবং ৩০ অনুচ্ছেদের অর্থে সংখ্যালঘু হবে এবং সেই এলাকায় তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারী হবে। একইভাবে করোলবাগে বসবাসকারী তামিলিয়ানরা, যদি তারা করোলবাগে বসবাসকারী অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের তুলনায় সংখ্যায় বেশি হয়, তবে তারা করোলবাগে একটি তামিলিয়ান স্কুল প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারী হবে না, যেখানে তামিলিয়ানরা বলছেন, দরিয়াগঞ্জ যেখানে তারা বসবাস করছেন, দরিয়াগঞ্জে বসবাসকারী অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের তুলনায় কম সংখ্যায় হতে পারে ২৯ এবং ৩০ অনুচ্ছেদের অর্থের মধ্যে একটি সংখ্যালঘু বা অংশ হবে। আবার বিহারী শ্রমিকরা যারা কলকাতায় বা তার কাছাকাছি শিল্প এলাকায় বসবাস করে যেখানে তারা সেই এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারে তারা সংখ্যালঘু অধিকার পাওয়ার অধিকারী হবে না এবং সেই বিহারীদের তাদের পছন্দের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দিতে শিক্ষা থাকবে না, যদিও আমরা সমগ্র কলকাতা শহর বা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে একটি ইউনিট হিসাবে নিলে তারা সংখ্যাগতভাবে সংখ্যালঘু। তেমনি বাঙালিরাও বিহারের একটি শহরে একটি নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে বসবাসকারী যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারে তারা তাদের ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকারী হবে না বাংলায় শিক্ষা। এগুলি নিঃসন্দেহে চরম দৃষ্টান্ত, তবে এগুলি কেরালা রাজ্যের বিজ্ঞ কৌঁসুলি দ্বারা অগ্রসর হওয়া মামলার এই অংশের যুক্তিতে অন্তর্নিহিত ভ্রান্তি বের করে আনতে কাজ করে৷ ৩৫০-ক অনুচ্ছেদে রেফারেন্স করা হয়েছে এই যুক্তির সমর্থনে যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে একটি ইউনিট হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। উপরে দেওয়া চিত্রগুলি সেই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। আরও এই ধরনের নির্মাণের জন্য "তাদের এখতিয়ারের মধ্যে" শব্দের পরে "সংখ্যালঘু গোষ্ঠী" শব্দগুলি যুক্ত করা প্রয়োজন হবে৷ সেই অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটিও এই জাতীয় যুক্তির বিপরীতে চলে বলে মনে হয়৷ তবে এই ক্ষেত্রে আমাদের আরও বেশি যেতে হবে না বিষয়টি এবং একটি আলোচনায় প্রবেশ কর এবং সংবিধানের সপ্তম তফসিলের তালিকা ॥-এর ১১ নম্বর আইটেম হিসাবে শিক্ষা একটি রাজ্যের বিষয় হচ্ছে কিনা তা শুধুমাত্র তালিকার ৬২, ৬৩, ৬৪ এবং ৬৬ এন্ট্রির বিধানের। এর অধীন এবং

তালিকা III-এর ২৫ নম্বর এন্ট্রি, একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সব পরিস্থিতিতে এবং সেই রাজ্যের সমস্ত আইনের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা উচিত সমগ্র রাজ্যের জনসংখ্যা বা এটি শুধুমাত্র রাজ্যের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা উচিত যখন সমগ্র রাজ্যে প্রসারিত একটি আইনের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হয় বা এটি একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা উচিত যখন আইনের অধীনে আক্রমণ শুধুমাত্র সেই এলাকার জন্য প্রযোজ্য, আগে বিলের জন্য আমরা কেরালা রাজ্যের সমগ্র অংশে বিস্তৃত এবং এর ফলে সংখ্যালঘুকে সেই রাজ্যের সমগ্র জনসংখ্যার রেফারেন্স দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে। খ্রিস্টান, মুসলমান এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা অবশ্যই কেরালা রাজ্যে সংখ্যালঘু হবে। এটা স্বীকার করা হয় যে কেরালায় মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১,৪২,০০,০০০ জন সেখানে মাত্র ৩৪,০০,০০০ খ্রিস্টান এবং ২৫,০০,০০০ মুসলমান রয়েছে। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ত্রাভান-কোর-কোচিন রাজ্যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১১,৯৯০। আমরা জোর দিতে পারি যে প্রশ্ন ২ নিজেই এগিয়ে যায় এই ভিত্তিতে কেরালা সংখ্যালঘুরা আছে অনুচ্ছেদ ৩০ (১) দ্বারা প্রদত্ত অধিকারের অধিকারী এবং,কঠোরভাবে বলতে গেলে, প্রশ্ন ২ এর উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন নেই একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানে কি বা হিসাবে অনুসন্ধান এটা কিভাবে নিশ্চিত করা হয়।

আমরা এখন আমাদের সামনে ক্যানভাস করা মূল বিষয়ে চলে যাই, যথা, ৩০(১) অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত অধিকারের সুযোগ এবং পরিধি কী। মামলার এই অংশের মূল যুক্তির সাথে আঁকড়ে ধরার আগে, আমরা কেরালা রাজ্যের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা উত্থাপিত একটি ছোটখাটো বিষয় নিয়ে কাজ করতে পারি। তিনি দাবি করেন যে তিনটি শর্ত রয়েছে যা ৩০(১) অনুচ্ছেদের সুরক্ষা এবং বিশেষাধিকারের আগে অবশ্যই পূরণ করতে হবে দাবি করা যেতে পারে, যথা, (১) একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থাকতে হবে, (২) সেই সম্প্রদায়ের এক বা একাধিক সদস্যের উচিত, সংবিধান প্রবর্তনের পরে, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অধিকার প্রয়োগ করার চেষ্টা করা। তার বা তাদের পছন্দের প্রতিষ্ঠান, এবং (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবশ্যই তার বা তাদের সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। উপরে উল্লিখিত পরীক্ষা অনুসারে আমরা ইতিমধ্যেই নির্ধারণ করেছি যে, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, খ্রিস্টান এবং মুসলমানরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

কেরালা রাজ্যে। আমরা মনে করি না যে ৩০(১) অনুচ্ছেদের সুরক্ষা এবং বিশেষাধিকার শুধুমাত্র আমাদের সংবিধান কার্যকর হওয়ার তারিখের পরে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রসারিত হবে বা যা পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে যে কোন এক বা একাধিক সদস্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংবিধানের সূচনার আগে এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ৩০(১) অনুচ্ছেদের সুবিধার অধিকারী হবে না। এই যুক্তির ভ্রান্তিটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সাথে সাথেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা অনুচ্ছেদ ১৯(১)(ছ) এর দিকে মনোযোগ দিই যা, স্পষ্টতই যথেষ্ট, একটি ব্যবসা, পেশা বা পেশার ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য যা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং যেগুলি শুরু করা যেতে পারে এবং সংবিধানের সূচনা পরে বাহিত। অনুচ্ছেদ ৩০(১) এর সুবিধার কারণ নেই শুধুমাত্র সংবিধান প্রবর্তনের পর স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। ৩০(১) অনুচ্ছেদে নিযুক্ত ভাষা প্রাক-সংবিধান এবং সংবিধান-পরবর্তী উভয় প্রতিষ্ঠানকে আচ্ছাদিত করার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত। এটা উপেক্ষা করা উচিত নয় যে অনুচ্ছেদ ৩০(১) সংখ্যালঘুদের দুটি অধিকার দেয়, যথা, (ক) তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা এবং (খ) পরিচালনা করা। দ্বিতীয় অধিকারটি স্পষ্টভাবে প্রাক-সাংবিধানিক স্কুলগুলিকে আগের মতোই আচ্ছাদিত করে শুধুমাত্র অনুচ্ছেদ ২৬ প্রাক-সাংবিধানিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বজায় রাখার অধিকার আচ্ছাদিত করে তাই। উপরে উল্লিখিত তৃতীয় শর্তের হিসাবে, যুক্তিটি তার যৌক্তিক উপসংহারে পৌঁছেছে যে যদি অন্য কোনও সম্প্রদায়ের একক সদস্যকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়, তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায় বিশেষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২৯(২) অনুচ্ছেদে একটি রেফারেন্স দ্বারা যুক্তিটিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হয়েছে। বলা হয় যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা রাষ্ট্রের তহবিল থেকে কোনো সাহায্য চায় না, তার সুবিধার জন্য এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন একটি সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোনো সম্প্রদায়ের একজন পণ্ডিতকে ভর্তি করার প্রয়োজন নেই কিন্তু যত তাড়াতাড়ি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সাহায্য চায় এবং পায় অনুচ্ছেদ ২৯(২) এ শুধুমাত্র ধর্ম, জাতি, বর্ণের ভিত্তিতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের ভর্তি থেকে বিরত থাকবে

ভাষা বা তাদের যেকোন একটি এবং ফলস্বরূপ এটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পছন্দের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বিলুপ্ত হবে যা এটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এই যুক্তিটি আমাদের কাছে অনুচ্ছেদের ভাষা দ্বারা নিশ্চিত বলে মনে হয় না। ৩০(১) অনুচ্ছেদে এমন কোন সীমাবদ্ধতা নেই এবং এই সীমাবদ্ধতা মেনে নেওয়ার জন্য অবশ্যই অনুচ্ছেদে "তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের জন্য" শব্দগুলি যুক্ত করা হবে যা সাধারণত ব্যাখ্যার সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে অনুমোদিত নয়। বা এটা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত যে ২৯(২) অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজ্যের কাছ থেকে পাওয়া সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা। একটি সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে যে প্রতিষ্ঠান সাহায্য গ্রহণ করে, শুধুমাত্র সেখানে উল্লিখিত ভিত্তিতে অন্য কোনো সম্প্রদায়ের কোনো সদস্যকে ভর্তি করতে অস্বীকার করা উচিত নয় এবং তারপরে বলতে হবে যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান এই ধরনের বহিরাগতকে ভর্তি করা মাত্রই এটি একটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসাবে বন্ধ হয়ে যাবে এই কথা বলার সমতুল্য যে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলি, সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসাবে, কোন সাহায্যের অধিকারী হবে না। অনুচ্ছেদ ২৯(২) এবং অনুচ্ছেদ ৩০(১) এর আসল আমদানি আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে তারা স্পষ্টভাবে একটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবছে যাতে বহিরাগতদের ভর্তি করা হয়। এতে একজন অ-সদস্যকে ভর্তি করার মাধ্যমে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান তার চরিত্র নষ্ট করে না এবং সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান থেকে বিরত থাকে। প্রকৃতপক্ষে একটি সংখ্যালঘুর স্বতন্ত্র ভাষা, লিপি এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যটি বিশেষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অ-সদস্যদের মধ্যে প্রচারের মাধ্যমে আরও ভালভাবে পরিবেশন করা যেতে পারে। আমাদের মতে, এই শর্তটি সংবিধানের ৩০(১)অনুচ্ছেদে পড়া সম্ভব নয় ।

উপরে উল্লিখিত ছোটখাটো পয়েন্টের নিষ্পত্তি করার পরে, আমরা এখন ৩০(১) অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমাদের সামনে অগ্রসর মূল যুক্তিটি গ্রহণ করি। লক্ষণীয় প্রথম বিষয় হল যে অনুচ্ছেদটি শুধুমাত্র ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নয়, ভাষাগত সংখ্যালঘুদেরও কিছু অধিকার দেয়। পরবর্তী স্থানে, এই ধরনের সংখ্যালঘুদের প্রদত্ত অধিকার হল তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা। এটা বলে না যে ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের শুধুমাত্র ধর্ম শেখানোর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত, বা ভাষাগত সংখ্যালঘুদের

শুধুমাত্র তাদের ভাষা শিক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অধিকার থাকতে হবে। অনুচ্ছেদটি যা বলে এবং মানে তা হল ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অধিকার থাকতে হবে। এই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে বিষয়গুলি পড়ানো হবে তার উপর কোনও সীমাবদ্ধতা নেই: এই ধরনের সংখ্যালঘুরা সাধারণত চাইবে যে তাদের সন্তানদের সঠিকভাবে এবং দক্ষতার সাথে বেড়ে উঠতে হবে এবং উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য যোগ্য হতে হবে এবং এই ধরনের বুদ্ধিজীবী দিয়ে সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত বিশ্বে চলে যেতে হবে, সরকারী পরিষেবাগুলিতে প্রবেশের জন্য তাদের উপযোগী করে প্রাপ্তিগুলি, তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি অবশ্যই সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। অন্য কথায়, অনুচ্ছেদটি তাদের পছন্দের উপর ছেড়ে দেয় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য যা উভয় উদ্দেশ্য পূরণ করবে, যথা, তাদের ধর্ম, ভাষা বা সংস্কৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্য এবং তাদের সন্তানদের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ, ভাল সাধারণ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য পরবর্তী বিষয় হল যে অনুচ্ছেদটি, পরিপ্রেক্ষিতে, ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে সমস্ত সংখ্যালঘুদের দুটি অধিকার দেয়, যথা, প্রতিষ্ঠার অধিকার এবং তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার। বিবেচনাধীন অনুচ্ছেদের প্রকৃত অর্থ এবং তাৎপর্য বোঝার চাবিকাঠি হল "তাদের নিজস্ব পছন্দের" শব্দ। বলা হয় যে প্রভাবশালী শব্দটি হল "পছন্দ" এবং সেই অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তুটি নির্দিষ্ট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পছন্দের মতো বিস্তৃত। ৩০(১) অনুচ্ছেদের দ্বারা প্রদত্ত অধিকারের পরিধি তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করে নির্ধারণ করতে হবে। যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত হয় বা সেই অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত অধিকার প্রয়োগের জন্য তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত হয় সেগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে, যথা, (১) যেগুলি রাষ্ট্র কোনও এর সাহায্য বা স্বীকৃতি চায় না (২) যারা সাহায্য চায়, এবং (৩) যারা শুধুমাত্র স্বীকৃতি চায় কিন্তু সাহায্য চায় না।

যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রথম শ্রেণীর মধ্যে আসে, সেগুলি হল, বিলের ৩৮ দফা দ্বারা, বাইরে

বিলের পরিধি এবং, কেরালা রাজ্যের বিজ্ঞ কৌঁসুলির মতে, বিলের অধীনে তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই করা যাবে না। ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের অধিকার রয়েছে এবং তারা বলতে পারে, বিদগ্ধ পরামর্শদাতা, বিলের দ্বারা বাধা ছাড়াই তাদের হৃদয়ের বিষয়বস্তুর অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। বিলের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিদগ্ধ কাউন্সেল, অন্যদিকে, বিলের দফা ২৬ এর দিকে নির্দেশ করে কোন রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বর্তমান বা ভবিষ্যত, যেগুলি প্রথম শ্রেণীর মধ্যে আসে, যদি বাধ্যতামূলক একটি এলাকায় অবস্থিত হয় তবে তাদের পণ্ডিতদের অভাবে বন্ধ করতে হবে, কারণ এই অঞ্চলের মধ্যে বসবাসকারী সকল অভিভাবক, দফা ২৬ দ্বারা, নির্দেশিত, শাস্তির ব্যথা দফা ২৮ দ্বারা প্রদত্ত, তাদের ওয়ার্ডগুলিকে শুধুমাত্র সরকারী স্কুল বা বেসরকারী স্কুলগুলিতে পাঠাতে যা সংজ্ঞা অনুসারে, সাহায্যপ্রাপ্ত বা স্বীকৃত স্কুল। দফা ২৬, এটিকে অনুরোধ করা হয়, সংক্ষিপ্ত করে এবং প্রকৃতপক্ষে ৩০(১) অনুচ্ছেদ দ্বারা সংখ্যালঘুদের প্রদত্ত মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয় এবং তাই অসাংবিধানিক। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথম শ্রেণীর মধ্যে আসছে, সেগুলিকে সাহায্য করা হচ্ছে না বা স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না, দফা ৩৮ দ্বারা , প্রাথমিকভাবে বিলের আওতার বাইরে। প্রশ্নে উল্লিখিত সহ বিলের কোন বিধান তাদের জন্য প্রযোজ্য নয় এবং সেই অনুযায়ী তাদের দ্বারা উত্থাপন করা চাওয়া বিষয়, যথা, বিলের দফা ২৬ দ্বারা ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের অধিকার লঙঘন প্রশ্ন ২ এর পরিধির মধ্যে আসে না এবং আমরা বর্তমান রেফারেন্সে সেই বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ করতে পারি না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বিষয়ে, আমাদের এটিকে দুটি শ্রেণীতে উপ-বিভক্ত করতে হবে, যথা, (ক) যেগুলি সংবিধান দ্বারা স্বয়ং স্পষ্টভাবে অনুদান পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এবং (খ) যেগুলি অনুদান পাওয়ার যোগ্য নয় সংবিধানের কোনো স্পষ্ট বিধানের গুণাবলী কিন্তু, তবুও, সাহায্য পেতে চাই।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি উপ-শ্রেণি (ক) এর মধ্যে আসে। একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানকে ৩৬৬(২) অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় হল ভারতের একটি সুপরিচিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যা ধর্মের পাশাপাশি ভাষার ভিত্তিতে এবং স্বীকৃত হয়েছে

যেমনটি এই আদালত দ্বারা দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম বোম্বে এডুকেশন সোসাইটি (১) দ্বারা। শ্রী ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনি যে পরিসংখ্যান নিয়ে আমাদের সামনে প্রতিনিধিত্ব করেছেন এমন দুটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান প্রতিষ্ঠানের দায়ের করা মামলার বিবৃতিতে বর্ণিত পরিসংখ্যান অনুসারে, ভারতে ২৬৮টি স্বীকৃত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুল রয়েছে যার মধ্যে দশটি হল কেরালা রাজ্যে। ১৯৪৮ সালের আগে প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সেই সময়ে সরকারের কাছ থেকে অনুদান পেত। অনুচ্ছেদ ৩৩৭, সম্ভবত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং তাদের ভবিষ্যত সুস্থতার জন্য তাদের স্বাভাবিক ভয় দূর করার জন্য, দশ বছরের জন্য এই অনুগ্রহ সংরক্ষণ করা হয়েছিল। সেই অনুচ্ছেদ অনুসারে সমস্ত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেগুলি শেষ হওয়া আর্থিক বছর পর্যন্ত অনুদান পেয়েছিল মার্চ ৩১, ১৯৪৮ সালে, একই অনুদান পেতে থাকবে ত্রিবার্ষিক দশ শতাংশ হ্রাস সাপেক্ষে। দশ বছরের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনুদান, যে পরিমাণে এটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের জন্য একটি বিশেষ ছাড়, তা বন্ধ করা উচিত। দ্বিতীয় শর্তে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য বার্ষিক ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। একইভাবে অনুচ্ছেদ ২৯ (২) অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে বিধান করে যে, শুধুমাত্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, ভাষা বা তাদের যেকোনো একটির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সাহায্য গ্রহণকারী কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো নাগরিককে ভর্তি হতে বঞ্চিত করা হবে না। এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য পাওয়ার অধিকারের একমাত্র সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা। দুটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুলের পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ কৌঁসুলি বিবাদ করেছেন যে কেরালা রাজ্য ৩৩৭ অনুচ্ছেদের বিধানগুলি বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে কেরালা রাজ্যের দায়ের করা মামলার বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে সমস্ত খ্রিস্টান স্কুলগুলি সেই রাজ্যের দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয় এবং তাই, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুলগুলি, খ্রিস্টান স্কুলও হওয়া সত্ত্বেও, রাজ্যের কাছ থেকে এতদিন পেয়ে আসছে। কেরালা অনুদান যা তারা ৩৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে পাওয়ার অধিকারী। তাদের অভিযোগ হল যে পরিচয় করিয়ে দিয়ে

(১) [১৯৫৫] ১ এস সি আর ৫৬৮, ৫৮৩।

এই বিলটি কেরালা রাজ্য এখন আরোপ করতে চাইছে, অনুচ্ছেদ ৩৩৭ এবং অনুচ্ছেদ ২৯ (২), এর দ্বিতীয় বিধানে উল্লিখিত সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতাগুলি ছাড়াও, আরও এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এই অনুদানের জন্য আরও কঠিন শর্ত, যদিও এই অনুদানের তাদের সাংবিধানিক অধিকার এখনও বহাল রয়েছে। রাজ্য স্পষ্টভাবে তাদের জন্য দফা ৮ (৩), এবং ৯ থেকে ১৩ এর কঠোর বিধান প্রয়োগ করছে ছাড়াও অন্যান্য ধারা ৩(৫) দ্বারা আকৃষ্ট বিল কমানো এবং, তাদের অনুযায়ী, সম্পূর্ণরূপে কেড়ে নিচ্ছে, অনুদানের মূল্য হিসাবে তাদের নিজস্ব বিষয়গুলি পরিচালনা করার তাদের সাংবিধানিক অধিকার যা অনুচ্ছেদ ৩৩৭ এর অধীনে রয়েছে, সেই অনুচ্ছেদ এবং অনুচ্ছেদ ২৯ (২) এর দ্বিতীয় শর্তে উল্লিখিত পরিমাণ ব্যতীত তারা নিঃশর্তভাবে অধিকারী। কেরালা রাজ্যের জন্য শেখা কৌঁসুলি গুরুতরভাবে বিরোধ করেন না, কারণ প্রকৃতপক্ষে তিনি ন্যায্যভাবে করতে পারেন না, যা অনুচ্ছেদ ৩৩৭ এর অধীনে অনুদান পর্যন্ত উদ্বিগ্ন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি এই ধরনের অনুদানের সাথে কোনও নতুন স্ট্রিং সংযুক্ত না করেই এটি পাওয়ার অধিকারী, যদিও তিনি অলসভাবে পরামর্শ দেন যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি অনুচ্ছেদ ৩৩৭ এর অধীনে প্রাপ্ত অনুদান বিলে ব্যবহৃত শব্দের অর্থের মধ্যে কঠোরভাবে "সহায়তা" বলা নয়। আমরা তার যুক্তির সেই অংশটিকে উপযুক্ত বলে মেনে নিতে পারছি না। বিলে "সহায়তা" শব্দটি সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। তদনুসারে আমাদের অবশ্যই এই সহজ ইংরেজি শব্দটিকে এর সাধারণ এবং স্বাভাবিক অর্থ দিতে হবে। এটি পাস করার ক্ষেত্রে, উল্লেখ্য যে যদিও "অনুদান" শব্দটি অনুচ্ছেদ ৩৩৭ এ ব্যবহৃত হয়েছে "সাহায্য" শব্দটি অনুচ্ছেদ ২৯ (২) এ ব্যবহৃত হয় এবং অনুচ্ছেদ ৩০ (২), কিন্তু এই দুটি প্রবন্ধে "সাহায্য" শব্দটি ৩৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে "অনুদান" কভার করবে এমন কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। উল্লিখিত বিলটি পাশ হওয়ার আগে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পূর্বে মাদ্রাজ বা ত্রাভাঙ্কোর-কোচিন রাজ্য থেকে এবং বর্তমান নতুন রাজ্য কেরালা থেকে এর গঠনের পরে অনুগ্রহ লাভ করে। পরিস্থিতিতে, অনুচ্ছেদ ৩৩৭ এর অধীনে অনুদান হিসাবে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা প্রাপ্ত পরিমাণ কে অবশ্যই "সহায়তা" হিসাবে বোঝাতে হবে উল্লিখিত বিলের অর্থের মধ্যে এবং এই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ৩৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদেয় এই অনুদানের প্রাপ্তিকে সেই অনুযায়ী "সহায়তাপ্রাপ্ত বিদ্যালয়" হিসাবে গণ্য করতে হবে

ধারা ২ এর উপধারা (১) এবং (৬)-এ সংজ্ঞার অর্থের মধ্যে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য এই অনুদানের পূর্ববর্তী নতুন বা অতিরিক্ত শর্ত হিসাবে কঠোর শর্তাবলী আরোপ করা, অতএব, শুধুমাত্র ৩৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে নয় কিন্তু ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে ও তাদের অধিকার লঙ্ঘন করবে। যদি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বিলের বিধান দ্বারা নির্ধারিত শর্তাদি ব্যতীত যে অনুদান পাওয়ার অধিকারী তা পেতে না পারে তবে, যদি তারা ৩০(১) অনুচ্ছেদ দ্বারা তাদের নিশ্চিত করা প্রশাসনের অধিকারের উপর জোর দেয় তাদের দফা ৩(৪)-এর বিধানের অধীনে তাদের বিকল্প ব্যবহার করতে হবে এবং সেখানে উল্লিখিত কিছু শর্ত সাপেক্ষে শুধুমাত্র স্বীকৃতি দিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন যা তাদের প্রশাসনের অধিকারের উপর একটি বিরক্তিকর এবং অসহনীয় সীমাবদ্ধতাও হতে পারে। কিন্তু আসল কথা হল যে আধুনিক সময়ে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রীয় সাহায্য ছাড়া টিকে থাকতে পারে না এবং দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে না এবং তাই, তাদের প্রতিষ্ঠানগুলি চালিয়ে যেতে তাদের সাহায্য চাইতে হবে এবং কার্যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার তাদের সাংবিধানিক অধিকার সমর্পণ করতে হবে তাদের পছন্দের। এইক্ষেত্রে, তারা, আমাদের মতে, বৈধভাবে অভিযোগ করতে পারে যে ৩৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে অনুদান যতদূর উদ্বিগ্ন, প্রশ্ন ২ এ উল্লিখিত বিলের ধারাগুলির বিধানগুলি বস্তুগতভাবে কাজ করে এবং ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের মৌলিক অধিকারগুলিকে লঙ্ঘন করে এবং সেই পরিমাণ অকার্যকর। কেরালা রাজ্যের বিজ্ঞ কৌঁসুলির দ্বারা অনুরোধ করা হয়েছে যে নিয়ম প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত এই আদালতের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করা উচিত কিন্তু যদি বিলের বিধানগুলি বাহ্যত ঘৃণ্য হয় তবে কোনও নিয়ম সেই ত্রুটিটি নিরাময় করতে পারে না। বা আমরা মনে করি না যে কেরালার বিদ্বান কৌঁসুলি দ্বারা অগ্রসর হওয়া যুক্তিতে কোনও সারমর্ম আছে যে এই বিলটি নতুন কিছু প্রবর্তন করেনি এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুলগুলি শিক্ষা আইনের এবং ত্রাভাঙ্কোর বা কোচিন বা মাদ্রাজের কোডের অধীনে যা জমা দিয়েছে তার বাইরে কিছুর শিকার হচ্ছে না। ১৯৪৫ সালে বা ১৯৪৭ যখন এই আইন এবং কোডগুলি কার্যকর হয়েছিল তখন কোনও মৌলিক অধিকার ছিল না এবং কেবলমাত্র এটির প্রয়োগ না করার কারণে মৌলিক অধিকারের কোনও ক্ষতি হতে পারে না। এখানে 'এস্টপেলের' কোন মামলা নেই, ধরে নিলাম যে সেখানে 'এস্টপেল' হতে পারে

সংবিধান এর বিরুদ্ধে। অতএব, কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ৩৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের অনুদান পাওয়ার অধিকারী কঠোর শর্তের শিকার হচ্ছে এবং উল্লিখিত বিলের বিধানগুলি যা বৈধভাবে প্রশ্ন ২-এর মধ্যে আসে যা আমাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে শুধুমাত্র ৩৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের অধিকার লঙঘন করে না, ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের অধিকারও লঙঘন করে যাতে তারা কার্যকরভাবে সেই অধিকারগুলি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকে। এটা মনে রাখা উচিত যে কোন পরিমাপ বা বিধানের সাংবিধানিক বৈধতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের উপর এর প্রকৃত প্রভাব এবং প্রভাব অবশ্যই থাকতে হবে। রশিদ আহমদ বনাম মিউনিসিপাল বোর্ড কাইরানার মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলি দেখুন (১), মো. ইয়াসিন বনাম টাউন এরিয়া কমিটি, জালালাবাদের মামলা (২) এবং দ্য স্টেট অফ বম্বে বনাম বোম্বে এডুকেশন সোসাইটির মামলা (৩) এ।

কেরালা রাজ্যের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী পরবর্তীতে অনুরোধ করেন যে প্রত্যেকটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৩৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে যা পাওয়ার অধিকারী তার থেকে অনেক বেশি পাচ্ছে এবং সেই অনুসারে, এই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ৩৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের পাওনা থেকে বেশি পাচ্ছে , অতিরিক্ত হিসাবে, তারা ১৯৪৮ সালের পরে শুরু হওয়া অন্যান্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো একই অবস্থানে এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাদের সংবিধানের কোনও স্পষ্ট বিধানের অধীনে সাহায্য করার অধিকার নেই তবে তারা প্রাপ্তির অধিকারী। এটি আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নিয়ে যায় যেগুলি উপরে উল্লিখিত সাব-ক্যাটাগরির (খ) মধ্যে পড়ে, যেমন, যে সকল প্রতিষ্ঠান কোন এক্সপ্রেসের ভিত্তিতে কোন সাহায্যের অনুদান পাওয়ার অধিকারী নয় সংবিধানের বিধানের কিন্তু, তা সত্ত্বেও, রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য পেতে চায়।

আমরা ইতিমধ্যে যে সংবিধানের ৩৩৭ অনুচ্ছেদে দেখেছি ১৯৪৮ সালের আগে প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ বিধান করে।

(১) [১৯৫০] এস সি আর ৫৬৬, ৫৭১। (২) [১৯৫২] এস সি আর ৫৭২, ৫৭৭।

(৩) [১৯৫৫] ১ এস সি আর ৫৬৮, ৫৮৩।

১৯৪৮ সালের পরে সেখানে কোন সাংবিধানিক বিধান নেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে সহায়তা প্রদানের জন্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় বা অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দ্বারা যে কোনো সময়ে প্রতিষ্ঠিত । অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা এমনকি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের ১৯৪৮-পরবর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রাজ্যের কাছ থেকে কোনো অনুদান পাওয়ার কোনো সাংবিধানিক, মৌলিক বা অন্যথায় অধিকার নেই। যাইহোক, এটি সর্বজনবিদিত যে আধুনিক সময়ে আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সঠিকভাবে এবং দক্ষতার সাথে চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তাগুলি যথেষ্ট ব্যয়ের প্রয়োজন হয় যা পণ্ডিতদের কাছ থেকে সংগৃহীত ফি এবং প্রাইভেট এন্ডোমেন্ট দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করা যায় না যা পর্যাপ্ত নয় এবং তাই , রাষ্ট্রের যথেষ্ট সাহায্য ছাড়া কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দক্ষতা ও উপযোগিতার অবস্থায় রাখা যাবে না। ধারা ২৮(৩), ২৯(২) এবং ৩০(২) রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সাহায্য গ্রহণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুমান করে৷ বিলে এখন বিবেচনাধীন কেরালা রাজ্যও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য দেওয়ার কথা ভাবছে৷ উল্লিখিত বিলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদানের পূর্ববর্তী শর্ত হিসেবে কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়েছে৷ বিলের বিধানগুলি ইতিমধ্যে এই মতামতের পূর্ববর্তী অংশে বিশদভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এবং পুনঃকথন করার প্রয়োজন নেই। এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে উল্লিখিত বিলটি আইনে পরিণত হলে, রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ক্লাসে দেওয়া শর্তাবলী পূরণ করতে হবে ধারা ৩ , ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০,১১, ১২, ১৪, ১৫ এবং ২০ অনুযায়ী। ধারা ৩৬ সরকারকে বেসরকারী স্কুলগুলিতে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়৷ বিলের বিরোধিতাকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী অভিযোগ করেন যে এই ধারাগুলি তাদের ক্লায়েন্টদের কার্যত তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অনুচ্ছেদ ৩০(১) এর মধ্যে।

তাদের অভিযোগ এইভাবে বলা হয়েছে: একটি স্কুলের প্রশাসনের অধিকারের সারাংশ হল শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মীদের নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ এবং বরখাস্ত করার ক্ষমতা। কিন্তু উল্লিখিত বিলের অধীনে এ ধরনের ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা কার্যত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এইভাবে ম্যানেজারকে অবশ্যই বার্ষিক বিবৃতি জমা দিতে হবে (দফা ৫)। সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির স্থায়ী সম্পত্তি হিমায়িত করা হয়েছে এবং অনুমোদিত অফিসারের অনুমতি ছাড়া মোকাবিলা করা যাবে না (দফা ৬)। এমন শিক্ষা সংস্থা নেই যা একটি সাহায্যপ্রাপ্ত

স্কুলের তার পছন্দের একজন ম্যানেজার নিয়োগ করতে পারে এবং ম্যানেজার সম্পূর্ণরূপে অনুমোদিত অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকে, কারণ তাকে যেভাবে করতে বলা হয়েছে সেভাবে তাকে হিসাব রাখতে হবে এবং সেগুলির পর্যায়ক্রমিক পরিদর্শন করতে হবে এবং স্কুল বন্ধ হওয়ার সময় হিসাব অবশ্যই অনুমোদিত অফিসারের কাছে জমা দিতে হবে (দফা ৭)। সংগৃহীত সমস্ত ফি সরকারকে জমা দিতে হবে (দফা ৮ (৩)। শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার কাজটি সরকার গ্রহণ করবে (দফা ৯)। সরকার শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ধারণ করবে (দফা ১০)। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের পছন্দের একজন শিক্ষক নিয়োগ করতে পারে না, তবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন (দফা ১১) দ্বারা নিষ্পত্তি করা প্যানেলের বাইরের ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তার পূর্ববর্তী অনুমোদন ছাড়া শিক্ষককে বরখাস্ত, অপসারণ, হ্রাস বা এমনকি বরখাস্তও করতে পারবেন না (দফা ১২)। সরকার কিছু বিষয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিতে পারে এবং তারপর এটি সরাসরি অর্জন করতে পারে (দফা ১৪) এবং এটি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলটিও অর্জন করতে পারে, আবার কিছু বিষয়ে সন্তুষ্টির জন্য যার উপর বিভিন্ন মতামত উপভোগ করা সহজে সম্ভব (দফা ১৫)। দফা ২০ অস্থায়ীভাবে একটি প্রাইভেট স্কুলকে, যার অর্থ একটি সাহায্যপ্রাপ্ত বা স্বীকৃত স্কুল, প্রাথমিক ক্লাসে টিউশনের জন্য কোনও ফি নেওয়া থেকে বাধা দেয় যেখানে পণ্ডিতদের সংখ্যা সর্বাধিক। তদনুসারে তারা দাবি করে যে এই বিধানগুলি করে তাদের অনুচ্ছেদ ৩০(১) দ্বারা প্রদত্ত মৌলিক অধিকারকে ক্ষুন্ন করে।

কেরালা রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ কৌঁসুলি চরম বিতর্ককে অগ্রসর করে যে অনুচ্ছেদ ৩০(১) সংখ্যালঘুদের তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মৌলিক অধিকার প্রদান করে এবং এর বেশি কিছু নয়। তারা যতটা খুশি এই ধরনের অধিকার প্রয়োগ করতে স্বাধীন এবং যতক্ষণ না তারা তাদের নিজস্ব সম্পদে তা করার যত্ন নেয়। কিন্তু এই মৌলিক অধিকার আর যায় না এবং রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে তাদের আর্থিক সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রসারিত হতে পারে না। যদি তারা রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য পেতে চায় বা চায়, তবে তাদের অবশ্যই সেই শর্তাবলীতে জমা দিতে হবে যার ভিত্তিতে রাষ্ট্র একজন ব্যক্তি হিসাবে অন্যান্য ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহায়তা প্রদান করে

একটি অভ্যন্তরীণ চিঠির জন্য একটি স্ট্যাম্প কিনতে চাইলে ১৫ নয়ে পয়সা দিতে হবে। দু'টি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুলের জন্য হাজির হওয়া বিদগ্ধ কাউন্সেলের পাশাপাশি জামাইত-উল-উলেমা-ই-হিন্দের পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিদগ্ধ কাউন্সেল, অন্য দিকে, তাদের পালাক্রমে, সমানভাবে চরম প্রস্তাবে, যেমন, তাদের মক্কেলদের ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে মৌলিক অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে, নিরঙ্কুশ এবং কেবল এটিকে ছিনিয়ে নেওয়া যায় না কিন্তু এমনকি কোনো মাত্রায় সংক্ষেপ করা যায় না। তারা প্রথমে ১৯ (১) (ছ) অনুচ্ছেদের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রদান করে যে কোনো ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার এবং তারপরে দফা ৬ সেই অনুচ্ছেদের যা সেই মৌলিক অধিকারের উপর যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করার অনুমতি দেয় এবং তারা দাবি করে যে, ৩০(১) অনুচ্ছেদে এমন কোন বিধান নেই রাষ্ট্রকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ক্ষমতা প্রদান করে যে কোন পুলিশ ক্ষমতা, ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে মৌলিক অধিকার অবশ্যই নিরঙ্কুশ হিসাবে ধরে রাখতে হবে এবং যাই হোক না কেন তা কোন বিধিনিষেধের অধীন হতে পারে না। তারা ২৮ (৩), ২৯ (২) এবং ৩০(২) অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করে তাদের যুক্তিকে শক্তিশালী করে যা, তারা যথাযথভাবে জমা দেয়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে সহায়তা প্রদানের কথা চিন্তা করে। শেখা পরামর্শ দৃঢ়ভাবে সংবিধানের ৪১ এবং ৪৬ উপর নির্ভর করে যা, রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশিক নীতি হিসাবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায়তা করা এবং সংখ্যালঘু এবং জনগণের দুর্বল অংশের শিক্ষাগত স্বার্থের প্রচার করা রাষ্ট্রের কর্তব্য করে তোলে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান করা, বিজ্ঞ পরামর্শ অনুসারে, সরকারের স্বাভাবিক কাজ। সংবিধান রাষ্ট্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিবেচনা করে, সেইসাথে রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও বিবেচনা করে। তাই, সাহায্য প্রদান যদি একটি সরকারী কাজ হয়, তবে এটি অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত উপায়ে এবং সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন না করে ছাড়তে হবে। রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারী কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে কোনো মৌলিক অধিকার দেওয়া হতে পারে না এবং প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের যদি পর্যাপ্ত তহবিল না থাকে তবে এটি কোনো বিতরণ করতে পারে না। তথাপি যদি রাষ্ট্র সাহায্য বণ্টন করে তবে তা পারবে না, তারা দাবি করে, এর সাথে এমন শর্ত সংযুক্ত করবে যা বঞ্চিত করবে

৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের মৌলিক অধিকার সংখ্যালঘুদের। কড়া শর্ত সংযুক্ত করা, যেমন উল্লিখিত বিল দ্বারা প্রদত্ত এবং উপরে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, অনুচ্ছেদ দ্বারা সংখ্যালঘুদের জন্য নিশ্চিত করা অধিকারের লঙ্ঘন অনুচ্ছেদ ৩০(১) দ্বারা। মৌলিক অধিকারের আত্মসমর্পণকে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্যের মূল্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

আমরা এইভাবে যথেষ্ট জটিলতার একটি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি যা দৃশ্যত সমাধান করা কঠিন। একদিকে ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে সংখ্যালঘু অধিকার রয়েছে তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা এবং শিক্ষার প্রসার ঘটানো সরকারের দায়িত্ব, অন্যদিকে আইনের ৪৫ অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা রয়েছে বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করার প্রচেষ্টা। আমাদের এই দুটি পরস্পরবিরোধী স্বার্থের মধ্যে মিলন ঘটাতে হবে এবং সম্ভব হলে উভয়কেই কার্যকর করতে হবে এবং উভয়ের মধ্যে একটি সংশ্লেষণ আনতে হবে। নির্দেশমূলক নীতিগুলি মৌলিক অধিকারগুলিকে উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করতে পারে না তবে আমরা যেমন বলেছি, মৌলিক অধিকারগুলিকে মেনে চলতে হবে। আমরা ইতিমধ্যে সেই ৩০(১) অনুচ্ছেদটি পর্যবেক্ষণ করেছি সংখ্যালঘুদের দুটি অধিকার দেয়, (১) প্রতিষ্ঠা করা এবং (২) তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা। প্রশাসনের অধিকার স্পষ্টতই অপশাসনের অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না। সংখ্যালঘুরা নিশ্চয়ই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের দ্বারা পরিচালিত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সাহায্য বা স্বীকৃতি চাইতে পারে না, কোনো যোগ্য শিক্ষক ছাড়াই, কোনো যোগ্যতার চিহ্ন নেই, এবং যেটি শিক্ষাদানের একটি ন্যায্য মানও বজায় রাখে না বা যা কল্যাণের ক্ষতিকারক বিষয়গুলি শেখায় পণ্ডিতদের । তারপরে, এটি যুক্তিযুক্ত যে, তাদের পছন্দের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার সাংবিধানিক অধিকার রাষ্ট্রের এই দাবির বিরুদ্ধে জরুরী নয় যে সাহায্য প্রদানের জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করার জন্য যুক্তিসঙ্গত প্রবিধান নির্ধারণ করতে পারে সাহায্য করার। বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল স্বীকার করেন যে রাষ্ট্র দ্বারা সাহায্যের শর্ত বা এমনকি স্বীকৃতির জন্য অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত প্রবিধান আরোপ করা যেতে পারে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ব্যতীত অন্য কোনো সংখ্যালঘুর সাহায্য পাওয়ার অধিকার নেই, তবে, তিনি দাবি করেন যে, যদি রাজ্য পছন্দ করে

সাহায্য মঞ্জুর করতে তাহলে এটি অবশ্যই বলবে না- "আমার কাছে টাকা আছে এবং আমি সাহায্য বিতরণ করব কিন্তু আমি আপনাকে কোন সাহায্য দেব না যদি না আপনি আপনার প্রশাসনের অধিকার আমার কাছে সমর্পণ করেন।" রাষ্ট্রকে এমনভাবে সাহায্য প্রদান করা উচিত নয় যা ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মৌলিক অধিকার হরণ করবে। শ্রী জি এস পাঠক বিলের বিরোধিতাকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উপস্থিত হয়ে সম্মত হন যে স্বীকৃতির জন্য শর্তগুলি স্থাপন করার জন্য এটি রাজ্যের জন্য উন্মুক্ত, যেমন, একটি প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তহবিল বা সম্পত্তি বা ছাত্রদের সংখ্যা বা শিক্ষার মান থাকতে হবে এবং তাই ঘোষণা করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রের কাছে এই ধরনের স্বীকৃতি বা সহায়তা প্রদানের শর্তাবলী নির্ধারণ করে আইন প্রণয়নের জন্য উন্মুক্ত, যাইহোক, এই ধরনের আইন সাংবিধানিক এবং সংখ্যালঘুদের কোনো মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে না। শ্রী জি এস পাঠক বলেছেন, স্বীকৃতি এবং সাহায্যের মঞ্জুরি হল সরকারি কাজ এবং তাই, রাষ্ট্র স্বীকৃতি বা সাহায্য প্রদানের পূর্ববর্তী শর্ত হিসাবে শর্ত আরোপ করতে পারে না যা ৩০(১) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হবে। কেরালা রাজ্যের দায়ের করা মামলার বিবৃতি অনুসারে, রাজ্যের প্রতিটি খ্রিস্টান স্কুল রাজ্য দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়৷ অতএব, খ্রিস্টানদের মতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর উক্ত বিলের দ্বারা আরোপিত শর্তগুলি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়, এই সমস্ত সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিকে বন্ধ করে দেবে যদি না তারা তাদের পরিচালনার মৌলিক অধিকার সমর্পণ করতে রাজি হয়। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাস্তবে রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না এবং যদি তারা তাদের অধিকার সমর্পণ না করলে তারা তা না পায়, তাহলে আর্থিক প্রয়োজনের কারণে তারা ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের অধিকার ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪৫ এবং ২৪৬ দ্বারা রাজ্যগুলির আইনসভাকে প্রদত্ত আইনী ক্ষমতা অন্যান্য বিধানের সাপেক্ষে এবং অবশ্যই পার্ট III এর বিধানগুলির সাপেক্ষে যা মৌলিক অধিকার প্রদান করে যা রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক আইনসভা। রাজ্য আইনসভাগুলি কেবলমাত্র ঠিক অর্জনের পরোক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার করে একই ফলাফলে এই বিধানগুলিকে উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করতে পারে না।

এমনকি আইনসভাও পরোক্ষভাবে যা করতে পারে না তা অবশ্যই সরাসরি করতে পারে না। তবু যে প্রভাব পড়বে এই বিধানগুলোর প্রয়োগে বিল এবং ইতিমধ্যে উল্লেখ করা এই আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে সাংবিধানিক বৈধতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাস্তবিক প্রভাব রয়েছে যে কোন পরিমাপের। ধারা ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৫ এবং ২০ সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত৷ এই বিধানগুলির মধ্যে কিছু, যেমন, ৭, ১০, ১১(১), ১২(১)(২)(৩) এবং (৫) সাহায্য প্রদানের জন্য সহজে যুক্তিসঙ্গত প্রবিধান বা শর্ত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। ৯,১১(২) এবং ১২(৪) ধারাগুলিকে অবশ্য অনুমোদিত সীমার বাইরে যেতে আপত্তি জানানো হয়েছে৷ বলা হয়ে থাকে যে, ফি আদায় ইত্যাদি হাতিয়ে নিয়ে এবং শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন পরিশোধের অঙ্গীকার করে সরকার বাস্তবে স্কুলের তহবিল আত্মসাৎ করছে এবং স্কুলের মর্যাদা কেড়ে নিচ্ছে, কেননা কেউই পাত্তা দেবে না স্কুল কর্তৃপক্ষের জন্য। একইভাবে দফা ১১ ব্যবস্থাপনার একটি সুস্পষ্ট আইটেম কেড়ে নেয়, কারণ ব্যবস্থাপক পাবলিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা প্রস্তুত করা প্যানেলের বাইরে ব্যতীত কোনো শিক্ষক নিয়োগ করতে পারবেন না, যা এই ধরনের দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতার প্রশ্ন ছাড়া, হতে পারে না ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং বিশেষ করে উপধারা (২) এই ধারাটির এর জন্য গ্রহণযোগ্য হবেন এমন শিক্ষক নির্বাচন করার জন্য মোটেও যোগ্য আপত্তিজনক কারণ এটি তফসিলি জাতির ধর্মীয় সংখ্যালঘু শিক্ষকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর চাপ দেয় যাদের থাকতে পারে তাদের ধর্মের নীতি সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই এবং অন্যথায় শিক্ষাগতভাবে দুর্বল হতে পারে। বরখাস্ত, অপসারণ, পদমর্যাদা হ্রাস বা স্থগিতাদেশের ক্ষমতা হল পরিচালনার অধিকারের একটি সূচক এবং এটি দফা ১২(৪) দ্বারা কেড়ে নেওয়া হয়। এগুলি নিঃসন্দেহে প্রশাসনের অধিকারের উপর গুরুতর প্রবেশ এবং সেই অধিকার লঙ্ঘনের কাছাকাছি বিপদজনকভাবে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেই বিধানগুলি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য এবং দফা ৯, ১১ এবং ১২ এর অপ্রকৃত অংশগুলি বিবেচনা করে ভুক্তভোগী শিক্ষকদের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে যারা জাতির সেবা প্রদানে নিয়োজিত এবং অনগ্রসর শ্রেণীগুলিকে সুরক্ষা দেয়, আমরা প্রস্তুত আছি, বর্তমানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, এই ৯,১১(২) এবং ১২(৪) ধারাগুলি মেনে চলতে অনুমোদিত প্রবিধান হিসাবে যা

রাজ্য সংখ্যালঘুদের উপর তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহায়তা প্রদানের শর্ত হিসেবে চাপিয়ে দিতে পারে। আমরা, যাইহোক, দফা ১৪ এবং ১৫ এর উল্লিখিত বিলটি নিছক প্রবিধান হিসাবে সমর্থন করা অসম্ভব বলে মনে করি। এই ধারাগুলির বিধানগুলি ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে অধিকারগুলির সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসাত্মক হতে পারে। এটা ঠিক যে সাহায্য করার অধিকার নেই ৩০(১) অনুচ্ছেদে নিহিত তবে এই ধারাগুলির বিধানগুলি, যদি সাহায্যের শর্ত হিসাবে তাদের বাস্তব বাধ্যতার কারণে জমা দেওয়া হয়, তাহলে সহজেই সংবিধানের ৩০(১) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হতে পারে। কেরালা রাজ্যের জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলি স্বীকার করেছেন যে বিলের দফা ১৪ এবং ১৫ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিচালনার অধিকার বিনষ্ট করতে পারে তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কিন্তু জমা দেয় যে এই ধারাগুলির বৈধতা প্রশ্ন ২-এর বিষয় নয়। তবে, ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সমস্ত নতুন প্রতিষ্ঠিত স্কুল যা সাহায্য বা স্বীকৃতি চাইছে, দফা ৩(৫), দ্বারা আইনের সমস্ত বিধান সাপেক্ষে প্রণীত। তাই দফা ৩(৫)-এর সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে আলোচনায় বিলের অন্যান্য ধারাগুলির বৈধতার একটি আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, একটি পৃথক আইটেমের মাধ্যমে নয়, তবে তা নির্ধারণে দফা ৩(৫) এর বিধানের বৈধতা। আমাদের মতে, উপধারা ৩ ধারা ৮ এবং ধারা ৯, ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ এর নিছক নিয়ন্ত্রক হওয়ায় ৩০(১) অনুচ্ছেদকে বিক্ষুব্ধ করে না, কিন্তু ধারা ৩ এর উপধারা (৫) এর বিধান ১৪ এবং ১৫ অনুদানের শর্ত হিসাবে সংবিধানের ৩০(১) অনুচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে।

আমরা এখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শেষ শ্রেণিতে আসি যেগুলি শুধুমাত্র স্বীকৃতি চায় কিন্তু রাষ্ট্র থেকে সাহায্য চায় না। কেরালা রাজ্যের বিদ্বান কৌঁসুলি এবং দুটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুলের জন্য বিদগ্ধ কাউন্সেল এবং মুসলিম প্রতিষ্ঠানের জন্য বিদগ্ধ কাউন্সেলের স্বীকৃতির বিষয়ে চরম যুক্তিগুলি একই ধারায় অগ্রসর হয়েছিল যেগুলি অনুদান দেওয়ার প্রশ্নে তাদের দ্বারা যথাক্রমে অগ্রসর হয়েছিল সাহায্যের, যথা, কেরালা রাজ্য বজায় রাখে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে যেখানে খুশি তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের নিজস্ব উপায়ে পরিচালনা করে

এবং সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি চাওয়ার দরকার নেই, তবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যদি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেতে চায় তবে তাদের অবশ্যই প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বীকৃতির পূর্ববর্তী শর্ত হিসাবে আরোপিত শর্তাবলীর কাছে জমা দিতে হবে। অন্যদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দাবি, ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের মৌলিক অধিকার পরম এবং যাই হোক না কেন কোন সীমাবদ্ধতার অধীন হতে পারে না। আমেরিকান সুপ্রিম কোর্টের কিছু সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে এই রেফারেন্সে উপস্থিত দুটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুলের জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলি রক্ষণাবেক্ষণ করেন যে একটি শিশু রাষ্ট্রের প্রাণী নয় এবং পিতামাতার অধিকার রয়েছে তাদের সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত করার অধিকার তাদের পছন্দের। এই আমেরিকান সিদ্ধান্তগুলি পঞ্চম এবং চতুর্দশ সংশোধনীর যথাযথ প্রক্রিয়ার ধারাগুলির ভাষায় অগ্রসর হয় এবং আমাদের সংবিধানের অধীনে উদ্‌ভূত পরিস্থিতির জন্য কোনও প্রয়োগ নেই এবং তাই আমাদের এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার দরকার নেই। আমাদের সামনে উত্থাপিত দুটি পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিবৃতি দিয়ে আমরা পুনরাবৃত্তি করছি যে দুটি চরম প্রস্তাবের কোনোটিই টিকিয়ে রাখা যায় না এবং সম্ভব হলে আমাদের দুটির মিলন ঘটাতে হবে। অনুচ্ছেদ ২৬ জনসাধারণের শৃঙ্খলা, নৈতিকতা সাপেক্ষে ধর্মীয় সম্প্রদায় বা এর যে কোনও ধারাকে স্বাধীনতা দেয়। এবং স্বাস্থ্য, ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বজায় রাখা। অনুচ্ছেদ ২৯(১) ভারতের ভূখণ্ডে বসবাসকারী নাগরিকদের যে কোনও অংশকে সুরক্ষা দেয় যার নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি রয়েছে যা সংরক্ষণের অধিকার রয়েছে। আমরা আগেই বলেছি, একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং এর মাধ্যমে সর্বোত্তমভাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে, কারণ শিক্ষার মাধ্যমেই তাদের সংস্কৃতি তাদের সম্প্রদায়ের শিশুদের মনের মধ্যে মুগ্ধ করা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা ও লিপি সংরক্ষণ, উন্নত ও শক্তিশালী করা যায়। এটা, অতএব, যে অনুচ্ছেদ ৩০(১) সমস্ত সংখ্যালঘুদের, ধর্ম বা ভাষার উপর ভিত্তি করে, তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার অধিকার প্রদান করে। সংখ্যালঘুরা, বেশ বোধগম্য, শিক্ষাকে অপরিহার্য বলে মনে করে

তাদের সন্তানদের তাদের ধর্মের শিক্ষা অনুসারে হওয়া উচিত এবং তারা খুব সততার সাথে মনে করে যে এই ধরনের শিক্ষা সাধারণভাবে পাওয়া যায় না স্কুলগুলি জনসাধারণের সকল সদস্যের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র তাদের ধর্মের নীতি এবং তাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্যগুলিতে পারদর্শী লোকদের প্রভাব ও নির্দেশনায় পরিচালিত স্কুলগুলিতেই সুরক্ষিত হতে পারে। সংখ্যালঘুরা স্পষ্টতই চায় যে তাদের সম্প্রদায়ের শিশুদের তাদের সংস্কৃতির বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশে শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা তাদের দাবির বৈধতা স্বীকার করেছেন এবং তাদের ভয় দূর করার জন্য তাদের উপর উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলি অর্পণ করেছেন। কিন্তু স্বতন্ত্র ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতির সংরক্ষণই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একমাত্র পছন্দের বিষয় নয়। তারা আরও চায় যে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পণ্ডিতরা বিশ্বে ভালভাবে এবং পর্যাপ্ত যোগ্যতায় সজ্জিত হয়ে জীবনে একটি দরকারী ক্যারিয়ারের জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু বর্তমানে চালু থাকা শিক্ষা বিধি অনুসারে বিদ্যমান অবস্থার উপর অপ্রীতিকর বিধানের প্রভাব নিরূপণ করার জন্য উল্লেখ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, অস্বীকৃত বিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেতে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং পাবলিক সার্ভিসে প্রবেশের যোগ্য নয়। স্বীকৃতি ব্যতীত, তাই, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি তাদের পছন্দের আসল বস্তু অধিকারগুলি পূরণ করতে পারে না এবং ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে থাকা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যাবে না। তাই তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অধিকার বলতে হবে প্রকৃত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অধিকার যা তাদের সম্প্রদায়ের এবং তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবলম্বনকারী পণ্ডিতদের চাহিদা পূরণ করবে। কোন সন্দেহ নেই, রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতির মৌলিক অধিকার বলে কিছু নেই কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অস্বীকার করা তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের সাংবিধানিক অধিকার আত্মসমর্পণের সমতুল্য শর্ত ব্যতীত সত্য এবং ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রভাব। আমরা পুনরাবৃত্তি করি যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সাপেক্ষে

মৌলিক অধিকার এবং আইনসভা পরোক্ষভাবে মৌলিক অধিকারগুলি কেড়ে নিতে বা সংক্ষিপ্ত করতে পারে না যা এটি সরাসরি করতে পারেনি এবং তবুও এটি ফলাফল হবে যদি কোন আপত্তিকর ধারা সম্বলিত উল্লিখিত বিল আইনে পরিণত হয়। উপরে উল্লিখিত এই আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে, যে কোনও আইনের বৈধতা বিচার করার সময় অবশ্যই তার আসল উদ্দেশ্য এবং সংক্ষুব্ধ পক্ষের অধিকারের উপর প্রভাব ফেলতে হবে, তার ফর্মের পরিবর্তে। শিক্ষাবিধি অনুসারে কিছু শর্ত রয়েছে আইন প্রণয়ন বা কার্যনির্বাহী ব্যবস্থা হিসাবে নির্ধারিত হোক না কেন আমরা স্বীকৃতি প্রদানের শর্ত হিসাবে অনুসন্ধান করা বন্ধ করি না এবং এটি বলা হয়, যেমনটি বলা হয়েছিল সাহায্যের প্রশ্নে আলোচনার সময়, উল্লিখিত বিলটি অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে এই সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ইতিমধ্যেই যে ক্ষতির শিকার হয়েছে তার চেয়ে বেশি বোঝা চাপিয়ে দেয় না। আমরা যেমন দেখেছি, মৌলিক শিক্ষার ক্ষতির প্রশ্নই উঠতে পারে না ঠিক শুধুমাত্র এটির অ-অনুশীলনের মাধ্যমে। এখানে সংবিধানের পরিপন্থী কোনো বাধা থাকতে পারে বলে অনুমান করে এখানে কোনো 'এস্টপেলের' ঘটনা নেই। অতএব, উল্লিখিত বিলের অপ্রকৃত বিধানগুলি অবশ্যই তার যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে।

দফা ১৯ দ্বারা নিম্নলিখিত ধারাগুলি, যথা, ৭ (উপধারা ১ এবং ৩ ছাড়া যা শুধুমাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে প্রযোজ্য), ১০ এবং ২০ স্বীকৃত স্কুলগুলিতে প্রযোজ্য করা হয়েছিল৷ আমরা উপধারা ২, ৪ থেকে ৯ ধারা ৭ এর বিধান মেনে নিতে প্রস্তুত এবং দফা ১০ এর বিধান অনুমোদিত প্রবিধান হিসাবে কিন্তু এটি দফা ২০ এর চিকিৎসা করা কঠিন নিছক নিয়ন্ত্রক হিসাবে।এই ধারাটি অস্থায়ীভাবে প্রয়োজন যে প্রাথমিক ক্লাসে টিউশনের জন্য কোনও ফি নেওয়া উচিত নয়। এতে কোন দ্বিমত নেই যে প্রাথমিক শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় বেশি। স্কুলগামী শিশুদের ১৯৫৫-১৯৫৬ পরিসংখ্যান, যার মধ্যে কোন বিরোধ নেই, দেখায় যে ৬ থেকে ১১ শতাংশ বয়সী শিশুদের ছেলেরা ক্লাসে উপস্থিত হয়, যেখানে ৯১ শতাংশ সেই বয়সের মেয়েরাও তাই করে। আমরা যখন ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সে আসি তখন উপস্থিতি কমে যায়। সেই বয়সের ৩৬.২ শতাংশ ছেলেদের এবং ২৯ শতাংশ মেয়েরা স্কুলে যায়। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, যদিও প্রাথমিক শ্রেণীতে ধার্যকৃত ফি উচ্চ শ্রেণীতে নেওয়া ফি এর থেকে কম, তবে পণ্ডিতদের কাছ থেকে সংগৃহীত মোট পরিমাণ

প্রাইমারি ক্লাসে যোগদান বেশ যথেষ্ট এবং স্কুলের মোট আয়ের একটি প্রশংসনীয় অংশ গঠন করে। এই বিল আইনে পরিণত হলে এই সব স্কুল হবে আয়ের এই ফলপ্রসূ উৎস ত্যাগ করতে হবে। যাইহোক, ফি-এর ক্ষতির বিরুদ্ধে ভারসাম্য রক্ষার জন্য কোন বিধান নেই যা দফা ২০ দ্বারা আনা হবে যখন এটি বলবৎ হয়। কোন বিধান নেই, যেমন দফা ৯-এ আছে যা শুধুমাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের জন্য প্রযোজ্য, রাজ্যের উচিত সেই ক্ষতি পূরণ করা। সুতরাং, এটি স্বীকৃতির শর্ত হিসেবে প্রাথমিক শ্রেণীতে কোনো শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ফি আদায়ের বিরুদ্ধে এ ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে তা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য অসম্ভব করে তুলবে। এটা সত্য যে দফা ৩৬(২)(গ) সরকারকে নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা দেয় প্রাইভেট স্কুলগুলির স্বীকৃতি প্রদানের জন্য এবং এই বিলটি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত এবং বিধিগুলি বাস্তবে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মতামত স্থগিত করতে বলা হয়েছে। কিন্তু কোন নিয়ম দফা ৩৬(২)(গ) এর অধীনে প্রণয়ন করা হবে দফা ৩(৫) এর সহ পঠিত দফা ২০ -এর সাংবিধানিক দুর্বলতা বাতিল করতে পারে যা উল্লিখিত বিলটি শুরু হওয়ার পরে প্রতিষ্ঠিত স্বীকৃত বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের জন্য গণনা করা হয়।

কেরালা রাজ্যের জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলি আমাদের ৪৫ অনুচ্ছেদে থাকা নির্দেশমূলক নীতিগুলির উল্লেখ করেছেন যার জন্য রাষ্ট্রকে সংবিধান প্রবর্তনের দশ বছরের মধ্যে, চৌদ্দ বছর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সকল শিশুর জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং যথেষ্ট উষ্ণ অনুভূতি ও ক্ষোভের সাথে বজায় রাখা হয়েছে যে কোনো দেশের শিশুদের বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত পবিত্র দায়িত্ব বাস্তবায়নের পথে সংখ্যালঘুদের দাঁড়ানোর অনুমতি দেওয়া উচিত যাতে তাদের সঠিকভাবে লালন-পালন করা যায় এবং তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত করে তোলা যায় এবং ভালো নাগরিকের দায়িত্ব। এই সংখ্যালঘুদের স্বার্থপর দাবির প্রতি প্রশ্রয় দেওয়া, বিজ্ঞ পরামর্শ অনুসারে, অগ্রগতির ঘড়ির হাতকে পিছিয়ে দেওয়া। এই সংখ্যালঘুদের, বিদগ্ধ পরামর্শদাতাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, জনগণের সাম্প্রদায়িক বিভক্তিকে স্থায়ী করার অনুমতি দেওয়া উচিত

এবং তাদের চিরতরে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক ছিটমহলে বিভক্ত রাখা এবং এর ফলে জাতির ঐক্যকে ক্ষুন্ন করা সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য শেখা পরামর্শগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি রাষ্ট্রের পবিত্র বাধ্যবাধকতার সমান বাগ্মী ছিল। দেশের সর্বোচ্চ আইনের প্রজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন তোলা এই আদালতের বিচার্য নয়। আমরা ভারতের জনগণ নিজেদেরকে সংবিধান দিয়েছি যা কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা অংশের জন্য নয়, সকলের জন্য। এর বিধানগুলি সকলকে, সংখ্যালঘু এবং সেইসাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। আমাদের সংবিধান নিশ্চিত করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই সংখ্যালঘুদের তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের লালিত অধিকার। এই ছাড়গুলি অবশ্যই তাদের জন্য ভাল এবং বৈধ কারণের জন্য দেওয়া হয়েছে। ৪৫ অনুচ্ছেদ, নিঃসন্দেহে, রাষ্ট্রকে সমস্ত শিশুর জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, তবে সরকার এবং সরকারের মাধ্যমে এই গৌরবময় বাধ্যবাধকতা পালনে রাষ্ট্রকে বাধা দেওয়ার কিছু নেই এবং স্কুলের সাহায্য এবং অনুচ্ছেদ ৪৫ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের খরচে সেই বাধ্যবাধকতাটি পালন করার প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সংবিধান যেমন আছে তেমনি আছে এবং পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, আমরা ধারণা করি, এই আদালতের দায়িত্ব মৌলিক অধিকারগুলিকে সমুন্নত রাখা এবং এর ফলে আমাদের নিজস্ব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের পবিত্র বাধ্যবাধকতাকে সম্মান করা। যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও বর্ণের মানুষের অন্তহীন বন্যা আর্য এবং অনার্য, দ্রাবিড় এবং চীনা, সিথিয়ান, হুন, পাঠান এবং মুঘলশেভ দূরবর্তী অঞ্চল এবং জলবায়ু থেকে এই প্রাচীন ভূমিতে এসেছে। তাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়েছে ভারত। তারা মিলিত হয়েছে এবং জড়ো করেছে, দিয়েছে এবং নিয়েছে এবং মিশেছে, মিশে গেছে এবং এক দেহে হারিয়ে গেছে। ভারতের ঐতিহ্য এইভাবে নিম্নলিখিত মহৎ পংক্তিতে তুলে ধরা হয়েছে:

"কাউকে বিমুখ করা হবে না

মানবতার এই বিশাল সমুদ্রের তীর থেকে,

সেটা হল ভারত"*।

প্রকৃতপক্ষে ভারত বিশ্বকে তার শুভেচ্ছার বার্তা পাঠিয়েছে এবং আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে ঘোষণা করেছে:

* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা।

দিনরাত তোমার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে
স্থান থেকে স্থানে,
হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈনদের ডাকা
তোমার সিংহাসনের চারপাশে
এবং পার্সী, মুসলিম এবং খ্রিস্টান।
আপনার মন্দির মাজারে নৈবেদ্য আনা হয়
পূর্ব এবং পশ্চিম থেকে
ভালোবাসার মালাতে বোনা।
আপনি সমস্ত মানুষের হৃদয় নিয়ে আসেন
এক জীবনের মিলনে,
তুমি ভারতের ভাগ্যের বিভাজনকারী,
জয়, জয়, জয় তোমার।"*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর.

এইভাবে ভারতের প্রতিভা সমস্ত ধর্ম ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বকে আত্তীকরণ করে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের সংবিধান সেই অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের প্রতি আমাদের পবিত্র বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে। উপরে নির্দেশিত দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সংবিধান দ্বারা সংখ্যালঘুদের জন্য যে অধিকারগুলি নিশ্চিত করা হয়েছে তা দেখে আমরা মনে করি যে দফা ৭ (উপধারা ১ এবং ৩ ছাড়া যা শুধুমাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে প্রযোজ্য) এবং দফা ১০ ভালভাবে অনুমোদিত প্রবিধান হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে যা রাষ্ট্র যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির জন্য শর্ত হিসেবে আরোপ করার অধিকারী কিন্তু সেই দফা ২০ যা দফা ৩(৫) দ্বারা প্রসারিত হয়েছে সদ্য প্রতিষ্ঠিত স্বীকৃত স্কুলগুলিতে, যতদূর পর্যন্ত এটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রভাবিত করে, ৩০ (১) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।

পুনঃ প্রশ্ন ৪: এই প্রশ্নটি উক্ত বিলের ৩৩ দফার সাংবিধানিক বৈধতা উত্থাপন করে। এই ধারাটি, যা এখানে সম্পূর্ণরূপে সেট করা হয়েছে, এতে বিধান করা হয়েছে যে দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮, বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছু থাকুক না কেন, কোন আদালত কোন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রদান করবে না বা কোন অস্থায়ী আদেশ প্রদান করবে না আইনে পরিণত হওয়ার পর বিলের বিধানের অধীনে যা নেওয়া হচ্ছে বা নেওয়া হবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ যা রাজ্যের হাইকোর্টের এখতিয়ার এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

এটি যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে জারি করতে পারে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে যে কোনো সরকারকে, সেইসব অঞ্চলের মধ্যে, মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সেখানে উল্লিখিত প্রকৃতির নির্দেশ, আদেশ বা রিটের জন্য। একটি রাজ্য আইনসভার কোনো আইন, যতক্ষণ না সেই অনুচ্ছেদটি দাঁড়িয়ে আছে, সেই অনুচ্ছেদ দ্বারা হাইকোর্টে প্রদত্ত এখতিয়ার এবং ক্ষমতা কেড়ে নিতে বা সংক্ষিপ্ত করতে পারে না। প্রশ্ন হল দফা ৩৩ তাই করে। দফা ৩৩ সম্পর্কে যে সংশয় দেখা দিয়েছে তা রেফারেন্সের ক্রম অনুসারে তৈরি করা হয়েছে:-

> "এবং যেহেতু উল্লিখিত বিলের ৩৩ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮, বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছু থাকুক না কেন, কোন আদালত কোন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রদান করতে পারে না বা কোন কার্যধারা রোধ করে কোন অন্তর্বর্তী আদেশ দিতে পারে না যা আইনের অধীনে নেওয়া হচ্ছে বা নেওয়া হচ্ছে;
>
> এবং যেহেতু একটি সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে উল্লিখিত ধারা ৩৩-এর বিধানগুলি, যতদূর তারা উচ্চ আদালতের এখতিয়ারের সাথে সম্পর্কিত, সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদকে বিক্ষুব্ধ করবে কিনা"

কেরালা রাজ্য তাদের মামলার বিবৃতিতে নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে সেই পক্ষে সমস্ত উদ্দেশ্য অস্বীকার করে: -

> "৫২। কেরালা রাজ্য এই মাননীয় আদালতকে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচকভাবে দিতে বলেছে, এই ভিত্তিতে যে অনুচ্ছেদ ২২৬ দ্বারা উচ্চ আদালতকে দেওয়া ক্ষমতা উল্লিখিত দফা ৩৩ দ্বারা প্রভাবিত হয় না৷
>
> ৫৩। কেরালা রাজ্যের যুক্তি যে দফা ৩৩ অনুচ্ছেদ ২২৬ প্রভাবিত করে ভিত্তিহীনভাবে।
>
> ৫৪। সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন, এবং সংবিধানের অধীনে প্রদত্ত সাংবিধানিক সংশোধনের কম কিছুই সংবিধানের অনুচ্ছেদ সহ সংবিধানের যে কোনো বিধানকে প্রভাবিত করতে পারে না ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে উচ্চ আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতা সহ। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ একটি অতিরিক্ত ক্ষমতা যা কিছু শর্ত ও পরিস্থিতিতে তাদের অধস্তন আদালত, ট্রাইব্যুনাল এবং কর্তৃপক্ষকে রিট, আদেশ এবং নির্দেশ জারি করার অধিকার দেয়, যদিও এর বিপরীতে কোনো নিয়ম বা আইন থাকে।"

কেরালা রাজ্যের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে দফা ৩৩ এর সংবিধান এর ২২৬ এবং ৩২ অনুচ্ছেদ সহ পড়া উচিত।

তিনি নির্মাণের সুপরিচিত নীতির উপর নির্ভর করেন যে যদি একটি সংবিধিতে একটি বিধান দুটি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয় তবে সেই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করা উচিত যা বিধানটিকে বৈধ করবে না যেটি এটিকে অবৈধ করবে। তিনি "অন্যান্য" শব্দের উপর নির্ভর করেন আপাতত বলবৎ আইন" যেমন ইতিবাচকভাবে ইঙ্গিত করে যে ধারাটি চিন্তার মধ্যে সংবিধান নেই, কারণ এটি "আপাতত বলবৎ আইন" হিসাবে সংবিধানের কথা বলা অনুপযুক্ত হবে। তিনি প্রদর্শিত "আইন" শব্দের অর্থের উপর নির্ভর করেন সংবিধানের ২, ৪, ৩২ (৩) এবং ৩৬৭(১) অনুচ্ছেদের প্রকাশের সাথে যেখানে এর অর্থ অবশ্যই একটি আইনসভা দ্বারা প্রণীত আইন। তিনি সাধারণ ধারা আইনের ৩(২৯) ধারা তে "ভারতীয় আইন" এর সংজ্ঞার উপরও নির্ভর করেন এবং দাখিল করে যে দফা ৩৩-এ "আইন" শব্দটি এর অর্থ অবশ্যই ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির মতো একই ধরণের একটি আইন, অর্থাৎ, আইনসভার কার্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত আইনসভার দ্বারা প্রণীত আইন এবং সংবিধানকে উল্লেখ করতে পারে না। কেরালা রাজ্যের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীর এই বিতর্কের সাথে আমরা নিজেদেরকে একমত খুঁজে পাই। আমরা কোনো অসুবিধা সম্পর্কে অবগত নই-এবং আমাদেরকে কোনোটিই দেখানো হয়নি- দফা ৩৩ এর নির্মাণে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ এর ওভার-রাইডিং বিধান সাপেক্ষে একটি বিধান হিসাবে এবং আমাদের প্রশ্ন নং ৪ এর উত্তর অবশ্যই নেতিবাচক হতে হবে।

পূর্বোক্ত মতামত অনুসারে আমরা নিম্নরূপ প্রশ্নগুলির প্রতিবেদন করি: -

প্রশ্ন নং ১: না।

প্রশ্ন নং ২: (i) হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ৩৩৭ অনুচ্ছেদের উদ্বিগ্ন অধীনে অনুদান পাওয়ার অধিকারী। (ii) অন্যান্য সংখ্যালঘুরা সংবিধানের কোনও স্পষ্ট বিধানের অধীনে অধিকার হিসাবে দেওয়ার অধিকারী নয়, তবে তারা সহায়তা পাচ্ছেন বা এই ধরনের সাহায্য চান এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও যতদূর তারা সহায়তা পাচ্ছেন তাদের কারণে কি অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ ৩৩৭, দফা ৮(৩) এর অধীনে এবং ৯ থেকে ১৩ অনুচ্ছেদকে বিক্ষুব্ধ করে না অনুচ্ছেদ ৩০(১) কিন্তু ধারা ৩(৫) এ পর্যন্ত এটি এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ১৪ এবং ১৫ ধারার অধীন আঘাত করে অনুচ্ছেদ ৩০(১)। (iii) দফা ৭ (উপধারা (১) এবং (৩) ব্যতীত যা শুধুমাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য), দফা ১০

যতদূর তারা উল্লিখিত বিল কার্যকর হওয়ার পরে প্রতিষ্ঠিত স্বীকৃত স্কুলগুলিতে আবেদন করলে ৩০(১) অনুচ্ছেদকে বিক্ষুব্ধ করবে না কিন্তু দফা ৩(৫) যতদূর এটি তৈরি করে দফা ২০ সাপেক্ষে বিল চালু হওয়ার পর প্রতিষ্ঠিত নতুন স্কুল ৩০(১) অনুচ্ছেদকে আঘাত করে।

প্রশ্ন নং ৩ : না।

প্রশ্ন নং ৪: না; ধারা ৩৩ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ এর সাপেক্ষে।

বিচারপতি ভেঙ্কটরমা আইয়ার- আমি একমত যে প্রশ্ন নং ১, ৩ এবং ৪ এর উত্তর মাই লর্ড, প্রধান বিচারপতির রায়ে বর্ণিত হওয়া উচিত। কিন্তু প্রশ্ন নং ২ এ, আমি অক্ষম মতামত প্রকাশে সেখানে যে বিলের দফা (২০) সংখ্যালঘু, ধর্মীয় বা ভাষাগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যার প্রয়োগের ক্ষেত্রে, সংবিধানের ৩০(১) অনুচ্ছেদের পরিপন্থী, এবং ফলস্বরূপ, সেই পরিমাণ অকার্যকর।

ধারা (২০) প্রদান করে যে:

"কোনও সরকারী বা বেসরকারী স্কুলে প্রাথমিক শ্রেণীতে কোন শিক্ষাদানের জন্য কোন ছাত্রকে কোন ফি দিতে হবে না।"

এখন, প্রশ্ন হল এই ধারাটি কি সেই অধিকার লঙ্ঘন করে যা অনুচ্ছেদ ৩০(১) ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে সমস্ত সংখ্যালঘুদের তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার জন্য প্রদান করে। বাহ্যতঃ, দফা (২০) সংখ্যালঘুদের দ্বারা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা বা প্রশাসন নিষিদ্ধ করে না; এটা শুধুমাত্র প্রাইভেট স্কুলে প্রাথমিক ক্লাসের ছাত্রদের দ্বারা কোন ফি দিতে হবে না। এই ধারার শর্তাবলীতে, অতএব, এটি ৩০(১) অনুচ্ছেদকে কীভাবে বিক্ষুব্ধ করে তা দেখা কঠিন। কিন্তু সংখ্যালঘুদের পক্ষে হাজির হওয়া বিজ্ঞ কৌঁসুলিরা দাবি করেছেন যে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফি আদায় না করলে বাস্তবে কোনো স্কুল চালানো যাবে না, তাই দফা (২০) অবশ্যই, সক্রিয় থাকলে, সংখ্যালঘুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটাতে হবে, এবং এটি সেই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার তাদের অধিকারের উপর সরাসরি আক্রমণ ছিল। এটা নিঃসন্দেহে আইন যে একটি আইনের সাংবিধানিকতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র তার ভাষার প্রতি নয়, পক্ষগুলির অধিকারের উপর এর প্রভাবের প্রতিও বিবেচনা থাকতে হবে, কেবল এটি যা বলে তা নয় বরং এটি যা করে তার প্রতিও। তা সত্ত্বেও, কীভাবে তা দেখা কঠিন

দফা (২০) অনুচ্ছেদ ৩০(১) এর লঙ্ঘন বলা যেতে পারে। এটি শুধুমাত্র সরকারী এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য, এবং একটি বেসরকারী বিদ্যালয়কে দফা ২(৬) এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে "অর্থাৎ একটি সাহায্যপ্রাপ্ত বা স্বীকৃত স্কুল"। ধারা (৩৮) প্রদান করে যে:

''এই আইনের কোন কিছুই সরকারী বা বেসরকারী বিদ্যালয় নয় এমন কোন বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।"

ফলাফল হল সংখ্যালঘু, ধর্মীয় বা ভাষাগত, তাদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং ফি নেওয়ার বিরুদ্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, যতক্ষণ না তারা না করে। রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য বা স্বীকৃতি চাইবে যখন তারা রাষ্ট্রের কাছে সাহায্য বা স্বীকৃতির দাবি করবে তখনই বিলের বিধানগুলি তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে৷

কিন্তু যুক্তি দেওয়া হয় যে সংখ্যালঘুদের নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অধিকার অলীক হয়ে যাবে, যদি তাদের মধ্য থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা রাজ্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত পাবলিক পরীক্ষায় বসতে না পারে বা রাষ্ট্রীয় পরিষেবাগুলিতে নিয়োগের যোগ্য হতে না পারে, এবং যে, বলা হয়, প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বীকৃতি না পাওয়ার প্রভাব। তদনুসারে ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে অধিকারের কার্যকর অনুশীলনের জন্য যুক্তি দেওয়া হয়, এটিতে সংখ্যালঘুদের একটি অধিকার বোঝানো আবশ্যক সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত করতে হবে। এটিই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যা নির্ধারণ করতে হবে। যদি সংখ্যালঘুদের তাদের অধিকার পাওয়ার কোনো অধিকার না থাকে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, তাহলে প্রশ্ন উঠবে দফা (২০) সিদ্ধান্তের জন্য সেই অধিকারের আক্রমণ হবে না। এটা শুধুমাত্র যদি আমরা যে যেমন রাখা অধিকার ৩০(১) অনুচ্ছেদে নিহিত করা হয় যে পরবর্তী প্রশ্নটি তা বিবেচনা করতে হবে দফা (২০) সেই অধিকার লঙ্ঘন করে কিনা। এখন সংখ্যালঘু হোক, ধর্মীয় হোক বা ভাষাগত, ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার রয়েছে অবশ্যই সেই অনুচ্ছেদে দেওয়া ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করবে। সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি সম্পর্কে এতে কিছু নেই, এবং যদি আমরা তাদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান পরামর্শের বিরোধকে মেনে নিতে পারি; আমাদের অবশ্যই সংবিধির শব্দগুলি পড়তে হবে যেমন "এবং এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে।" এটি নির্মাণের একটি নিয়ম সুপ্রতিষ্ঠিত যে শব্দগুলি যোগ হবে না

একটি সংবিধিতে যদি না তারা এর উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার প্রয়োজন হয় যদি না অন্যথায় সেখানে প্রকাশ পায়, এবং সেই নিয়মটি অবশ্যই এখানে সমস্ত বৃহত্তর শক্তির সাথে প্রযোজ্য হবে, আমরা যা ব্যাখ্যা করছি তা হল একটি সংবিধান । এখন, এর প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির একটি রেফারেন্স সংবিধান দেখায় যে এই ধরনের অধিকার ৩০(১) অনুচ্ছেদে নিহিত নেই। অনুচ্ছেদ ২৮(১) বিধান করে যে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ধর্মীয় নির্দেশ প্রদান করা হবে না। অনুচ্ছেদ ২৮(৩) আইন করে যে কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন বা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন ধর্মীয় নির্দেশে অংশ নিতে হবে। অনুচ্ছেদ ২৯(২) এর অধীনে, শুধুমাত্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, ভাষা বা তাদের যেকোনো একটির ভিত্তিতে কোনও ব্যক্তিকে রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে বা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সাহায্য গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। অনুচ্ছেদ ৩০(২), এ স্পষ্ট বিধান রয়েছে যে অনুদান প্রদানে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের ব্যবস্থাপনার অধীনে কোনো বৈষম্য করা উচিত নয়। উপরোক্ত একাধিক বিধানগুলির থেকে এটি স্পষ্ট যে সংবিধান রাষ্ট্র-রক্ষণাবেক্ষণ করা, রাষ্ট্র-সহায়তাপ্রাপ্ত এবং রাষ্ট্র-স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য করে এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন অধিকার ও বাধ্যবাধকতার ব্যবস্থা করে। যদি এটি উদ্দেশ্য ছিল যে অনুচ্ছেদ ৩০(১) উল্লেখ করা সংখ্যালঘুদের রাষ্ট্র কর্তৃক তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে একটি মৌলিক অধিকার থাকা উচিত, এটি বলার চেয়ে সহজ কিছু হতো না। অন্যদিকে, এটি ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছে বলে অনুমান করার উপযুক্ত কারণ রয়েছে রাষ্ট্রের উপর এমন একটি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা থেকে। ৩০(১) অনুচ্ছেদ দ্বারা সুরক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় নির্দেশ দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, মনে হচ্ছে এটি এমন প্রতিষ্ঠান যা প্রাথমিকভাবে ৩০(১) অনুচ্ছেদ দ্বারা সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে। এখন, রাষ্ট্রকে সেসব প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করা সেই মৌলিক ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক হবে যার ভিত্তিতে সংবিধানে রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা দেয়, সেসব প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের জোরপূর্বক স্বীকৃতি দেওয়ার অধিকার থাকতে পারে না

অনুচ্ছেদ ৩০(১) এর অধীনে, সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রদানের অধিকার কিভাবে রাখা যেতে পারে? ৩০(১) অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু এর পরিধির মধ্যে থাকা সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই হতে হবে। গঠন, অতএব, অনুচ্ছেদ ৩০(১) এর ভাষায়, এই উপসংহারটি সমর্থন করা কঠিন যে এটি সংখ্যালঘুদের তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত করার অধিকারকে বোঝায়।

বিষয়টি সেখানে থেমে নেই। সংবিধানে এমন একটি বিধান রয়েছে যা স্পষ্টভাবে নেতিবাচক অধিকারের বলে মনে হয়, যা সংখ্যালঘুদের পক্ষে দাবি করা হয়। অনুচ্ছেদ ৪৫ প্রদান করে যে:

> "রাষ্ট্র এই সংবিধান প্রবর্তনের দশ বছরের মধ্যে, চৌদ্দ বছর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সকল শিশুর জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করবে।"

সংবিধানের দ্বারা রাষ্ট্রের উপর স্থাপিত এই বাধ্যবাধকতাটি বিলের (২০) দফা এ সম্পন্ন করতে চাওয়া হয়েছে। এখন, এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে সংখ্যালঘুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার আইনের অধীনে আছে কিনা অনুচ্ছেদ ৩০(১) এ এটির সাথে রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত হওয়ার একটি অন্তর্নিহিত অধিকার বহন করে, তারপর না রাষ্ট্রের আইন তাদের বাধ্য করতে পারে ছাত্র ভর্তি বিনামূল্যে এবং তাই অনুচ্ছেদ ৪৫ কখনই কার্যকর হতে পারে না, কারণ এটি যা প্রদান করে তা হল সমস্ত শিশুদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা এবং শুধুমাত্র শিশুদের জন্য নয় যারা অনুচ্ছেদ ৩০(১) এর মধ্যে পড়া প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে। এটা দাবি করা হয় যে পার্ট -৪ এ বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিগুলি সংবিধান এবং সেই অনুচ্ছেদ দ্বারা নিশ্চিত করা মৌলিক অধিকারগুলিকে অগ্রাহ্য করতে পারে না, এবং ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে সংখ্যালঘুদের প্রদত্ত অধিকারকে হারানোর জন্য অনুচ্ছেদ ৪৫ প্রয়োগ করা যাবে না। এটা একেবারেই সঠিক। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল, মৌলিক অধিকারের উপর একটি নির্দেশমূলক নীতি প্রাধান্য পাবে কি না, বরং সংখ্যালঘুদের তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত করার মৌলিক অধিকার আছে কি না, এবং যখন এ বিষয়ে কিছুই প্রকাশ করা হয় না এটি অনুচ্ছেদ ৩০(১) এ এবং এটি শুধুমাত্র অন্তর্নিহিত দ্বারা যে এই ধরনের একটি অধিকার উত্থাপনের জন্য চাওয়া হয়, এটি জিজ্ঞাসা করা প্রাসঙ্গিক। আমরা অন্তর্নিহিত একটি অধিকার অনুমান করি যা অসঙ্গত

সংবিধানের স্পষ্ট বিধান দিয়ে। এই প্রশ্ন বিবেচনা করে, অতএব, উভয় অনুচ্ছেদ ৩০(১) ভাষার উপর এবং ৪৫ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত নীতিতে, সংখ্যালঘুদের অধিকার শুধুমাত্র তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা নয় বরং তাদের রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হওয়া এই যুক্তিটি আমি মেনে নিতে পারিনি। এই প্রশ্নটি শেষ করার জন্য এটি অবশ্যই যথেষ্ট।

কিন্তু তারপর, এটা যুক্তি ছিল যে ৩০(১) অনুচ্ছেদের পিছনে নীতি ছিল সংখ্যালঘুদের তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম করা, এবং সেই নীতিটি পরাজিত হবে যদি রাষ্ট্র তাদের স্বীকৃতি প্রদানের বাধ্যবাধকতার অধীনে না রাখে। আসুন আমরা ধরে নিই যে নীতির প্রশ্নে যেতে পারে, আইনের ভাষা ছাড়াও। কিন্তু ৩০(১) অনুচ্ছেদের পিছনে নীতি কী? আমি যেমন ধারণা করি, এটা হল যে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় বা ভাষাগত অধিকার ধ্বংস করা বা ক্ষতিগ্রস্ত করা কোনো রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষমতায় থাকা উচিত নয়। এটি এমন একটি নীতি যা সমস্ত আধুনিক সংবিধানকে পরিব্যাপ্ত করে, এবং এর উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিদের তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং বিকাশে উৎসাহিত করা। এটা সুপরিচিত যে মধ্যযুগে গৃহীত ধারণাটি ছিল যে সার্বভৌমরা তাদের নিজস্ব চাপিয়ে দেওয়ার অধিকারী ছিল তাদের ধর্ম বিষয়ের উপর, এবং যারা এটি মেনে চলে না তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে। এই ধারণাটি ১৬ এবং ১৭ তম শতাব্দীর সময়ে দায়ী ছিল জাতিগুলির মধ্যে অসংখ্য যুদ্ধ এবং ইউরোপ মহাদেশে গৃহযুদ্ধের জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী, এবং এটি কেবলমাত্র পরে স্বীকৃত হয়েছিল যে ধর্মের স্বাধীনতা ভাল নাগরিকত্ব এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং সমস্ত প্রগতিশীল সমাজকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে তাদের সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় বিশ্বাসে। এই ধারণাটিই ২৫, ২৬, ২৯ এবং ৩০ অনুচ্ছেদে মূর্ত হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৫ ব্যক্তিদের অবাধে ধর্ম পালন, অনুশীলন এবং প্রচারের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। অনুচ্ছেদ ২৬ ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার জন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। অনুচ্ছেদ ২৯(১) নাগরিকদের অংশগুলির নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতির অধিকার রক্ষা করে। ধারা ৩০(১) অনুচ্ছেদ ২৫, ২৬ এবং ২৯, এর মতো একই বিভাগের অন্তর্গত

এবং সংখ্যালঘু, ধর্মীয় বা ভাষাগত, রাষ্ট্রের কোনো হস্তক্ষেপ বা বাধা ছাড়াই তাদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার প্রদান করে। অন্য কথায়, সংখ্যালঘুদের বেঁচে থাকার অধিকার থাকা উচিত এবং রাষ্ট্রের দ্বারা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক জীবন ধর্ম বা ভাষার ক্ষেত্রে বসবাসের অনুমতি দেওয়া উচিত। এটি ৩০(১), অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদত্ত অধিকারের প্রকৃত সুযোগ এবং এর সাথে সম্পর্কিত রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণরূপে নেতিবাচক। এটি এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ করতে পারে না, এবং এটি সংখ্যালঘুদের দ্বারা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। সেই অধিকারটি নয়, যেমনটি আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি, দফা (২০) দ্বারা লঙ্ঘিত হয়েছে। সংখ্যালঘুরা এখন যে অধিকার দাবি করে তা আরও কিছু। তারা কেবল তাদের নিজস্ব বিষয়গুলি পরিচালনা করার স্বাধীনতা চায় না, তবে তারা দাবি করে যে রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করবে এবং তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করবে। এটা, আমার মতে, এটি অনুচ্ছেদ ৩০(১) এর মধ্যে নেই। এই অনুচ্ছেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল সংখ্যালঘুদের একটি ঢাল দিয়ে সজ্জিত করা যাতে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, ধর্মীয় বা ভাষাগত আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করতে পারে এবং তাদের তরবারি দিয়ে সজ্জিত না করে যাতে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের ছাড় দিতে বাধ্য করতে পারে ছাড় দিতে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত যে সংবিধানের ৩০(১) অনুচ্ছেদে যা জড়িত তা ছাড়াও সংখ্যালঘুদের বিষয়ে রাষ্ট্রের উপর বিভিন্ন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। এইভাবে, অনুচ্ছেদ ৩০(২) বিধান করে যে একটি রাষ্ট্র যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্য প্রদান করতে চায়, তখন ভাষা বা ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি বৈষম্য করবে না। একইভাবে, রাষ্ট্র যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির জন্য প্রবিধান প্রণয়ন করে, তবে ভাষা বা ধর্মের ভিত্তিতে কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতি বৈষম্য না করেই তাদের সবার সঙ্গে সমান আচরণ করতে হবে। প্রশ্নটির উপর সাংবিধানিক বিধানের ফলাফল এইভাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে:

(১) সংখ্যালঘু, ধর্মীয় বা ভাষাগত সহ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাহায্য বা স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সমান আচরণ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের একটি ইতিবাচক বাধ্যবাধকতা রয়েছে৷

(২) রাষ্ট্র সেই প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাপারে একটি নেতিবাচক বাধ্যবাধকতার অধীনে, তাদের প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করা বা তাদের প্রশাসনে হস্তক্ষেপ না করা।"

বিলের ধারা (২০) এই দুটি বাধ্যবাধকতার কোনটিই লঙঘন করে না। অন্যদিকে, এটি সংখ্যালঘুদের বিতর্ক যা অবশ্যই মেনে নেওয়া হলে, রাষ্ট্র দ্বারা বৈষম্যের কারণ হবে: যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলি হবে দফা (২০) এর মধ্যে পড়ে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ ৩০(১) এর অধীন হবে না। প্রাক্তন ফি সংগ্রহ করতে পারে না, যখন পরেরটি পারে। এটা নিশ্চয়ই বৈষম্য। এটা বলা যেতে পারে যে 'সংখ্যালঘুদের জন্য কৌঁসুলি শিখেছি, যখন প্রশ্ন সঙ্গে চাপা যে তাদের বিতর্ক অনুচ্ছেদ ৪৫ একটি মৃত চিঠি হয়ে উঠতে হবে, উত্তর দেওয়া হয়েছে যে রাজ্য সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলিকে ফি ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে। এটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে সংখ্যালঘুরা কী লড়াই করে কারণ সংবিধানের ৩০(২), অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের যা দেওয়া হয়নি, 'যেমন,' ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে তাদের সাহায্য করে। আমার মতে, অনুচ্ছেদ ৩০(১) গঠন করার কোন যৌক্তিকতা নেই এমন একটি নির্মাণ যা সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশি পছন্দের অবস্থানে রাখবে।

আমি এ পর্যন্ত অনুচ্ছেদ ৩০(১) এর ভাষা পরিধি এবং এর অন্তর্নিহিত নীতি নিয়ে আলোচনা করেছি। কর্তৃপক্ষের পাশে এসে, আমাদের সামনে উদ্ধৃত করা হয়েছে, সিটি অফ উইনিপেগ বনাম ব্যারেট: সিটি অফ উইনিপেগ বনাম লোগান (১) এর পর্যবেক্ষণগুলি উপস্থিত হবে। কেরালা রাজ্যের বিরোধকে সমর্থন করার জন্য যে দফা (২০) অনুচ্ছেদ ৩০(১) কে আঘাত করে না। এটি একটি সিদ্ধান্ত ম্যানিটোবা আইন, ১৮৭০ এর ধারা ২২, যা নিম্নরূপ:

"প্রদেশে এবং এর জন্য,, উল্লিখিত আইনসভা একচেটিয়াভাবে শিক্ষা সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করতে পারে; বিষয় এবং নিম্নলিখিত বিধান অনুসারে:

(১) এই ধরনের কোনো আইনের কোনো কিছুই প্রাদেশিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কোনো অধিকার বা সুযোগ-সুবিধাকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করবে না যা ইউনিয়নে প্রদেশে আইন বা অনুশীলনের মাধ্যমে কোনো শ্রেণীর ব্যক্তিদের আছে।

এখন; ঘটনা হল যে ম্যানিটোবাতে রোমান ক্যাথলিকদের দ্বারা পরিচালিত সাম্প্রদায়িক স্কুল যা

(১) [১৮৯২] এ সি ৪৪৫, ৪৫৭

ছাত্রদের দেওয়া ফি এবং চার্চ থেকে অনুদান দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছিল। ১৮৯০ সালে, প্রাদেশিক আইনসভা পাবলিক স্কুল অ্যাক্ট পাশ করে, এবং এটি প্রণয়ন করে যে সমস্ত প্রোটেস্ট্যান্ট এবং রোমান ক্যাথলিক স্কুল জেলাগুলি এই আইনের বিধানের অধীন হওয়া উচিত এবং সমস্ত পাবলিক স্কুলগুলি বিনামূল্যে স্কুল হওয়া উচিত। আইন প্রণয়নের অনুদানের একটি অংশ পাবলিক স্কুলগুলিতে শিক্ষা বরাদ্দ করা হয়েছিল, এবং এটি প্রদান করা হয়েছিল যে আইনের সমস্ত বিধান বা শিক্ষা বিভাগের প্রবিধান অনুসারে পরিচালিত নয় এমন কোনও স্কুলকে আইনের অর্থের মধ্যে একটি পাবলিক স্কুল হিসাবে গণ্য করা উচিত নয় এবং অনুদানে অংশগ্রহণের অধিকারী ছিল না। এই বিধানগুলির বৈধতাকে রোমান ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যে তারা ম্যানিটোবা আইনের ২২ ধারাকে লঙ্ঘন করেছে , এবং এতে নিশ্চিত করা অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লঙ্ঘন করেছে। কানাডার সুপ্রিম কোর্ট এই বিতর্ককে বহাল রেখেছে; কিন্তু এই রায় প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা উল্টে যায়, এবং এটি আইনের ম্যানিটোবা আইনের ২২ ধারার বিধানগুলিকে অসন্তুষ্ট করেনি বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। লর্ড ম্যাকনাগেন বোর্ডের রায় প্রদান করে পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"পাবলিক স্কুল অ্যাক্ট, ১৮৯০ এর সত্ত্বেও, রোমান ক্যাথলিক এবং ম্যানিটোবার অন্যান্য ধর্মীয় সংস্থার সদস্যরা পুরো প্রদেশ জুড়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে স্বাধীন; তারা স্কুল ফি বা স্বেচ্ছাসেবী সাবস্ক্রিপশন দ্বারা তাদের স্কুলগুলি বজায় রাখতে স্বাধীন; তারা তাদের স্কুল পরিচালনা করতে স্বাধীন শ্লীলতাহানি বা হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের নিজস্ব ধর্মীয় নীতি অনুসারে"

ফলাফলে, এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে আইনটি ধারা ২২ এর অধীনে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার লঙ্ঘন করেনি। এই পর্যবেক্ষণগুলি বর্তমান বিতর্কের সাথে খুব বিপরীত বলে মনে হচ্ছে। ৩০(১) অনুচ্ছেদের অধীনে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ১৮৭০ সালের আইনের ২২ ধারার অধীনে ম্যানিটোবার রোমান ক্যাথলিক স্কুলগুলির সাথে ভিন্ন নয়, এবং দফা (২০) দ্বারা সৃষ্ট পদ অবিকল যা সেই প্রদেশে ১৮৯০ আইন তৈরি করেছিল।

এটি প্রিট দ্বারা অগ্রসর বিতর্ক লক্ষ্য করা অবশেষ যে ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের পক্ষে আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক এগোয় যে ছাত্ররা

যারা অস্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করে পাবলিক পরীক্ষায় বসার বা রাষ্ট্রের পরিষেবায় ভর্তি হওয়ার যোগ্যতার ক্ষেত্রে একটি অসুবিধায় পড়েছিল, তারা নিজেই ভিত্তিহীন ছিল, এবং এমনকি যদি ছাত্রদের মধ্যে গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনও উল্লেখযোগ্য বৈষম্য ছিল অস্বীকৃত স্কুল থেকে পাস আউট এবং যারা সরকারী বা স্বীকৃত স্কুল থেকে পাস আউট, এটা ছিল রাজ্যে বলবৎ শিক্ষা কোড বিধানের ফলাফল, যে এই সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩০(১), বিধান লঙ্ঘন আইন হিসাবে খারাপ হতে পারে কিন্তু এটি দফা (২০) এর বৈধতাকে প্রভাবিত করেনি যেহেতু এটি দফা (৩৮) এর দ্বারা অস্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য ছিল না, এবং এর ফলস্বরূপ, বিলটিতে এমন কিছুই ছিল না যা ৩০(১) অনুচ্ছেদকে বিক্ষুব্ধ করতে বলা যেতে পারে। শিক্ষাবিধির নিয়মগুলি আসলে আমাদের সামনে নেই, এবং সেগুলি বর্তমান রেফারেন্সের বিষয়বস্তু নয়। আমার দৃষ্টিতে, বিতর্কের পক্ষে অনেক কিছু বলার আছে যে যদি অনুচ্ছেদ ৩০(১) আদৌ লঙ্ঘন করেছে, এটি শিক্ষা কোডের নিয়ম দ্বারা এবং দফা (২০) দ্বারা নয়। তবে এই দিকটি আরও অনুসরণ করা অপ্রয়োজনীয়, কারণ আমি বিবেচনা করি যে এমনকি অন্যথায়, দফা (২০) এর দোষ প্রশ্ন করার জন্য উন্মুক্ত নয়। আমার দৃষ্টিতে, এই ধারাটি ৩০(১) অনুচ্ছেদকে বিক্ষুব্ধ করে না এবং হয় "ইন্ট্রা ভাইরাস"।

আমি একমত যে দফা (১৪) এবং (১৫) অবশ্যই খারাপ বলে ধরে নিতে হবে, এবং আমার সিদ্ধান্তের ভিত্তি হল এই: এটি নেওয়া যেতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে এটি বিতর্কিত নয় - যে রাষ্ট্র যদি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দেয় তবে তার অবশ্যই ক্ষমতা থাকতে হবে প্রতিষ্ঠানটি সঠিকভাবে এবং দক্ষতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে কিনা, সেখানে প্রদত্ত শিক্ষা সঠিক মানের কিনা, শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা রয়েছে, যে তহবিলগুলি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। অন্য কথায়, রাষ্ট্রের অবশ্যই রাষ্ট্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণের বৃহৎ ক্ষমতা থাকতে হবে। এই ক্ষমতাগুলিকে অবশ্যই উদারভাবে বোঝাতে হবে, এবং তাদের কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আইনসভার সিদ্ধান্তে হালকাভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, কারণ এটি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা, তার মধ্যে ছড়িয়ে থাকা অনিষ্টের প্রকৃতি এবং মাত্রা এবং তাদের প্রতিকারের জন্য যে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সাধারণভাবে বোঝা যায় না

নিষেধ করার ক্ষমতা, এবং একটি প্রতিষ্ঠানের বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার ব্যবহার করা যাবে না যাতে এটি নির্বাপিত হয়। এখন, দফা (১৪) এবং (১৫) রাখা কাজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেসরকারী সংস্থাগুলির অধিকারের অবসান এবং নিয়ন্ত্রণ বা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাষ্ট্রের মধ্যে বহাল রাখা যায় না। কোনো স্কুলের অব্যবস্থাপনা হলে তাকে সাহায্য বা স্বীকৃতি বন্ধ করতে রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে স্বাধীন। এটি, এমনকি একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে, ছাত্রদের স্বার্থে সেই স্কুলটি চালানোর ব্যবস্থা করতে পারে, এটি অন্যান্য শিক্ষাগত সুবিধা প্রদানের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা করার অপেক্ষা রাখে। এটি রাষ্ট্রীয় অনুদানের সহায়তায় প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা অধিগ্রহণ করা সম্পত্তিগুলিও পুনরায় শুরু করতে পারে। কিন্তু এটি নিজে বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলের দখল নিতে পারে না এবং এটিকে নিজস্ব হিসাবে চালাতে পারে না, হয় দফা (১৪) বা দফা (১৫)-এ নির্ধারিত শর্তে। এটি এমন শক্তি নয় যা সরাসরি সাহায্যের অনুদান থেকে আসে। সাহায্য করা ধ্বংস করা নয়। এই ধারাগুলি, আমার মতে, প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার অধিকার লঙ্ঘন করবে, এই অধিকারটি অনুচ্ছেদ ১৯(১)(ছ) বা অনুচ্ছেদ ৩০(১) এর উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা।

প্রশ্ন নং ২-এ আমার এটি যোগ করা উচিত, দফা (২০) - বা দফা (১৪) এবং (১৫) এর বৈধতার প্রশ্ন আমাদের মতামতের জন্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় না। কিন্তু বলা হয় যে দফা ৩(৫) এর রেফারেন্স বিলের সমস্ত বিধানকে আকর্ষণ করে, কারণ নতুন প্রতিষ্ঠান বা স্কুল প্রতিষ্ঠা বিলের বিধান এবং তার অধীনে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে সেই ধারার অধীনে। রেফারেন্সের শর্তাবলীতে, বিলের সমস্ত বিধানের বৈধতা সম্পর্কে আমাদের মতামত প্রকাশ করার জন্য আমাদের আহ্বান করা হয়েছে কিনা তা নিয়ে আমার গভীর সন্দেহ রয়েছে। রেফারেন্সটি সাধারণত বিলের বিধানগুলির দোষে থাকে না। এটি নির্দিষ্ট বিধানের বৈধতার মধ্যে সীমাবদ্ধ, দফা ৩(৫), ৮(৩) এবং ৯ থেকে ১৩ পর্যন্ত। এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি যে কেন এটি উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা বিলের সমস্ত বিধানের বৈধতার বিষয়ে উচ্চারণ করব, দফা ৮(৩) এবং (৯) থেকে (১৩) এ বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত ছিল। তদুপরি, রেফারেন্সটি কিছু বিধানের বৈধতা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির মনে যে সন্দেহ উত্থাপিত হয়েছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত আবৃত্তির পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এতে কোন সংশয় ছিল এমন কোন ইঙ্গিত নেই

স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ব্যতীত অন্যান্য বিধানের দোষ সম্পর্কিত। ম্যাক্সিম ***"এক্সপ্রেসাম ফ্যাসিট সেজার ট্যাসিটাম"*** যদি সঠিকভাবে যন্ত্র নির্মাণে আমন্ত্রণ জানানো যায়, তবে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত যত্ন ও বিবেচনার সাথে তৈরি করা একটি নথির ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এটি অবশ্যই ***"এ ফর্টিওরি"*** হতে হবে। এবং ১৪৩ অনুচ্ছেদের অধীনে উপদেষ্টার এখতিয়ারের প্রকৃতির বিষয়ে, রেফারেন্সটি বিস্তৃত না হয়ে সংকীর্ণভাবে বোঝানো উচিত। তবে এই আলোচনাটি একাডেমিক, কারণ সমস্ত বিধানের বৈধতা নিয়ে পূর্ণ যুক্তি রয়েছে এবং আমরা তার উপর আমাদের মতামত প্রকাশ করছি।

ফলাফলে, ২ নং প্রশ্নের আমার উত্তর হল, দফা (১৪) এবং (১৫) বাদে,বিলের অন্যান্য বিধানগুলি সংবিধানের ৩০(১) অনুচ্ছেদকে আঘাত করে না।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের স্কুলগুলির বিষয়ে, অনুচ্ছেদ ৩৩৭ শর্তে এবং এতে উল্লেখিত পরিমাণে তাদের দেওয়া সহায়তার জন্য সরবরাহ করে। এটি ৩০(১) অনুচ্ছেদের বাইরে এবং এর থেকে স্বাধীন, এবং আমি আমার লর্ড, প্রধান বিচারপতির সাথে একমত যে, বিলের বিধানগুলি সেই ধারা দ্বারা প্রদত্ত অধিকারগুলিকে প্রভাবিত বা হস্তক্ষেপ করার পরিমাণ পর্যন্ত খারাপ।

রেফারেন্স অনুযায়ী উত্তর।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।